প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 13 November 2025, 9th Year, Issue 452, 40 Pages
বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ২৮ কার্তিক ১৪৩২, ২২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫২, পৃষ্ঠা ৪০

এবার নিউইয়র্ক নিয়ন্ত্রণে লড়বেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এলিস স্টেফানিক পৃষ্ঠা ১৬

চিলির সুন্দরীকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশের মিথিলা পৃষ্ঠা ৩৬

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে

ঢাকা অফিস

মুহাম্মদ ইউনূস

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট হবে একই দিনে। চারটি বিষয়ের ওপর একটি প্রশ্নে হবে গণভোট। গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে আগামী সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে (পিআর পদ্ধতি) ১০০ সদস্য নিয়ে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। জাতীয় নির্বাচন, গণভোটসহ অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি। ভাষণের আগে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫'

অনুমোদন করা হয়। পরে রাষ্ট্রপতি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ফেডারেল সরকারের বাজেট ও স্বাস্থ্যভর্তুকি নিয়ে নতুন লড়াই শুরু

দীর্ঘ শাটডাউনের অবসান

সরকারের কার্যক্রম পুনরায় চালু করার পথ খুলেছে। মূলত সরকারকে পুনরায় কার্যকর রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এতে।

- বাজেট প্যাকেজে শাটডাউনের কারণে বেতন বন্ধ থাকা সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রদান এবং ওই সময়কালেও কর্মচারী ছাঁটাই বন্ধ রাখার অঙ্গীকার
- শাটডাউন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করেনি, বরং জাতীয় নীতিতে রাজনৈতিক প্রভাবও ফেলেছে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাসের দীর্ঘতম শাটডাউনের পরিশেষে, ১২ নভেম্বর বুধবার নিম্নকক্ষে একটি বাজেট প্যাকেজ পাস করা হয়েছে। ২২২–২০৯ ভোটের ব্যবধানে পাস হওয়া এই প্যাকেজ সরকারের কার্যক্রম পুনরায় চালু করার পথ খুলেছে। এতে মূলত সরকারকে পুনরায় কার্যকর রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যেখানে অধিকাংশ সংস্থার অর্থায়ন আগামী ২০২৬ অর্থবছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, এবং বাকি সংস্থাগুলোর জন্য জানুয়ারি ৩০ পর্যন্ত স্থায়ী করা হয়েছে।

বাজেট প্যাকেজে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ধারা—শাটডাউনের কারণে বেতন বন্ধ থাকা সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রদান এবং শাটডাউনের সময়কালেও কর্মচারী ছাঁটাই বন্ধ রাখার অঙ্গীকার। তবে এটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে ভোট প্রতি ১৫ ডলারের কাছে ৬৫ ডলারের পরাজয়

সিটি মেয়র নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

জোহরান মমদানি

অ্যান্ড্রু কুয়োমো

নিউইয়র্ক সিটির সাম্প্রতিক মেয়র নির্বাচনে জোহারান মামদানির নির্ধারক ও ঐতিহাসিক বিজয় শুধু ভোটের ব্যবধানে নয়, পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবেও আলোচনায়। সিটির প্রথম দক্ষিণ এশীয় ও মুসলিম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তিনি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। দুই মিলিয়নের বেশি ভোটার এই নির্বাচনে অংশ নেন, যা প্রায় ছয় দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। নিবন্ধিত ভোটারের প্রায় ৩৯ শতাংশের অংশগ্রহণ সিটির রাজনৈতিক তাপমাত্রাকে আরও প্রকট করে তোলে।

মামদানি যেখানে তরুণ ভোটার, দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠী, কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়, ব্রংক্সের বহু এলাকা, লাতিনো সংখ্যাগরিষ্ঠ পাড়া, নিম্ন–আয়ের পরিবার এবং বিশেষভাবে পাবলিক হাউজিং–এ বসবাসকারী মানুষের ব্যাপক সমর্থন পান, সেখানে অ্যান্ড্রু কুয়োমো প্রাইমারির পর যে আশা করেছিলেন, তা ভেঙে পড়ে সাধারণ নির্বাচনের রাতেই। ব্রুকলিন, কুইন্স ও ব্রংক্সের বহু এলাকা—বিশেষত পার্কচেস্টার, ওয়েস্টচেস্টার স্কোয়ার, ফ্ল্যাটল্যান্ডস, ইডেনওয়াল্ড ও সাউথ ওজোন পার্কের উল্লেখযোগ্য সরে আসা ভোট মামদানির জয়ের ভিত আরো মজবুত করে।

একই সময়ে কুয়োমোকে ঘিরে বিশাল অঙ্কের নির্বাচনী ব্যয় প্রশ্ন তোলে নিউইয়র্কের রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে। নির্বাচনের আগের কয়েক সপ্তাহে শহরের প্রভাবশালী ধনিকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত স্বাধীন ব্যয়কারী কমিটিগুলো কুয়োমোর পক্ষে ও মামদানির বিরুদ্ধে খরচ করেছে ৫৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। মাত্র ৮ লাখ ৫৫ হাজারের কম ভোট পেয়ে কুয়োমোর ভোটপ্রতি ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৬৫ ডলার। অন্যদিকে মামদানি–সমর্থিত সংস্থাগুলোর মোট ব্যয় ছিল মাত্র ১৬ মিলিয়ন ডলার, যেখানে তার ভোটপ্রতি ব্যয় দাঁড়ায় মাত্র ১৫ ডলারের কিছু বেশি—এবং সেই ব্যয়ই তাকে বিজয়ের সিঁড়িতে তুলে দেয়।

নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিকে কুয়োমোপন্থী একটি গোষ্ঠী যে আক্রমণাত্মক ভিডিও প্রকাশ করে, তা শহরজুড়ে বিতর্কের ঝড় তোলে। মামদানির হাসিমুখের পেছনে জ্বলন্ত টুইন টাওয়ারের ছবি ব্যবহার করে বানানো বিজ্ঞাপনকে ইসলামবিদ্বেষী ও বিপজ্জনক হিসেবে আখ্যা দেন বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক পরামর্শকেরা। মামদানির

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ হচ্ছে বাংলাদেশী রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আমেরিকার নানা অঙ্গরাজ্যে এখন নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি বাংলাদেশি কমিউনিটি। যেখানে বাংলাদেশের রাজনীতি, ক্ষমতার লড়াই, আর অপরাধের ইতিহাসে নাম জড়ানো বহু মানুষ নিয়েছেন আশ্রয়। কারও কাঁধে দুর্নীতি মামলা, কারও নামে সন্ত্রাস বা চাঁদাবাজির অভিযোগ, আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলে দাবি করে আশ্রয় নিতে ছুটেছেন মার্কিন ভূমিতে। এই দীর্ঘ তালিকার ভেতর আছে সাংবাদিক, গায়ক, শিল্পী, ক্রিকেটার, ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপি, এমনকি সাবেক মন্ত্রীও।

বর্তমান সরকারের যুগে মামলা কাঁধে নিয়ে পালিয়ে আসা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী এখন যুক্তরাষ্ট্রে এসাইলাম বা মানবিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। তাদের দাবি, দেশে ফিরে গেলে তারা রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হবেন। অপরদিকে, পূর্বের সরকারের সময় মামলা মাথায় নিয়ে পালিয়ে আসা বিএনপি ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীরাও একই যুক্তিতে আশ্রয় চাইছেন। যেন দুই মেরুর রাজনীতি এসে মিলেছে আমেরিকার অভিবাসন দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক লাইনে।

এই বাস্তবতা আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি করেছে। কেউ মনে করছেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মামলায় অভিযুক্ত মানুষগুলো ন্যায়বিচারের সন্ধানে বিদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন। আবার অন্যদের চোখে এদের কেউ কেউ বৈধ বিচার এড়ানোর জন্যই পালিয়েছেন। এর মাঝে অভিবাসন অফিসগুলোতে জমে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

কানাডার পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, যা হবে ঐতিহাসিক মুহূর্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কানাডার পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল। বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কানাডার সিনেটর সালমা আতাউল্লাহজান ও সংসদ সদস্য সালমা জাহিদ এবং সামির জুবেরিসহ ৭ সদস্যের কানাডীয় পার্লামেন্টারি দল। বুধবার রাজধানীর রাষ্ট্র অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। জাতির জন্য এ নির্বাচন হবে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সিনেটর সালমা আতাউল্লাহজান।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে দেশের চলমান সংস্কারপ্রক্রিয়া ও আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, 'আপনারা এমন এক সময়ে এসেছেন, যখন যুবসমাজের নেতৃত্বে সংঘটিত এক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, যা হবে জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

উত্তর আমেরিকাভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান কনসার্ন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ওজন পার্ক এখন প্রস্তুত
আপনার রাজকীয় আয়োজনের জন্য
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল
বুকিং করতে যোগাযোগ করুন
718-235-7876
labonnofinedine@gmail.com
www.labonnofinedine.com
1193 & 1195 Liberty Avenue,
Brooklyn, NY 11208
LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
INDIVIDUAL TAX RETURN
CORPORATE TAX RETURN
SMALL BUSINESSES TAX RETURN
SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
PAYROLL
W2S, 1099S
FINANCIAL STATEMENT
SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY
E-MAIL PRINT
BANNER
MONEY TRANSFER
BUSINESS CARDS
CUSTOM T- SHIRT
FLYER
A-SIGN
CARGO
FEDEX/UPS
CELL PHONE
MUG PRINTING
Mohammed K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish,, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মিরসরাই সমিতি ইউএসএর নতুন কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী মিরসরাইবাসীদের সংগঠন মিরসরাই সমিতি ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

শনিবার (৮ নভেম্বর) নিউইয়র্কের তাজ মহল পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদায়ী সভাপতি আমজাদ ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিল্টন ভুঁইয়া বিদায়ী ভাষণ দেন। পরে নতুন কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর ও শপথ গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ পাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা গোলাম সামদানি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আবুল কাশেম ভূঁইয়া, ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর আলম, কাজী আজমসহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা।

নবনির্বাচিত সভাপতি আসিফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান শপথ গ্রহণ শেষে বলেন, প্রবাসে মিরসরাইবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতেই তারা কাজ করবেন।

অভিষেক উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবাসী শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনায় ও আনন্দঘন মুহূর্তে মুখর হয়ে ওঠে গোটা পার্টি হল। অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় প্রবাসে থাকা মিরসরাইবাসীদের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

সরকারের ভেতরেই ভূত আছে: রিজভী

ঢাকা অফিস

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রশ্ন তুলেছেন, 'ফ্যাসিবাদকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভেতর থেকে কারা কাজ করছে? সরকারই-বা এত দিন নীরব বসে থাকল কেন? সরকারের ভেতরেই ভূত আছে। সরকার আসল শত্রুপক্ষকে চিহ্নিত না করে বিএনপির বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে গেছে। সবাই নয়, কেউ কেউ।'

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে বুধবার জিয়াউর রহমান আর্কাইভের উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে প্রকাশনা ও আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যে বিপুল প্রাণশক্তি ও আত্মত্যাগের নিদর্শন এ দেশের ছাত্র-তরুণ-শ্রমিকেরা দেখিয়েছে, এরপরে আর কোনো বৈরিতা থাকার কথা নয়। সব গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঝগড়াঝাঁটি, তর্কবিতর্ক সবকিছুর মধ্য দিয়ে একটা জায়গায় উপনীত হতে হবে যে—আমরা এ রাষ্ট্রকে বিনির্মাণ করব গণতান্ত্রিক চেতনার মধ্য দিয়ে। এই চেতনার মূল ভিত্তি হবে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী রাখা। এই মূল স্পিরিট যদি ঠিক থাকে, জুলাই সনদ নিয়ে, এর বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নিয়ে কী হবে, তা নিয়ে এত বিবাদ-বিসম্বাদ কেন? এটা হওয়ার কথা নয়।'

রিজভী বলেন, 'জুলাই সনদ আইনিপ্রক্রিয়ায় না হলে হবে না'—যাঁরা এ কথা বলছেন, তাঁরা এতই আইন বিশেষজ্ঞ, তাহলে শেখ হাসিনার আমলে যে এত বেআইনি কাজ হলো, তখন বুক চিতিয়ে আরও ভালো করে দাঁড়াননি কেন?

We Speak বাংলা, English, हिन्दी
العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

➤ Do you want apply for a green card?
➤ Are you having credit card problems?
➤ Has your bank account been sealed?
➤ Are you being deported?
➤ Are you unable to pay your debts?
➤ Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

জামায়াতের সঙ্গে আইএমএফের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

ঢাকা অফিস

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বৈঠক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একটি প্রতিনিধিদল। আজ বুধবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানায়, বৈঠকে আইএমএফের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন অ্যাডভাইজার টু দ্য বাংলাদেশ মিশন চিফ ক্রিস পাপাজর্জিউ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইএমএফের ঢাকার আবাসিক প্রতিনিধি ম্যাক্সিম ক্রিশকো, ডেপুটি চিফ অব মিশন আইভো ক্রেজনার ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক তাওহিদ এলাহি।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, শিক্ষাবিদ ড. আবদুর রব ও শফিউল্লাহ।

জামায়াত জানায়, বৈঠকে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনীতি, বিভিন্ন আর্থিক খাত, করব্যবস্থা ও সামাজিক খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

সম্পাদকীয়

মামদানি ও তাঁর ট্রানজিশন টিম নতুন রাজনীতির নকশা

নিউইয়র্কে যোহরান মামদানির সাম্প্রতিক বিজয়কে কেবল একটি রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এটি সিটির বদলে যাওয়া মনস্তত্ত্ব, সামাজিক অগ্রাধিকার এবং প্রজন্মগত দৃষ্টিভঙ্গির এক গভীর ইঙ্গিত বহন করছে। তরুণ ভোটার, শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী, অভিবাসী পরিবার এবং প্রান্তিক মানুষেরা তাঁর মধ্যেই একটি নতুন সম্ভাবনা দেখেছে। সেই সম্ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে—একটি শক্তিশালী, অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী ট্রানজিশন টিম গঠনের মাধ্যমে। মামদানির ট্রানজিশন টিম তাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের প্রথম দৃশ্যমান রূপ, যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে প্রশাসনিক বাস্তবতার সেতুবন্ধ তৈরি করবে। ইতিমধ্যে শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে গঠিত মামদানির ট্রানজিশন টিম সকলের নজর কেড়েছে।

এই টিম গঠিত হয়েছে তাদের দিয়ে, যারা নিউইয়র্কের সংকট, মানুষের চাহিদা, প্রশাসনিক বাস্তবতা এবং নীতির সূক্ষ্মতা গভীরভাবে বোঝেন। ভাড়াটেদের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করা মীনা হানিফ সেখানে অন্যতম মুখ। আবাসন সংকট নিউইয়র্কের আজকের সবচেয়ে জটিল ইস্যু, যার শিকড় সামাজিক বৈষম্য, বাজেট ব্যত্যয় এবং রাজনৈতিক উদাসীনতার মধ্যে নিহিত। মীনা হানিফ সেই বাস্তবতার গভীরতম অংশটি জানেন। তাঁর অভিজ্ঞতা সমস্যাকে শুধু চিহ্নিত করবে না; তার মূল দিকগুলোকে সামনে এনে নীতি তৈরির পরিষ্কার পথও দেখাবে।

নগর পরিকল্পনা ও গণপরিবহনে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার অধিকারী ডেভিড রোজেনও টিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। নিউইয়র্কের গণপরিবহন ব্যবস্থার আর্থিক সংকট, সংগঠনগত অদক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব শহরের প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। রোজেনের গবেষণা, বাজেট-বিশ্লেষণ এবং নীতি-প্রণয়নের অভিজ্ঞতা ট্রানজিশন প্রক্রিয়াকে আরও শক্ত ভিত্তি দেবে।

অভিবাসী অধিকার নিয়ে কাজ করা সামিরা কাশফির যুক্ত হওয়া মামদানি প্রশাসনের নীতিতে একটি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করবে। অভিবাসী পরিবারগুলোর আইনি জটিলতা, নাগরিক অধিকার, শ্রম অধিকার—এসব ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ মাঠ-অভিজ্ঞতা প্রশাসনের বাস্তব নীতি পরিকল্পনাকে আরও গভীরতর করবে।

যোহরান মামদানি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রগতিশীলতা, মানবিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, তাঁর ট্রানজিশন টিম সেই প্রত্যয়ের প্রথম বাস্তব দৃষ্টান্ত। পরিবর্তন কেবল স্লোগানের বিষয় নয়; পরিবর্তন আসে সঠিক দল গঠন, তথ্যভিত্তিক নীতি-প্রণয়ন এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে। তাঁর টিমের গঠন প্রমাণ করে তিনি কেবল ভবিষ্যতের নিউইয়র্ক কেমন হবে—তা কল্পনা করেননি; তিনি সেই ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তিও তৈরি করছেন। কতোটা সফল হবেন, কতোটা বাঁধাগ্রস্ত হবেন- তা এখনই বলা যাবে না।

এই টিমের সবচেয়ে উজ্জ্বল সংযোজনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জারা রহিম। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং প্রগতিশীল নীতি-আন্দোলনের পরিচিত একটি মুখ। ওবামা প্রশাসনের সময় হোয়াইট হাউসের ডিজিটাল কমিউনিকেশন টিমে কাজ করা জারা রহিম ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন প্রচারণা, রাজনৈতিক বার্তা নির্মাণ এবং কমিউনিটি আউটরিচের ক্ষেত্রে একজন দক্ষ কৌশলবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছেন এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মামদানির টিমে তাঁর যুক্ত হওয়া শুধু প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের জন্য গর্বের নয়; এটি এই দলের দক্ষতা, বৈচিত্র্য এবং আধুনিক রাজনৈতিক ধারণার একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর যোগাযোগ-দক্ষতা, ডেটা-নির্ভর কৌশল এবং জনমত ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা মামদানির প্রশাসনের নীতি ও বার্তাকে আরও শক্তিশালী করবে।

এই বৈচিত্র্যময় টিমের কাজ হবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোকে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিতে রূপান্তর করা। আবাসন ব্যয়, গণপরিবহন, শিক্ষা, শ্রম অধিকার, অভিবাসী সহায়তা—প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বিশ্লেষণ করবে সমস্যা কোথায়, সমাধানের পথ কতটা বাস্তবসম্মত, এবং বাজেট অনুযায়ী কোন নীতি কার্যকর। তারা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, কমিউনিটি সংগঠন এবং জনগণের অভিজ্ঞতা সরাসরি পর্যালোচনা করবে। এই পুরো প্রক্রিয়া তথ্য, গবেষণা এবং বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা প্রশাসনের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের কাঠামো গড়ে তুলবে।

ট্রানজিশন টিমের ভূমিকা কেবল নীতি-খসড়া প্রণয়ন নয়; এটি নতুন প্রশাসনের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি নির্মাণ। তারা বর্তমান প্রশাসনের দুর্বলতা চিহ্নিত করবে, সংস্কারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে এবং কোথায় নতুন চিন্তার প্রবর্তন করা উচিত, তা বিশ্লেষণ করবে। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই মামদানির অগ্রাধিকার, প্রশাসনিক পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করবে।

যোহরান মামদানি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রগতিশীলতা, মানবিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, তাঁর ট্রানজিশন টিম সেই প্রত্যয়ের প্রথম বাস্তব দৃষ্টান্ত। পরিবর্তন কেবল স্লোগানের বিষয় নয়; পরিবর্তন আসে সঠিক দল গঠন, তথ্যভিত্তিক নীতি-প্রণয়ন এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে। তাঁর টিমের গঠন প্রমাণ করে তিনি কেবল ভবিষ্যতের নিউইয়র্ক কেমন হবে—তা কল্পনা করেননি; তিনি সেই ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তিও তৈরি করছেন। কতোটা সফল হবেন, কতোটা বাঁধাগ্রস্ত হবেন- তা এখনই বলা যাবে না।

মামদানির ট্রানজিশন টিমকে শুধু প্রশাসনিক প্রস্তুতি হিসেবে আমরা দেখছি না। এদের মাধ্যমে নিউইয়র্কের নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা। একটি সিটি যখন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সেই পরিবর্তন বাস্তবায়নের প্রথম ইট বসে দূরদর্শী নেতৃত্ব ও দক্ষ টিমের হাতেই। মামদানির এই সিদ্ধান্ত নিউইয়র্কের রাজনীতিকে একটি নতুন আদর্শ, একটি নতুন কাঠামো এবং একটি নতুন সাহসিকতার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অচলাবস্থা কাটবে কীভাবে

হাসান মামুন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে যে সংকট তৈরি হবে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম চলাকালে সাধারণভাবে চিন্তা করা যায়নি। সরকার আবার সেই সংকট দ্রুত নিরসনের দায়িত্ব চাপায় এ প্রশ্নে বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। অথচ দায়িত্বটা ছিল খোদ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তথা অন্তর্বর্তী সরকারের। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত মাঠে থাকা প্রধান দল বিএনপি সংকট নিরসনের দায়িত্ববিষয়ক আলোচনায় উৎসাহী না হওয়ায় বল আবার ফিরে গেছে সরকারের কোর্টে। সরকার নাকি দ্রুতই সিদ্ধান্ত দেবে।

বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক রয়েছে। এর আগেও প্রধান উপদেষ্টার কয়েকজন উপদেষ্টাকে নিয়ে বসার কথা। তাদেরকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ‘অনানুষ্ঠানিক আলোচনা’র দায়িত্ব দেওয়ারও খবর ছিল। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণকারী দলগুলোর মধ্যেও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার খবর রয়েছে। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে তাদের মধ্যে জোট গঠন আর আসন সমঝোতা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বলেও জানা যায়। এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রগতির সঙ্গে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে একমত হওয়ার বিষয়টি অনেকখানি সম্পর্কিত হতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী ও সহমত দলগুলো চাইছিল, জুলাই সনদ প্রশ্নে গণভোট হোক নভেম্বরের মধ্যে। নভেম্বরের মধ্যভাগ এসে গেছে, বলা যায়। এর মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করে গণভোট আয়োজন সম্ভব বলে মনে হয় না। নির্বাচন কমিশন (ইসি) ফেব্রুয়ারিতে, রমজান মাসের আগে জাতীয় নির্বাচন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে। নির্বাচনের রোডম্যাপ অনুযায়ী ডিসেম্বরের শুরুতে তপশিল ঘোষণার কথা। এর মধ্যে সংশোধিত আরপিও এবং দল ও প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য আচরণ বিধিমালা জারি করেছে ইসি। সরকার বললেই কেবল তারা গণভোট আয়োজনে এগোবে। তার আগে এ নিয়ে ইসির কোনো ভাবনা নেই।

সরকার ও ইসি মিলে কেমন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে, সেটা নিয়েই গভীর সংশয় রয়েছে। গত দেড় দশকে তো নির্বাচন বলা যায় উঠেই গিয়েছিল দেশ থেকে। গণঅভ্যুত্থানের পর অর্থবহ নির্বাচন হবে– এটাই প্রত্যাশা। সরকারও বারবার বলছে, আদর্শস্থানীয় নির্বাচন হবে এবার। আর বলা হচ্ছে, সেটা নির্ধারিত সময়েই হবে। তবে কী মানের নির্বাচন হবে আর যথাসময়ে হবে কিনা– এ দুই প্রশ্নেই সংশয় বাড়ছে বৈ কমছে না। অন্যান্য প্রস্তুতির বিষয় পাশে সরিয়ে রাখলেও বলা যায়, আইনশৃঙ্খলার ক্রমাবনতি এর বড় কারণ। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ঘিরে সংকট সৃষ্টি হওয়াতেও নির্বাচন নিয়ে সংশয় কাটছে না।

এরই মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত দলের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি জটিল করার চেষ্টা পরিলক্ষিত। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে চলমান মামলার প্রথম রায় ঘোষণা ঘিরে দলটি কর্মসূচি দিয়েছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও তাদের কিছু কর্মী-সমর্থকের তৎপরতা থেমে নেই। অব্যাহত ধরপাকড়ও তাদের দমাতে পারছে না। আগামী নির্বাচনে দলটি অংশ নিতে না পারলেও তাদের দিক থেকে এটাকে নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে কিছু হুমকি থেকেই যাবে। খোদ প্রধান উপদেষ্টা মাঝে সবাইকে সতর্ক করে বলেছেন, ‘হঠাৎ করে আক্রমণ চলে আসতে পারে।’ এবারের নির্বাচন যে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হবে, ইসি থেকেও সেটা বলা হচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যেও এমন কথাবার্তা কানে আসে।

এ অবস্থায় গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলো একের পর এক বিবাদে জড়িয়ে না পড়লে ভালো হতো। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য স্বাভাবিক। এটা গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হিসেবে বর্ণিত হয়। তবে এড়ানো যায়, এমন বিবাদ অগ্রহণযোগ্য। গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর দলগুলো আদর্শগতভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতে কারও কিছু বলার নেই। তাতে বরং এই নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সামনের নির্বাচন গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু নির্বাচন ঠিক কখন হবে, তা নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে চলেছে রাজনৈতিক মতভেদ। অন্তর্বর্তী সরকারও এ ক্ষেত্রে এমন অবস্থান নিয়ে ছিল, যা কার্যত একটি পক্ষের দিকে হেলে থাকা। এ অবস্থায় বিচার ও সংস্কারে ‘প্রত্যাশিত অগ্রগতি’র শর্ত জুড়ে দিয়ে নির্বাচনকে বিলম্বিত করার অভিযোগ ওঠে খোদ সরকারের বিরুদ্ধে।

তারপরও সংস্কার আলোচনায় দীর্ঘ সময় দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো, যারা ‘দ্রুত নির্বাচন’ চাইছিল। আট মাস ধরে চলেছে সংস্কার আলোচনা। অতঃপর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করেছে প্রধান দুই পক্ষ। তার আগে গণভোট আয়োজন করে এর পক্ষে জনসম্মতি গ্রহণের বিষয়েও সবাই একমত। এতে আশাবাদ জাগে শুধু সংস্কার নয়; নির্ধারিত সময়ে নির্বিঘ্নে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে। সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পেয়ে ইসিও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসব অগ্রগতির মধ্যে ঐকমত্য কমিশন সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি পক্ষের দিকে হেলে পড়ে সুপারিশ করবে– এটা প্রত্যাশিত ছিল না। তাদের এমন ভূমিকায় সরকারও সমালোচিত হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টাও সমালোচিত। কেননা, তিনি ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি।

তারপরও আশা, সংকট নিরসনে তিনি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। সব রাজনৈতিক পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া অবশ্য কঠিন। মাঝে ছোটখাটো সংস্কারে অগ্রগতি আনতেও হিমশিম খাচ্ছে সরকার। এনবিআর সংস্কার ঘিরে তো নজিরবিহীন অচলাবস্থা চলে রাজস্ব আহরণে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ‘আশু বাস্তবায়নযোগ্য’ সংস্কারেও পারদর্শিতা দেখাতে পারেনি সরকার। এ অবস্থায় জুলাই সনদ ঘিরে গুরুতর রাজনৈতিক মতপার্থক্যের মাঝে তারা কীভাবে কী করবেন, তা দেখার অপেক্ষায় অনেকে। বিএনপি ও জামায়াত কাউকেই অসন্তুষ্ট না করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যি কঠিন। এনসিপিকে খুশি রাখার ব্যাপারও রয়েছে। নির্বাচনের পর পরিস্থিতি যা-ই দাঁড়াক; এর আগ পর্যন্ত দলটির এক ধরনের গুরুত্ব থাকবে বলেই মনে হয়।

সরকার ১৫ নভেম্বরের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে চায় বলে খবর রয়েছে। বিদ্যমান বাস্তবতায় রাষ্ট্রপতিকে এড়িয়ে সেটা কি সম্ভব? একতরফাভাবে আদেশ জারিও নতুন সংকটের জন্ম দিতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরেক দফা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে হলেও এ কাজে এগোতে হবে সরকারকে। গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য জরুরি নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করতে দলগুলো অল্প ছাড় দিয়ে হলেও সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা জোগাতে পারে। কেননা, নির্বাচন নতুন করে অনিশ্চিত হয়ে পড়লে সব রাজনৈতিক দলই পড়তে পারে অপরিমেয় ক্ষতির মুখে। তেমন পরিস্থিতিতে গণভোট আর সংস্কার বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রশ্ন সোজা চলে যেতে পারে হিমাগারে। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পুরো যাত্রাপথটি তখন হয়ে থাকবে মূল্যবান সময়ের অপচয় আর দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা।

সম্ভাব্য এ পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন জোরদার করতে চাওয়া সব পক্ষকে। জনপ্রত্যাশারও দাম দেওয়া চাই। অর্থনীতির দিক থেকে বাংলাদেশ সম্ভাবনাময়, এটাও মনে রাখা প্রয়োজন। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক সরকার মিললে বিনিয়োগ আর কর্মসংস্থানে অচলাবস্থাও কাটবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে চলমান সংস্কার বাস্তবায়নের পাশাপাশি অর্থনীতিতেও সংস্কার আনতে হবে নতুন সরকারকে, যেটা এখন অবহেলিত।

সাংবাদিক, কলাম লেখক

চেতনাবাজদের আয়নাবাজি এবং বিভক্তির রূপরেখা

কাকন রেজা

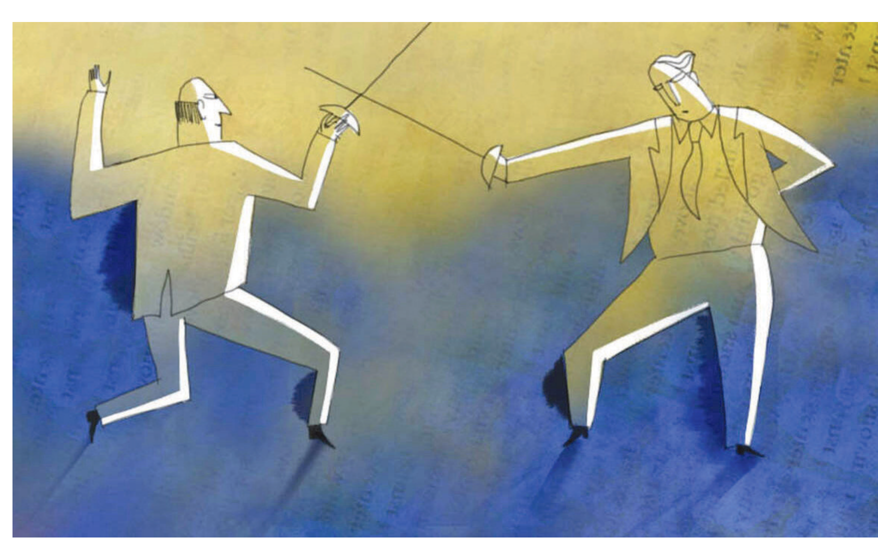

গণমাধ্যম এখনো গণের হয়ে উঠেনি। আছে সেই চেতনাবাজদের ধামাধরা হয়ে। বলি, ৫ নভেম্বর ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে এক বৃদ্ধকে জুতার মালা পরানোর ছবি নিয়ে দারুণ মিডিয়া ক্যাম্পেইন চলল। বলা হলো, ওই বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা, তাকে হেনস্তা করা হয়েছে। রীতিমতো কান্নাকাটি ধরণের আলাপ তুলল কথিত চেতনাবাজরা। তাদের মতে, ‘আগেই ভালো ছিল, এখন সব গেল’ অবস্থা।

ওই বৃদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের। তাকে ক্ষুব্ধ জনতা আটক করে এবং জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে দেয়। ওই বৃদ্ধ দাবি করেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। ভুল হলো, ফ্যাসিবাদী রেজিম তো আবার মুক্তিযোদ্ধার আগে ‘বীর’ বসাতে বলেছে—যেন বীর ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা আছে! কেউ হয়তো ভীতু মুক্তিযোদ্ধা। অথচ মুক্তিযোদ্ধা মানেই বীর। যারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাদের নামের আগে বীর বসানো মানে তাদের কৃতিত্বকে শ্রেণিতে ফেলা। চেতনাবাজদের একথা বোঝাবে কে!

যাকগে, ওই লোকের দাবির সত্যতা যাচাই না করেই, মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি শুনেই চেতনাবাজ মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল কোমর বেঁধে। রব তুলল ‘গেল গেল’ বলে। শুরু হলো সেই গত দেড় দশকের শকুনির চিৎকার, যা এখনো থামেনি। এখনো মানুষকে বিভক্ত করার কৌশলে লিপ্ত চেতনাবাজরা। জুলাই বিপ্লব যে চেতনার গলায় জুতার মালা পরিয়েছে—যে চেতনার আলাপ ছিল ওই বৃদ্ধের মতো ভুয়া, যে চেতনা ছিল শুধু প্রতিপক্ষ দমনের রাজনৈতিক কৌশল, মানুষকে নিপীড়নের হাতিয়ার। মুক্তিযুদ্ধকে যারা শুধু পুঁজি বানিয়েছিল স্বার্থ উদ্ধারের, এদের জন্যই মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ব্যর্থ হয়েছে। এদের জন্যই জুলাইয়ে জীবন দিতে হয়েছে হাজারো তরুণকে। তাদের জন্যই মুক্তিযুদ্ধের পরও শহিদের কাফেলা থামেনি।

আচ্ছা, মুক্তিযোদ্ধা হলেই কি সব দোষ মাফ? যদি তাই হয়, তাহলে জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে এত কথা কেন! তারা কিছু করতে গেলেই কথা ওঠে—আসিফ কী করল, নাহিদ কী করছে, সারজিসের আয়ের উৎস, এসব নিয়ে এত কথা কেন? পাটওয়ারীর আলাপ তো বলাই লাগে না। তুষারের ব্যক্তিজীবন পর্যন্ত বাদ যায়নি। কেন রে ভাই, মুক্তিযোদ্ধার নামে সব মাফ, জুলাই যোদ্ধাদের নামে সব পাপ? এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই তো লড়েছে বাংলাদেশ। বিভক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে জুলাই বিপ্লবীরা। জান ও জবানের স্বাধীনতার জন্যও ছিল সে লড়াই। সুতরাং জুলাই যোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডকে যেমন জবাবদিহিতার আওতায় আনা যাচ্ছে, তেমনি মুক্তিযোদ্ধারাও জবাবদিহিতার বাইরে নন। কেউই জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়—এটাই জুলাই বিপ্লবের শিক্ষা।

চব্বিশের লড়াইটা শুধু আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল বিভক্তির বিরুদ্ধে। লক্ষ্য ছিল সবাই মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা—ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ, অংশীজনের সম্মিলিত বাংলাদেশ। অথচ আজও গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ ‘চেতনাবাজি’ নিয়ে আছে, আছে আয়নাবাজদের নিয়ে। গণমাধ্যম সংস্কারের কথা বলা হয়। ইন্টারিম একটা কমিটিও করা হয়েছিল। কমিটির প্রধান ছিলেন কামাল আহমেদ—কামাল ভাই। অন্তত যোগ্য মানুষ। কিন্তু তার কথা শোনে কে! তার সুপারিশ বলতে গেলে কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। কেন হয়নি, ইন্টারিম তার সদুত্তর এখনো দেয়নি, বা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

অন্যদিকে জুলাই বিপ্লবের প্রধান স্টেকহোল্ডারের দাবিদাররাও মিডিয়ার দিকে দখলদারিত্ব ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে নজর দেয়নি। গণমাধ্যমে যেসব আয়নাবাজ বসে আছে, তারা চেতনার ঝাঁপি সুযোগ বুঝে খুলছে এখন পর্যন্ত, কিন্তু কদিন গেলেই পুরো উন্মুক্ত করে দেবে। চেতনার সাপগুলো তখন ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে এসে দংশন করবে সেই প্রধান স্টেকহোল্ডার বলে দাবিদারদেরই। ক্ষমতায় যাওয়ার দুই বছর পরেই মিডিয়ায় থাকা চেতনাবাজদের সম্মিলিত নিনাদে বিপদে পড়তে হবে তাদের। এবং সেই বিপদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নাও হতে পারে। বলে রাখলাম, প্রয়োজনে লিখে রাখুন। বিগত দেড় দশকে প্রায় সব কথাই শতভাগ ফলেছে, এবারও না ফলার কোনো কারণ নেই।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ফাঁদে বাংলাদেশি জনশক্তি

আবু আহমেদ ফয়জুল কবির

উচ্চ বেতনে চাকরির আশায় রাশিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসনপ্রত্যাশী তরুণ অনেকেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে কেউ কেউ মুখোমুখি হয়েছেন ভয়াবহ বাস্তবতার। রাশিয়ায় পৌঁছে তাদের সে দেশের সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়েছে। দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে থাকা এসব তরুণ ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কেউ কেউ ইতোমধ্যে মারা গেছেন, কেউ আহত হয়ে চিকিৎসাধীন; অনেকে রয়েছেন নিখোঁজ।

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণ ফেসবুকে লাইভে এসে রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর দৃশ্য দেখিয়েছেন। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ বাংকারের ভেতর থেকে বলছেন কেমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তারা দিন কাটাচ্ছেন। কারও ভিডিওতে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ; দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণের আলো। কেউ কেউ কাঁপা গলায় বলছেন, 'আমাদের বলা হয়েছিল চাকরি দেবে, কিন্তু এখন আমরা যুদ্ধে।' এসব দৃশ্য শুধু সামাজিক মাধ্যমে নয়, বরং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মহলেও উদ্বেগ তৈরি করবে নিশ্চয়।

আমরা সবাই জানি, এ সবকিছুর শুরু কিন্তু দালালদের প্রতারণা থেকে। দালাল চক্র রাশিয়ায় কৃষি বা নির্মাণ খাতে ভালো বেতনের চাকরি আছে, থাকা-খাওয়ার সুবিধাও মিলবে– এ ধরনের প্রলোভন দিয়ে থাকে তরুণদের। অনেকে এই প্রলোভনে পড়ে পরিবারের সঞ্চয়, এমনকি ঋণ নিয়ে বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু রাশিয়ায় পৌঁছার পর দেখা যায়, প্রতিশ্রুত চাকরি নেই, বরং স্বল্পমেয়াদি সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্র। বলা হয়, 'এখন তোমরা সেনা।' তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে মৃত্যু আর জীবনের মাঝের দূরত্ব মাত্র কয়েক মুহূর্ত।

এই তরুণদের অনেকেই কখনও ভাবতে পারেননি, ভিনদেশে গিয়ে ভিনদেশের এক যুদ্ধে তাদের অংশ নিতে হবে। কেউ কেউ এখন ফেরার পথ খুঁজছেন। যারা ফিরে এসেছেন তারা দাবি করছেন, কেউ গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে বা অনেকের খোঁজই মিলছে না। কিছু পরিবার দূতাবাস বা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তাদের প্রিয়জনদের উদ্ধারে। এ যেন এক অচেনা যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া জীবনের মর্মন্তুদ গল্প।

মানবাধিকার ও শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো বিদেশি নাগরিককে প্রতারণার মাধ্যমে বা জোরপূর্বক সামরিক কাজে যুক্ত করা সম্পূর্ণ বেআইনি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী, এটি মানব পাচারের শামিল। অর্থাৎ যারা এই তরুণদের প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ায় পাঠিয়েছে, তারা শুধু দালাল নয়, বরং মানব পাচারকারী।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনই রাশিয়া ও ইউক্রেন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদার করা জরুরি, যাতে সেখানে যুদ্ধরত বা আটক বা নিখোঁজ বাংলাদেশি তরুণদের অবস্থান জানা যায়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা এবং রেড ক্রসের সহযোগিতায় তাদের দ্রুত উদ্ধার ও দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে দেশে যারা এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িত দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সি, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ধরনের অপরাধের শিকড় অনেক গভীরে। তাই শুধু কয়েকজন দালালকে আটক নয়; পুরো নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

> বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব এখনই রাশিয়া ও ইউক্রেন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদার করা জরুরি, যাতে সেখানে যুদ্ধরত বা আটক বা নিখোঁজ বাংলাদেশি তরুণদের অবস্থান জানা যায়।

তরুণদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে এখন প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচি। বিদেশে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে যারা প্রতারণা করে, তাদের শনাক্ত এবং জনগণকে সাবধান করতে হবে। বিদেশে যাওয়ার আগে যাচাই-বাছাই ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে কেউ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফাঁদে না পড়েন। দেশের প্রত্যেক অভিবাসনপ্রত্যাশী শ্রমিক যেন জানতে পারেন, বৈধ কাজের ভিসা কেমন, কোন ধরনের চাকরিতে কী ঝুঁকি থাকতে পারে। এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে যৌথভাবে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এই তরুণেরা কোনো অপরাধী নন। তারা আমাদের সেই প্রজন্ম, যাদের রয়েছে স্বপ্ন পরিবার ঘিরে; নিজের জীবনকে একটু তুলনামূলক ভালো করতে। কিন্তু কর্মসংস্থানের অভাব আর দুর্বল অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে তারা পড়ে গেছেন মৃত্যুফাঁদে। আমরা আশা করব, রাষ্ট্র তাদের প্রতি দায়িত্বশীল হবে। শুধু উদ্ধার নয়; এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্মের জন্য নিরাপদ অভিবাসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। আমরা নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে শ্রমিক পাঠাতে চাই, কোনোভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিস্থিতিতে নয়; যুদ্ধের জন্য তো নয়ই।

রাশিয়ার যুদ্ধ হয়তো আমাদের কাছে দূরের কোনো আন্তর্জাতিক সংঘাত মনে হতে পারে, কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের অনেক পরিবারের কান্না, হতাশা আর হারানোর গল্প। এই যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে দাঁড়িয়ে যে তরুণ ফেসবুকে লাইভে বলছেন– 'আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি, শুধু চাকরি করতে চেয়েছিলাম', তাঁর সেই কণ্ঠস্বর আসলে আমাদের সবার জন্য এক নির্মম প্রতিধ্বনি।

মানবাধিকারকর্মী

প্রকৃত গণতন্ত্র মানে দলের নয় জনগণের মতের প্রতিফলন

শাহাবুদ্দিন শুভ

ফ্রান্সে আসার পর থেকে আমি দেখেছি—এই দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেন এক বিশেষ নিয়মের আওতায় চলে, যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলকেন্দ্রিক প্রভাবের চেয়ে নাগরিকদের মতামতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এটাই সম্ভবত ফরাসি গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ফ্রান্সে নির্বাচন মানেই শুধু পোস্টার, লিফলেট বা শ্লোগানের প্রতিযোগিতা নয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিমালার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয়। নির্বাচন শুরু হওয়ার অন্তত দুই মাস আগে প্রার্থীরা তাদের প্রচারণার পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি করেন। কোথায় কোথায় সভা হবে, কোন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কবে মতবিনিময় হবে, কোন সমস্যা বা উন্নয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে—সবকিছুই সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত থাকে।

এই সভাগুলোতে স্থানীয় নাগরিকরাই মূল কেন্দ্রবিন্দু। অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত হন, যাতে প্রত্যেকে কথা বলার সুযোগ পান। সভায় ছয় থেকে আটটি তথ্যপত্র বা লিফলেট বিতরণ করা হয়, যেখানে স্থানীয় উন্নয়ন, নাগরিক সেবা, শিক্ষা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, পরিবহন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য থাকে। কোন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কোন পরিকল্পনা চলমান, ভবিষ্যতে কী করা হবে—সবই সেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয় হলো—এই তথ্যপত্রে নাগরিকরা তাদের নিজস্ব মতামত বা প্রস্তাব লিখে দেন। কে কী চান, কোন বিষয়ে তাদের সমস্যা বা দ্বিমত আছে, তাও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন। সেই মতামতগুলো পরে সভায় পাঠ করে শোনানো হয়, যাতে উপস্থিত সবাই জানতে পারেন এলাকার মানুষের প্রকৃত ভাবনা কী। অর্থাৎ নাগরিকের কণ্ঠস্বর এখানে নিছক আনুষ্ঠানিক নয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাস্তব অংশ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—এখানে প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতা সভায় গিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন না। বরং তিনি মনোযোগ দিয়ে মানুষের কথা শোনেন, তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক সময় প্রার্থীর সহকর্মীরা নোট নেন—কোন নাগরিক কী বলেছেন, কোথায় কোন সমস্যা আছে, কার প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ব্যবহারের জন্য।

এই অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি থেকেই বোঝা যায় কেন ফ্রান্সের প্রশাসন এতটা কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক। কারণ এখানে সিদ্ধান্ত আসে "উপর থেকে নিচে" নয়, বরং "নিচ থেকে উপরে"—অর্থাৎ জনগণের মতামত থেকেই নীতিনির্ধারণ হয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মেয়র ডেভিড মার্টির নির্বাচনী প্রচারণা দলের সদস্য হিসেবে এই প্রক্রিয়া খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। চারটি সভার মধ্যে তিনটিতে উপস্থিত থাকতে পেরেছি, এবং প্রতিটি সভাতেই অনুভব করেছি—এখানে রাজনীতি মানে জনগণের কথা শোনা, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কারণ সবকিছুর শুরুতেই রয়েছে শহরের বাসিন্দারা। আমাদের শক্তি—আপনিই!

অন্যদিকে, আমাদের দেশে—বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে—চিত্রটি প্রায় বিপরীত। সেখানে প্রার্থী বা নেতা সভায় আসেন, বক্তৃতা দেন, নিজেদের দলের সাফল্য নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু জনগণের কথা শোনার সময় বা সুযোগ খুব কম থাকে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু তার বাস্তবায়নে জনগণের মতামতের প্রতিফলন খুব একটা দেখা যায় না। ফলে নির্বাচনের পর জনগণ প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—তারা মনে করে, "আমাদের ভোট নেওয়ার পর আর কেউ আমাদের কথা শোনে না।"

এই পার্থক্যটাই গণতন্ত্রের মান নির্ধারণ করে। ফ্রান্সে জনগণের মতামত কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়; এটি প্রশাসনের ভিত্তি। প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আগে স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়, এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমার বিশ্বাস, এই সংস্কৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি বড় শিক্ষা হতে পারে। যদি স্থানীয় প্রশাসনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে উন্নয়ন হবে আরও টেকসই, এবং প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বহুগুণে বাড়বে।

আমি এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি—গণতন্ত্র কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; গণতন্ত্র হলো এক অবিরাম সংলাপ, যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সমানভাবে অংশ নেয়। আজকের পৃথিবীতে যখন রাজনীতি অনেক জায়গায় ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে, তখন ফ্রান্সের স্থানীয় প্রশাসনের এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি আমাদের শেখায়—প্রকৃত গণতন্ত্র মানে দলের নয়, জনগণের মতের প্রতিফলন।

লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট

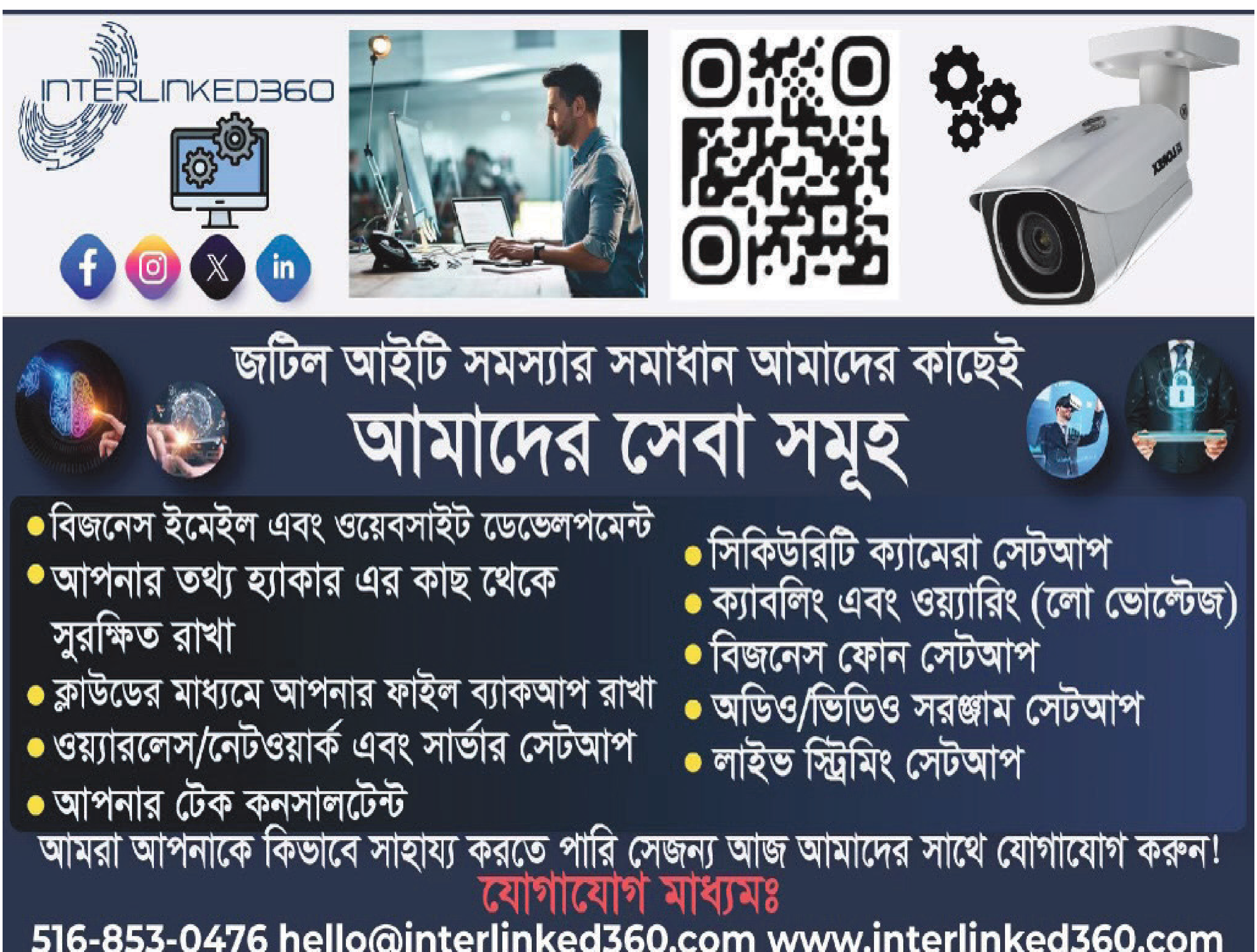

রাজনৈতিক অস্থিরতা : বিপর্যস্ত জীবন-জীবিকা

আবু তাহের খান

গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক'-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে। বিশ্বব্যাংকের অধিকাংশ পরামর্শ ও সহায়তা বাংলাদেশের জন্য পরিত্যাজ্য হলেও তাদের এ পূর্বাভাসকে আমলে নেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এটি বাংলাদেশের বিত্তসহায়ক ও জনবিমুখ অর্থনৈতিক নীতিমালাজনিত এমন এক ফলাফলকে তুলে ধরেছে, যে বিষয়ে বাংলাদেশ জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে দেশে দারিদ্র্যের হার সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়তেই থাকবে এবং এর ফলে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ, বিশেষত দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের আওতাধীন জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, অপুষ্টি ও অনাহারের মতো বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।

বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ওই পূর্বাভাসের পর ইতিমধ্যে ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় অদ্যাবধি রাষ্ট্রের নীতিকাঠামোতে এমন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি বা আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যা পরবর্তী বছরগুলোতে গিয়ে উল্লিখিত দারিদ্র্য বৃদ্ধির হারকে রুখে দিতে পারবে। তবে এ সরকার যেহেতু একটি অন্তর্বর্তী সরকার, সেহেতু এ বিষয়ে তাদের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারির আসন্ন নির্বাচনে (যদি হয়) জিতে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের কি এ বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার, প্রস্তুতি বা চিন্তাভাবনা আছে? তাদের কথাবার্তা ও আচরণ দেখে তো তেমনটি মনে হচ্ছে না। বিষয়টি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থানগত দুর্বলতা এবং এ বিষয়ে ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলোর সীমাহীন নির্লিপ্ততা—এ দুয়ে মিলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি মোকাবিলা-প্রচেষ্টা এখন একেবারেই শূন্যের কোঠায়। ফলে দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির পরিবারগুলো এখন চরম খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের সন্তানেরা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রবেশাধিকার না পেয়ে নিম্নব্যয়ের মানহীন মাদ্রাসাশিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। চিকিৎসার জন্য শহরের সরকারি হাসপাতালই তাদের মূল ভরসা, যেখানে চাহিদার তুলনায় সেবা সরবরাহের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। আর ভোগ্যপণ্যের অতি উচ্চমূল্যের কারণে তাদের মধ্যকার একটি বড় অংশই দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণটুকু সংগ্রহ করতে না পেরে প্রায়ই অর্ধাহার বা আপসমূলক নিম্ন-আহারের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। মোট কথা, বিত্তবান, সুবিধাভোগী ও রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে রাতারাতি অবৈধ বিত্তের মালিক হয়ে ওঠা নব্য বিত্তবানেরা ছাড়া দেশের সিংহভাগ মানুষকেই এখন চরম অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দেশের সাধারণ মানুষের এইসব দুর্ভোগ ও মানবেতর জীবনযাপনের কষ্ট রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের বোধ, চিন্তা ও উপলব্ধিকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারছে না অথবা বলা যেতে পারে, এসব কষ্ট উপলব্ধি করার মতো বোধই তাঁদের নেই। অন্যদিকে নিকট ভবিষ্যতে যাঁরা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের দায়িত্বে যাবেন বলে আশা করছেন, তাঁরাও ঘুণাক্ষরে ভাবছেন না সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে ক্রমেই বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে পড়ছে। আর উন্নয়ন অর্থনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ক্রমহ্রাসমান দারিদ্র্য যদি মাঝপথে এসে আবার পশ্চাৎমুখী হতে শুরু করে অর্থাৎ বাড়তে থাকে, তাহলে সেটিকে আর শিগগির কমিয়ে আনতে পারাটা অনেকটাই সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। এবং দারিদ্র্যবিমোচন-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত এই মুহূর্তে সে রকম একটি অন্তর্বর্তী সংকটকালই পার করছে। আর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার ও বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের পেছনে তাদের অধিকাংশ সময় ও মনোযোগ নিবদ্ধ করার কারণে জনস্বার্থের প্রতি তারা যে উপেক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, বস্তুত তা থেকেই এ সংকটের সৃষ্টি।

> একটি ন্যূনতম সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের মনের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে যে, এ রাষ্ট্র তথা এর পরিচালক ও রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন এবং তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকারের সব চিন্তাই সংসদ নির্বাচন নিয়ে, তাই তারা এ বিষয়টির প্রতি তেমন নজর দিতে পারছে না।

জনস্বার্থের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপেক্ষা ও নির্লিপ্ততার সবচেয়ে বড় শিকার এখন কৃষক ও কৃষি খাত এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমজীবী মানুষ। আর তাদের অধিকাংশই যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং তারা যেহেতু সংগঠিত নয় বলে প্রতিবাদ করার কোনো সামর্থ্যও তাদের নেই। অন্যদিকে ক্ষমতারোহণের লড়াইয়ে উন্মত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতামগ্নতা এতটাই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে যে তাদের পক্ষেও আর কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের দিকে তাকানোর ফুরসত নেই। অতএব দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষের আপাতত এটাই নিয়তি যে, তাদের আরও কিছুকাল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা, বাসস্থান-সংকট, মব-অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মোকাবিলা করেই টিকে থাকতে হবে।

তো এই যখন দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাপনের স্তর ও বৈশিষ্ট্য, তখন একটি ন্যূনতম সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের মনের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে যে, এ রাষ্ট্র তথা এর পরিচালক ও রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন এবং তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকারের সব চিন্তাই সংসদ নির্বাচন নিয়ে, তাই তারা এ বিষয়টির প্রতি তেমন নজর দিতে পারছে না। অন্যদিকে, ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের সে কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন তো দূরের কথা, তাঁদের কাছে জনগণ নিছকই ভোটের সময়কার বক্তৃতা-মাঠের মাথাগুনতির অলংকার ও উপকরণ মাত্র। আর সে কারণেই বিশ্বব্যাংক যখন তথ্য দেয় যে দারিদ্র্য আবার ফিরে আসছে, তখন মাঠের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ হিসেবে ভয় হয়—বাংলাদেশ আবার দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো বা মোজাম্বিকের দিকে যাত্রা করছে না তো?

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) বাংলাদেশ এই সেদিনও শ্রীলঙ্কা ও ভারত ব্যতীত অন্য পাঁচটি দেশের তুলনায় প্রায় সব কটি সূচকেই সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে ছিল। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শ্রীলঙ্কা ও ভারতের চেয়েও এগিয়ে। কিন্তু দারিদ্র্যহার বৃদ্ধির পূর্ব-প্রবণতা আবার ফিরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা হয়, এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়তো পুনরায় পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। এই সেদিনও বাংলাদেশের তুলনায় বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা ভিয়েতনাম এখন বাংলাদেশকে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই আর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করে না। এমনকি বাংলাদেশের নাগরিকদের তারা ভিসাও দিতে চায় না। ২০২২ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় প্রচণ্ড জনবিক্ষোভের মুখে সরকার পতনের মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশটি শুধু ঘুরেই দাঁড়ায়নি, তাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এখন ৫ দশমিক ২ শতাংশ, যা বাংলাদেশের তুলনায় দশমিক ৪ শতাংশ বেশি এবং সার্কভুক্ত দেশ হয়েও বাংলাদেশকে ভিসা দিতে তারা কড়াকড়ি করছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন শুধু পাকিস্তানের (৩.২ শতাংশ) ও আফগানিস্তানের (২.৭ শতাংশ) চেয়ে এগিয়ে আছে।

এসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ কি মনে হয় অন্তর্বর্তী সরকার বা 'ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে' অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী দলসমূহের আছে? নেই। উপরিউক্ত পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর দেশে দারিদ্র্যের হার যেখানে ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়ছে, সেখানে পরবর্তী বছরগুলোতেও যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও সাধারণ জনগণের বিপর্যস্ত জীবনমানের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে বৈকি! রাষ্ট্রের পরিচালকদের এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকা চলে না। দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষের এই মুহূর্তের কষ্টময় জীবনযাপনের প্রতি ন্যূনতম মমতা জানিয়ে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত।

বাংলা নাটক সিনেমার পথ ধরে হাঁটছে

আলম শাইন

আমাদের শিল্প–সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যাত্রাপালা, সিনেমা, সার্কাস কিংবা মঞ্চনাটক। নব্বই দশক পর্যন্ত এ শিল্পের জয়জয়কার ছিল চারদিকে। বাংলা সিনেমা প্রায় দুই হাজার সালের পরেও দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে। অন্যদিকে অশ্লীল নৃত্য কিংবা ভ্যারাইটিশোর তাণ্ডবে যাত্রাপালা ও সার্কাসের প্রদীপ নিভু–নিভু করছিল ততদিনে।

একসময় আমরা দেখেছি, ব্যাপকভাবে গ্রামীণ মঞ্চে নাটক মঞ্চায়ন হতে। একই কারণে গ্রামাঞ্চল থেকে মঞ্চনাটক বিদায় নিলেও শহরাঞ্চলে তা মোটামুটি টিকে গেছে। শুধুমাত্র অশ্লীলতা বর্জনের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে টেলিভিশন নাটকের প্রতি দর্শকদের যথেষ্ট আস্থা ছিল কয়েক বছর আগেও। কিন্তু সেখানেও অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ কিংবা প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে দর্শক বিমুখ হয়ে পড়েছেন ইতোমধ্যেই। অথচ একসময় বাংলা নাটকের ব্যাপক জয়জয়কার ছিল দেশে। আমরা দেখেছি, বাংলা নাটকের দৃশ্যপট পরিবর্তনের জন্য—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চরিত্রের ফাঁসি ঠেকাতে রাজধানীতে মিছিলও হয়েছে। ভাবা যায়, কতটা জনপ্রিয় ছিল বাংলা নাটক তখন! আর বর্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঠিক যাত্রা–সিনেমার মতো রুচিশীল শ্রেণির দর্শক নাক সিঁটকাচ্ছেন; কিংবা যিনি বোধসম্পন্ন মানুষ, বাংলা নাটকের নাম শুনলেই এখন দূরে সরে যাচ্ছেন তিনিও।

অবস্থা এমন যে, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাংলা নাটক দেখা যাচ্ছে না এখন আর। অশ্লীল সব অঙ্গভঙ্গি ও সংলাপ দর্শকদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে ইউটিউবের জন্য নির্মিত নাটকগুলো বেশি সমালোচিত হচ্ছে। নামীদামি শিল্পীরাও এখন অশ্লীল সংলাপ উচ্চারণ করছেন। ফলে খুব দ্রুত নাটক বিমুখ হয়ে পড়ছেন দর্শক। ইউটিউবে কয়েকজন কৌতুক অভিনেতার নাটিকা এত বেশি নজরে পড়ে, যা দেখলে বমির উদ্রেক হয় দর্শকদের। তারা এত অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন, যা শুনলে যে কেউ একাকী দেখলেও লজ্জিত হবেন। অথচ এই কৌতুক অভিনেতারা একসময় বেতার ও টেলিভিশনের জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। তাদের এই অবস্থা দেখে রুচিসম্পন্ন মানুষ কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছেন না।

আঞ্চলিক ভাষায় তাদের নাটিকাগুলোতে তথাকথিত নায়িকাদের উদ্দেশে কুরুচিপূর্ণ সংলাপ ছুড়ে দেওয়া হয় অহেতুকই। বিশ্রী সব অঙ্গভঙ্গি আর পোশাক–আশাকে তাদেরকে রঙ্গের পাত্রে পরিণত করে। এই কুরুচিসম্পন্ন অভিনেতাদের নাম ধরে বলতে পারলে খানিকটা শান্তি পাওয়া যেত, কিন্তু তাদের সামান্য আত্মসম্মানের কথাটি ভেবে সেই চেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। আসলে আত্মসম্মানের কথা বলাটাই ভুল হয়েছে; কারণ তাঁদের সেই জিনিসটি নেই, তা নিশ্চিত বলা যায়।

এবার সিনেমার কথায় আসা যাক। দেশে একসময় ১ হাজার ৪৩৫টি সিনেমা হল ছিল। সপ্তাহান্তে এসব হলে নতুন ছবি দেখানো হতো। এত দর্শক ছিল যে, টিকিট তখন কালোবাজারিও হতো ব্যাপকভাবে। এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হতো। সিনেমার কাহিনি কিংবা গান তখন মানুষের মুখে মুখে ফিরত। বিশেষ করে সিনেমা ছিল সাহিত্যনির্ভর, ফলে খুব সহজেই মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছিল বাংলা সিনেমা।

অথচ সেই জনপ্রিয় মাধ্যমটিকে ধরে রাখতে পারেননি কতিপয় প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে। পরবর্তীতে ইউটিউবের কারণে নিম্নশ্রেণির দর্শকদেরও হারাতে থাকল বাংলাদেশি সিনেমা। অর্থাৎ, দুর্গন্ধে আক্রান্ত হয়ে বিলীন হতে লাগল বাংলা সিনেমা এবং হলের সংখ্যা দ্রুত কমতে লাগল। কমতে কমতে বর্তমানে সিনেমা হলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫০টিতে। এ সংখ্যা আগামী দুই–এক বছরের মধ্যে শূন্যের কোঠায় নেমে আসা অসম্ভব নয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশি সিনেমা এখন কোমায়।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের মুম্বাই সিনেমা এখনো জয়জয়কার করছে। তারা এ মাধ্যমটিকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অশ্লীলতা সেখানেও আছে, কিন্তু মূলধারার সিনেমায় যতটা সম্ভব তা পরিহার করেছে, কাহিনির প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে মাত্র।

সিনেমার আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কতিপয় প্রযোজক, পরিচালকসহ কিছু অভিনেতা–অভিনেত্রীও। তারা রাতারাতি সুপারস্টার হতে চেয়েছেন, আর প্রযোজকেরা দ্রুত লাভের আশায় অশ্লীলতার দ্বারস্থ হয়েছেন। ফলে আম–ছালা সবই গেছে। ঠিক সেই পথেই হাঁটছে এখন বাংলা নাটক। বিশ্রী কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গির কারণে নাটক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন দর্শকরা। তার ওপর বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণা তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলা নাটকেরও সলিলসমাধি ঘটতে যাচ্ছে দ্রুতই।

এ অবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তবেই টিকে থাকবে বাংলাদেশের শিল্প–সংস্কৃতির খণ্ডিত অংশ।

আরও একটি বিষয় হচ্ছে ইউটিউবের নাটিকাগুলো—এসবের অধিকাংশেরই কোনো চিত্রনাট্যকার নেই। অভিনেতা–অভিনেত্রীই সব কিছু করেন। কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ, প্রযোজনা, পরিচালনা—সব কিছু একাই সামলান তারা। নাটিকাগুলোয় পুরোনো কৌতুক আর চেনা কাহিনির টুকরো টুকরো অংশ মিশিয়ে দেন কৌশলে। কেউ কেউ আবার লেখকদের কাছ থেকে গল্প আহ্বান করেন, পরে সেই গল্প ব্যবহার করেও লেখককে জানিয়ে দেন 'মনোনীত হয়নি'। এভাবে অন্যের গল্পের থিম চুরি করে নাটক বানান তারা। অনেক নামীদামি পরিচালকও এ ধরনের হীন কাজ করে থাকেন।

আরেকটি দিক হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক। জনপ্রিয় এই মাধ্যমটিও অনেক আগেই কলুষিত হয়ে পড়েছে। যার যা খুশি তাই পোস্ট করছে সবাই; তারওপর চলছে নানা ধরনের অপপ্রচার। ব্যবহৃত ভাষাগুলো এত কুরুচিপূর্ণ যে, সেগুলো আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই—কারণ আমরা প্রতিনিয়ত সেগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি।

কুরুচিপূর্ণ সেই ভাষা ব্যবহারকারী বা ভাষাধর্ষণকারী মানুষগুলোর সাক্ষাৎ না পেলেও মনের আয়নায় তাদের মুখচ্ছবি স্পষ্ট। তাদের চেহারা দেখেও লজ্জিত হচ্ছি আমরা। তাই এসব থেকে পরিত্রাণ পেতে জরুরি কিছু নীতিমালা। তাতে ফেসবুক ও ইউটিউবের ব্যবহার জনপ্রিয়তা হারাবে না, বরং আরও বাড়বে।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণিবিষয়ক কলামিস্ট

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মো. সাহাবুদ্দিন এ আদেশ জারি করেন। এর মধ্য দিয়ে জুলাই সনদ আইনি ভিত্তি পেল।

প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমাদের একটি গুরুদায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। আমি ঘোষণা করেছি, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সব প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।'

ভাষণে রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রায় ৯ মাস ধরে যে কাজ করেছে, সে কথাও তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশন প্রণীত জুলাই সনদে সংবিধানবিষয়ক ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন। কিছু প্রস্তাবে সামান্য ভিন্নমত আছে। বাকি অল্প কিছু প্রস্তাবে আপাতদৃষ্টে মনে হয় অনেক দূরত্ব আছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এসব প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও আসলে মতভিন্নতা খুব গভীর নয়। কেউ সংস্কারটা সংবিধানে করতে চেয়েছেন, কেউ আইনের মাধ্যমে করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, নীতি ও লক্ষ্য নিয়ে কারও মধ্যে মতভেদ নেই। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্য বক্তব্য যতখানি পরস্পরবিরোধী অবস্থান আছে বলে মনে হয়, জুলাই সনদ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ততখানি মতপার্থক্য দেখা যায় না। এটি অনন্য অর্জন। এতে জাতি এগিয়ে যেতে সাহসী হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দীর্ঘ আলোচনায় ৬টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। এর মধ্যে ৪৮টি প্রস্তাব সংবিধান-সংক্রান্ত। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রস্তাবে বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের ভিন্নমত আছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় গণভোটের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য হয়। কিন্তু সনদ ও গণভোটের আইনি ভিত্তি, সময় ও পথ-পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত থেকে যায়। গত ২৮ অক্টোবর সনদ বাস্তবায়নে দুটি বিকল্প সুপারিশ সরকারকে দিয়েছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সেখানে গণভোটের সময় নিয়ে সিদ্ধান্তের ভার সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এরপর সরকার দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সাত দিনের সময় দেয়। তবে দলগুলোর মধ্যে আলোচনা হয়নি এবং তারা সরকারকে কোনো ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দিতে পারেনি। এমন প্রেক্ষাপটে গতকাল অন্তর্বর্তী সরকার নিজেই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত দিল। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশকেই ভিত্তি ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতের দাবি সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন এবং ন্যায়পাল, সরকারি কর্মকমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পদ্ধতির বিষয়ে বিএনপির ভিন্নমত গুরুত্ব পাচ্ছে না। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর দাবি অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হচ্ছে না। আর এনসিপির দাবি ছিল, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করবেন প্রধান উপদেষ্টা। তাদের এই দাবিও পূরণ হয়নি।

জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ অনুমোদনের কথা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'আমরা সকল বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই গণভোটের আয়োজন করা হবে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না। নির্বাচন আরও উৎসবমুখর ও সাশ্রয়ী হবে।' গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানান তিনি।

চার বিষয়ে গণভোট, প্রশ্ন হবে একটি

জুলাই জাতীয় সনদে মোট ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব আছে। এর মধ্যে ৪৮টি সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো নিয়ে গণভোট হবে। প্রস্তাবগুলোকে চারটি বিষয়ে ভাগ করে একটি প্রশ্নে হবে গণভোট।

প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, গণভোটের প্রশ্নটি হবে এ রকম: 'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?'

ক. নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।

খ. আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

গ. সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।

ঘ. জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'গণভোটের দিন এই চারটি বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দিয়ে আপনার মতামত জানাবেন।'

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

সরকারের সিদ্ধান্ত তথা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী, গণভোটের প্রশ্নের প্রথম বিষয় হলো: 'নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে'।

ট্রাম্প একাউন্টের মাধ্যমে প্রতিটি মার্কিন শিশু পাবে ১ হাজার ডলার

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নবজাতক শিশুদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প "ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট" নামে নতুন একটি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তিনি "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট" নামে একটি আইন স্বাক্ষর করেন, যার আওতায় ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মার্কিন নবজাতক এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যেক নবজাতক শিশুর নামে সরকার প্রাথমিকভাবে এক হাজার ডলার সরকারি অনুদান জমা করবে।

এনরোল এজেন্ট মোহাম্মদ হাশেম বলেন, "এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, তবে কীভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা হবে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত হবে—এসব বিষয়ে এখনও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রকাশ পায়নি। ২০২৬ সালের মধ্যভাগে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রকাশের পর "ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট" কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, সরকারি অনুদানের এ অর্থ সরাসরি নগদ আকারে নয়, বরং নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে শিশুদের নামে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে অভিভাবকরা প্রতিবছর সর্বোচ্চ দুই হাজার পাঁচশ ডলার পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্টে অবদান রাখতে পারবেন। পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানও দুই হাজার পাঁচশ ডলার অবদান রাখতে পারবে। ফলে বছরে সর্বমোট পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্টে জমা রাখা সম্ভব হবে।

মোহাম্মদ হাশেম জানান, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই অর্থ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়বে। শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকে যদি এ বিনিয়োগ একাউন্টে ডলার জমা করা হয়, শিশু ১৮ বছর বয়সে পৌঁছালে এ অর্থ তারা উঠাতে পারবে।। সরকার আশা করছে, এতে শিশুদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের শুরুতেই ভবিষ্যৎ আর্থিক সুরক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

নিম্ন ও মধ্য আয়ের নাগরিকদের ২ হাজার ডলার দেওয়ার ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রত্যেক নিম্ন ও মধ্য আয়ের মার্কিন নাগরিককে ২ হাজার ডলার করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রশাসনের শুল্ক রাজস্ব থেকে এ অর্থ প্রদান করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জনসমর্থন পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই ট্রাম্প এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না দেওয়ায় দেশটির নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন জন্মেছে। প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, উচ্চ আয়ের মানুষ এই সুবিধার আওতায় আসবেন না; বরং নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষই এ অর্থ পাবেন। তবে কত আয়ের মানুষকে মধ্য বা নিম্ন আয়ের শ্রেণি হিসেবে ধরা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এনরোলড এজেন্ট মোহাম্মদ হাশেম জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, শুল্ক রাজস্ব থেকে প্রত্যেক মার্কিন নাগরিককে ২ হাজার ডলারের টারিফ ডিভিডেন্ড চেক দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ দলটির অন্যান্য নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বুধবার রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানায়, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের চলমান সংলাপের অংশ হিসেবেই এনসিপির সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকছে শত শত কেস, যার প্রতিটিই বহন করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার টানাপোড়েন।

সাধারণ প্রবাসী বাংলাদেশীরা জানান, "আমরা এখানে পরিশ্রম করে কমিউনিটির ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছি। আমরা চাই না বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধ এখানে এসে আমাদের সমাজকে নোংরা করুক।

আবার কেউ কেউ বলছেন, দেশ ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে থাকতে সবারই কষ্ট হয়। দেশে অনেকের জীবন ঝুঁকিতে ছিল, তাই তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিহিংসার এসব রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত।

এদেশে এসে অনেকেই নতুন জীবন শুরু করলেও দেশের মামলার ছায়া যেন তাদের পিছু ছাড়ে না। আদালতের নথি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মিডিয়া রিপোর্ট, মানবাধিকার সংস্থার মতামত মিলিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে আমেরিকার অভিবাসন ব্যবস্থার ডেস্কে বসে থাকা কর্মকর্তাদের হাতে।

নিউইয়র্কে ভোট প্রতি ১৫ ডলারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বয়স তখন ছিল মাত্র নয়; তবুও তাকে ৯/১১ হামলার আবহের সঙ্গে যুক্ত করে আক্রমণ চালানোকে অনেকেই ঘৃণা উসকে দেওয়ার অ পচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। শহরের বহু ইহুদি ও মুসলিম নেতারাও এই প্রচারণা নিন্দা করেন, কারণ তাদের মতে, ৯/১১–এর মতো করুণ ঘটনা ব্যবহার করে কোনো সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু বানানো নৈতিকভাবে নিন্দনীয়ই নয়, সামাজিকভাবে বিপজ্জনকও।

তবে সব নেতিবাচক বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হয়নি। বিশেষত রাতে ফাঁকা সাবওয়ে স্টেশনের দৃশ্য দেখিয়ে বানানো বিজ্ঞাপন—যেখানে ভয়, নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে পুলিশের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর্মী পাঠানোর মামদানির প্রস্তাবকে আক্রমণ করা হয়—তা কিছু এলাকায় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। কুইন্স ও ব্রংক্সের কয়েকটি পাড়ায় কুয়োমো যে কিছুটা সুবিধা পান, সে ক্ষেত্রে এসব প্রচারণার ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা হয়।

তবু সবশেষে জনগণ তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ এশীয়, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো, তরুণ, নিম্ন–আয়ের ও পাবলিক হাউজিং–বাসী নিউইয়র্কারদের ভোটে স্পষ্ট বার্তা—সিটি পরিবর্তন চায় নতুন নেতৃত্ব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং এমন রাজনীতি যেখানে কোটি কোটি ডলারের আক্রমণাত্মক প্রচারণা নয়, গুরুত্ব পাবে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। জোহারান মামদানির বিজয় একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন। এটি নিউইয়র্ক সিটির জনমতের নতুন গণনা, যেখানে অর্থ নয়, মানুষের আস্থা শেষ পর্বের বিজয় নির্ধারণ করেছে।

নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইন্টারন্যাশনাল–এর ব্যবস্থাপনায় কানাডার আইনপ্রণেতারা বাংলাদেশ সফর করছেন। সিনেটর সালমা আতাউল্লাহজানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার ও রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় সহযোগিতার উপায় নিয়ে আলোচনা করে। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে চলমান সংস্কার কার্যক্রম এবং আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আপনারা এমন এক সময়ে এসেছেন, যখন বাংলাদেশ এক বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—যুবসমাজের নেতৃত্বে চলছে এক নতুন জাগরণ। এখন আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, যা হবে দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।"

রোহিঙ্গা সংকটে কানাডার অব্যাহত সমর্থনের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। অধ্যাপক ইউনুস বলেন, 'রোহিঙ্গা সংকটের আট বছর পেরিয়ে গেছে। তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র কার্যকর সমাধান। প্রায় ১২ লাখ মানুষ এখানে অবস্থান করছে; হাজার হাজার শিশু জন্ম নিয়েছে—তারা জানে না তাদের নাগরিকত্ব বা ভবিষ্যৎ কী হবে। এই অনিশ্চয়তা থেকে ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে। তাছাড়া এখন আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।"

সিনেটর সালমা আতাউল্লাহজান রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিজের দীর্ঘদিনের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে কথা বলে আসছি। এটি একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। বিশ্ব সম্প্রদায়কে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।" তিনি অধ্যাপক ইউনুসকে এ বিষয়ে তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং জানান, তিনি কানাডার পার্লামেন্টে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বক্তব্য রাখবেন।

কানাডার সংসদ সদস্য সামির জুবেরি, যিনি বর্তমানে বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক মন্ত্রীর সংসদীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, বলেন, 'আমরা আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক বৈচিত্র্যময় করার জন্য কাজ করছি। বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে ঘনিষ্ঠ জনগোষ্ঠীভিত্তিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এশিয়া সফরে গেছেন, যার লক্ষ্যই ছিল বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক করা।"

প্রতিনিধিদলে আরও উপস্থিত ছিলেন হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (এইচসিআই) –এর গ্লোবাল সিইও মাহমুদা খান, হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ (এইচসিইউএসএ) –এর সিইও মাসুম মাহবুব, গেস্টাল্ট কমিউনিকেশন্স –এর সিইও আহমাদ আতিয়া এবং ইসলামিক রিলিফ কানাডা –র সিইও উসামা খান।

বৈঠকে উভয় পক্ষ পোশাক, কৃষি ও অন্যান্য খাতে সম্ভাব্য বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং কানাডার বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে একই দিনে প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার উচ্চ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে।

ফেডারেল সরকারের বাজেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটদের দাবি অনুযায়ী ওবামা কেয়ার অধীনে জরুরি স্বাস্থ্যবীমা ভর্তুকি মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেনি। এ কারণে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, দীর্ঘ শাটডাউন ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যবিমার নিশ্চয়তা এখনো ঝুলে আছে।

শাটডাউনটি ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে শুরু হয়েছিল, কারণ কংগ্রেস প্রয়োজনীয় বাজেট পাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে প্রায় নয় লাখ সরকারি কর্মচারী ছুটি-ছাড়াই থেকে যান এবং আরও দুই মিলিয়নেরও বেশি কর্মী কাজ করলেও বেতন পাননি। সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক যেমন খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (SNAP) ও অন্যান্য সুবিধা কার্যক্রমেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের পরিবার ও শিশুরা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করছেন, তারা সরকারের কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে রাজনৈতিক নাটক সাজিয়েছে। স্পিকার মাইক জনসন মন্তব্য করেছেন, "যারা জানতেন এতে কষ্ট হবে, তবু তা

আগামী দিনগুলোতে নজর থাকবে—প্রেসিডেন্ট বিল অনুমোদন করেছেন কি না, ডেমোক্র্যাটরা ওবামা কেয়ার ভর্তুকি বিষয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, এবং পরবর্তী বাজেট সময়সীমা ৩০ জানুয়ারি কিভাবে পরিচালিত হবে।

করেছে।" পাল্টা অভিযোগ করে ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, রিপাবলিকান প্রশাসন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণির ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে।

এখন পরবর্তী লড়াইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে—ওবামা কেয়ার ভর্তুকির মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না, এবং ৩০ জানুয়ারির পর নতুন বাজেট নিয়ে কংগ্রেসে আবার শাটডাউন বা বাজেট সংক্রান্ত সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই শাটডাউন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করেনি, বরং জাতীয় নীতিতে রাজনৈতিক প্রভাবও ফেলেছে এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে নেতৃত্ব ও কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আগামী দিনগুলোতে নজর থাকবে—প্রেসিডেন্ট বিল অনুমোদন করেছেন কি না, ডেমোক্র্যাটরা ওবামা কেয়ার ভর্তুকি বিষয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, এবং পরবর্তী বাজেট সময়সীমা ৩০ জানুয়ারি কিভাবে পরিচালিত হবে। সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ এখন বেতন বন্ধ থাকা সরকারি কর্মীদের আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যবীমার খরচ বৃদ্ধি।

হাউসে মাইনরিটি লিডার হাকিম জেফ্রিস জানিয়েছেন, "এই লড়াই শেষ নয়, আমরা এখন নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। এই লড়াই শুরু হয়নি মাত্র—এখন আমরা এগিয়ে যাব।" ইতিমধ্যেই ক্ষতি হয়েছে—বিমান পরিবহন বিলম্বিত হয়েছে, সরকারি কর্মীরা হয়রানির মুখে পড়েছেন এবং সামাজিক সহায়তা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটেছে।

জানিয়ে রাখা জরুরি, এই ধরনের বাজেট ও শাটডাউনের ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে। সার্বিকভাবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র শাটডাউনের দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করতে যাচ্ছে, কিন্তু সামনে নতুন রাজনৈতিক ও নীতিগত চ্যালেঞ্জ অপেক্ষায় রয়েছে।

সাবেক নেতাদের উদ্যোগে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সাবেক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহাল রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফেনী জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম উদ্দিন ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জুমে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুক। গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল লতিফ সম্রাট।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সিনিয়র নেতা আব্দুস সবুর। বক্তারা বলেন, ৭ নভেম্বরের চেতনা জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রতীক। তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ বিএনপির

ঢাকা অফিস

জাতির উদ্দেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেওয়া ভাষণে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ও গণভোটের ঘোষণা করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিক্রিয়া জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর গতকাল সন্ধ্যায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রাতে ওই সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনের ঘোষণাও দিয়েছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা এ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, সভায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত 'জুলাই জাতীয় সনদ'-এর ওপর জনগণের সম্মতি গ্রহণের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে স্থায়ী কমিটি।

নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জামায়াতসহ ৮ দলের

ঢাকা অফিস

জুলাই জাতীয় সনদ জারির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আট দল। তবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে করার যে সিদ্ধান্ত, সেটির নিন্দা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

বৃহস্পতিবার রাতে সমমনা আট দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, জুলাই সনদ জারির জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তবে এই সনদের কার্যকারিতার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট অপরিহার্য। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা গণভোট ও নির্বাচন একসঙ্গে হবে বলে বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। দলগুলো এর নিন্দা জানাচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা যেন এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন, সেই আহ্বান জানাচ্ছে দলগুলো।

রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে নির্বাচন এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে যে জট লেগে আছে, সেটির সুষ্ঠু সমাধান হবে, এমনটাই আশা করেছিল সমমনা দলগুলো। কিন্তু ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতির মুক্তির প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

জামায়াতের এই নেতা বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে কিছু বিষয় আছে যা বিবেচনায় নেওয়া যায়। আবার কিছু বিষয় আছে, যেটির কারণে ভালো দিকগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে।

> আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, সমমনা দলগুলো বলে আসছে, কোনটি জনগণ গ্রহণ করেছে আর কোনটি গ্রহণ করেনি, সেটির জন্য গণভোট আগে নির্ধারণ হয়ে যাওয়া দরকার।

আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, সমমনা দলগুলো বলে আসছে, কোনটি জনগণ গ্রহণ করেছে আর কোনটি গ্রহণ করেনি, সেটির জন্য গণভোট আগে নির্ধারণ হয়ে যাওয়া দরকার। জনগণ কিছুই গ্রহণ না করলে আগের মতো নির্বাচন হবে। আর জনগণ যদি কিছু গ্রহণ করে বা পুরোটা গ্রহণ করে, তার ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে।

প্রধান উপদেষ্টা গণভোটের বিষয়ে দুটো 'ঠুনকো যুক্তি' দিয়েছেন অভিযোগ করে জামায়াতে ইসলামীর এই নেতা বলেন, প্রথমত টাকা সাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। সাশ্রয় কিছুটা হবে। তবে জাতির প্রয়োজনেই যেমন বাজেট হয়, বাজেট খরচও হয়। সে হিসেবে গণভোটে যেটি খরচ হবে, সেটি উপকারের চেয়ে নগণ্য। আর দ্বিতীয়ত একসঙ্গে নির্বাচন ও গণভোট হলে গণভোটে জনগণ যেগুলো 'হ্যাঁ' করবে, সেগুলো বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হবে। আট দলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে শুক্রবার বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানানো হবে বলে উল্লেখ করেন আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।

নিউকো ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে সুনামগঞ্জে সেলাই মেশিন বিতরণ

বিশেষ সংবাদদাতা

সুনামগঞ্জের তিন তরুণী পেলেন সেলাই মেশিন। অস্বচ্ছলতার কারণে নিজেরা মেশিন কিনতে না পারলেও এবার তারা স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগোচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রবাসী সংগঠন নিউকো ইউএসএ ইনকের সহযোগিতায় এই সহায়তা দেওয়া হয়।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনজন দুঃস্থ মহিলাকে আর্থিক অনুদান হিসেবে তিনটি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া। আয়োজনের সমন্বয় করেন পাবলিক লাইব্রেরির কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মাহবুবুল হাছান শাহীন। তিনি বলেন, "প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও অনেক তরুণী সেলাই মেশিন কিনতে না পেরে কাজ শুরু করতে পারছিলেন না। তাঁদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

অনুষ্ঠানে কবি ও গবেষক সুখেন্দু সেন, লোকসংস্কৃতি গবেষক মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন, আইনজীবী ও সাংবাদিক খলিল রহমান, সাংবাদিক দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী, সমাজকর্মী আজিজ আহমেদ বাপ্পু এবং সুরঞ্জিত গুপ্ত রনজু উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিরা প্রবাসী সংগঠনটির এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এমন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

হাওরের জীবন ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে

শেখর ভট্টাচার্য

শ্রাবণ-ভাদ্রের হাওরে তখন কূল নেই। দূর দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত জলরাশি, তীব্র ঢেউ। হাওরের সেই ভয়ংকর ঢেউয়ের নাম—'আফাল'। বর্ষায় ঘন ঘন হয় এই আফাল। পাহাড়সম ঢেউ সবকিছু তছনছ করে দেয়। নৌকা, মাঝি, গাছ—যা পায় গিলে খায় এই জলদৈত্য।

ডিঙি কিংবা বড় নৌকার মাঝিরা টের পেয়ে যায় কখন আফাল আসছে। আকাশের রঙ-রূপ দেখে তারা বুঝে নেয় হাওরের জলের খবর। আফাল আসলে ছোটখাটো সমুদ্রের সাইক্লোনের মতো লাগে। বর্ষাকালে মোহনগঞ্জ থেকে ডিঙাপোতা হাওর হয়ে সুনামগঞ্জের পথে গেলে আফালের দেখা মিলবেই। মাঝি বুঝে ফেললে দ্রুত নৌকা ভিড়িয়ে নিরাপদে আশ্রয় নেয়। জীবন বেঁচে যায়। কিন্তু মাঝি ভুল করলে আফালের জলে তলিয়ে যায়, ফিরে আসে না আর। প্রতি বছর এমন অসংখ্য প্রাণ আফালের জলে বিলীন হয়।

হাওরের পথে চলে অগণিত মালবাহী নৌকা। নারায়ণগঞ্জ থেকে ইট-সিমেন্ট নিয়ে তারা যায় ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর হয়ে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত। সে এক ভিন্ন জীবন—নৌকায় রান্না, নৌকায় খাওয়া, নৌকায় ঘুম।

বর্ষায় হাওর জেগে ওঠে। জেলেরা ছোট ছোট নৌকা নিয়ে ছুটে যায় মাছ ধরতে। জাল ফেলে ধরা মাছ যদি নিজের নৌকা ও জালে হয়, তাহলে সে মাছ তার নিজের। কিন্তু মহাজনের নৌকায় উঠলে হিসাব অন্য। সে হয় কামলা বা মজুর। টনকে টন মাছ তুলে দিতে হয় মহাজনের আড়তে—কুলিয়ারচর বা ভৈরবে। সেখান থেকে লাখ লাখ টাকার মাছ যায় দেশের নানা প্রান্তে। অথচ জেলেটি, যে নিজের হাতে মাছ ধরে, তার নিজের জন্য একটি মাছও থাকে না। ফেরার পথে হয়তো মজুরির টাকায় স্থানীয় হাট থেকে চাষের পাঙ্গাশ কিনে বাড়ি ফেরে। যেন সুকান্তের সেই পংক্তি—

"আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে,
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য।"

হাওরের সুখ-দুঃখের এমন গল্প ভেসে বেড়ায় হাওরের বাতাসে। হাওরের জীবন ও জীবিকা জানতে হলে হাওরের মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা গড়তে হয়। করচ-হিজলের ছায়ায় বসে হাওরের মায়া না ছুঁলে এই জীবনকে বোঝা যায় না।

প্রকৃতি, জীবন, জীবিকা, প্রেম, ভালোবাসা—সবকিছুর রূপ পাল্টায় মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে। বর্ষাই হাওরের সবচেয়ে প্রাণবন্ত সময়। তখন দূর দূরান্তে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো চলে, হাটে-বাজারে মানুষের ভিড় বাড়ে। হাওরের প্রধান বাহন নৌকা ছুটে বেড়ায় এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। ফেরির নৌকা না গেলে হাওরের কোথাও পৌঁছানোই যেত না। হাওরের শিশুরা ফেরির নৌকায় করে স্কুলে যায়—অসাধারণ দৃশ্য সেটা।

হাওরে বিয়েশাদি হয় বর্ষায়। থইথই জলের ওপর কাগজ দিয়ে সাজানো নৌকায় যায় বরযাত্রী। মাইক বাজে, গান বাজে, সবাই নাচে। ফেরার পথে নতুন বউ নিয়ে বরযাত্রীদের আনন্দে মুখরিত নৌকা—দেখলে অন্য নৌকা থেকেও লোকজন উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে।

ভরা শীতে যখন মাছের দেখা নেই, পুরুষেরা পাড়ি জমায় শহরে। দরিদ্র জেলে পরিবারে নামে দুঃখের ছায়া। আশপাশে জাল ফেলে সামান্য মাছ পেলে ডালভাত জোটে, না পেলে উপোস।

হাওরের শরীরে যত বেশি জল, ঢেউয়ের জোর তত বাড়ে। সেই ঢেউয়ের আঘাতে বাড়িঘর, স্কুল, হাটবাজার ভেঙে যায়। হাওরের বাড়িগুলো যেসব উঁচু জায়গায় থাকে, সেগুলোকে বলে 'হাটি' বা 'আটি'। বড় হাটি একেকটা পুরো গ্রাম, ছোট হলে দু–তিনটি হাটি মিলে এক গ্রাম। বর্ষায় হাটিগুলো যেন বিশাল স্টিমার, চারদিকে জল। কিন্তু ভয়ও কম নয়—রাতভর ঢেউ এসে আঘাত করে, মাটি ক্ষয়ে যায়, একসময় পুরো হাটি হারিয়ে যায়। নতুন হাটি গড়তে লাগে শ্রম, ঘাম, অর্থ। অর্থ না থাকলে মানুষ হারায় আশ্রয়, হারায় শেকড়ের বন্ধন।

দশ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন হাওরজীবন দেখার সুযোগে বুঝেছি—হাওরের মানুষের মন ঠিক হাওরের মতোই উদার ও বিস্তৃত। অধিকাংশ মানুষ ভাবুক। নৌকা নিয়ে অবারিত প্রান্তরে ঘোরার সময় মন ডুবে যায় ভাবনায়। এই হাওরের মাটিতেই জন্ম হাসন রাজা, রাধারমন, শাহ করিমের মতো অসংখ্য মরমি সাধকের। তাদের কাছে বস্তুজীবন অর্থহীন ছিল। জমিদার হাসন তাই বিলিয়ে দেন হাজার একর জমি, আর বলেন—

"কী ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার,
লোকে বলে, বল রে ঘরবাড়ি ভালা নায় আমার।"

হাওরের উদাস মন, মরমি সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে হাওরেই স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। হাওরের বাড়ি-হাটিকে টিকিয়ে রাখতে হলে একসময়কার জলাবন—হিজল, করচের জঙ্গল—আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই প্রাকৃতিক প্রতিরোধ মানুষ নিজের হাতে ধ্বংস করেছে।

হাওর রক্ষায় তাই প্রয়োজন নতুন করে জলাবন সৃষ্টি। হাওরের বুক চিরে পিচঢালা পথ বানানো বন্ধ না হলে হাওরের প্রকৃতি একদিন মৃত্যুর মুখে পড়বে।

অগ্রহায়ণে সোনালি ধানের উৎসব, বাউল গান আর আনন্দমুখর জীবন বাঁচিয়ে রাখতে হলে হাওর নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। প্রাকৃতিক মাছ ও ধান হাওরের প্রধান সম্পদ, যা দেশের অর্থনীতিকে প্রাণ দেয়। হাওরে পরিকল্পিত পর্যটনেরও অসীম সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওরের মানুষের উদার, মানবিক মন আমাদের শিখিয়ে দেয় মানুষ হওয়ার পাঠ। তাই মনুষ্যত্ব, মানবিকতা আর সংকীর্ণতা দূর করতে হলে হাওরের চিরায়ত সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে। হাওর বাঁচলেই হাওরের সংস্কৃতি বাঁচবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Tax Preparation**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority**
- **Accounting**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Immigration**
  (No Legal Advice)
- **New Business Setup & more...**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

হুমকি না দিয়ে চলুন জনগণের মুখোমুখি হই আমরা

জামায়াতকে তারেক রহমান

ঢাকা অফিস

অন্তর্বর্তী সরকারকে হুমকিধমকি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে না করে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের পথে অগ্রসর হতে ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'কোনো রাজনৈতিক দল যদি অন্তর্বর্তী সরকারকে দুর্বল পেয়ে যা ইচ্ছা তাই আদায় করে নিতে চায়, কিংবা বিএনপির বিজয় ঠেকাতে চায় বা কোনো অপকৌশল গ্রহণ করে, সেটি মনে হয় শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের জন্যই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক থাকা দরকার।'

গতকাল বুধবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তারেক রহমান এই আহ্বান জানান। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে তারেক রহমান বলেন, 'কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক দল নানা শর্ত দিয়ে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির অর্থ একদিকে নির্বাচন না করে হয়তো রাষ্ট্রের খবরদারির সুযোগ গ্রহণ করা, অপর দিকে বলতে গেলে দিবালোকের মতো পরিষ্কার, পতিত পলাতক স্বৈরাচারের পুনর্বাসনের পথকে সুগম করে দেওয়া।'

'পতিত পলাতক স্বৈরাচারের সহযোগীরা গত কয়েক দিনে রাজধানীতে যেভাবে আগুন-সন্ত্রাস চালিয়েছে, ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির করণীয় সম্পর্কে এটা একটা সতর্কবার্তা হতে পারে বলে আমার কাছে মনে হয়।'

দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার দলের পক্ষ থেকে আবারও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, বর্তমান দুর্বল অন্তর্বর্তী সরকারকে হুমকিধমকি না দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জনগণের মুখোমুখি হই আমরা চলুন।'

তারেক রহমান

একটি বিশেষ দলের দিকে ইঙ্গিত করে তারেক রহমান বলেন, 'ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের একটি দল নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচতে ফ্যাসিবাদের ছাতার নিচে থাকার কৌশল অবলম্বন করেছিল। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই পলাতক স্বৈরাচার একইভাবে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে থাকা সেই দলটির ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়েছে কি না, মনে হয় আমাদের সবার এটি দেখার বা ভাবার সময় এসেছে।'

'গণভোটের আড়ালে পতিত পলাতক ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে কি না — এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতি আহ্বান জানাই।'

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, 'সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কোনো রাজনৈতিক দলের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করবে, নাকি দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের কাছে একটি জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে তারা অগ্রাধিকার দেবে।'

রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সবার আগে মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন, প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতার। সর্বোপরি প্রয়োজন দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য অটুট রাখার বিষয়ে বিএনপি সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েছে। এটি কথার কথা নয়, প্রমাণিত। আমাদের বক্তব্য একদম পরিষ্কার — জুলাই সনদে যা অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আমরা সই করে এসেছি, বিএনপি এসব অঙ্গীকার রক্ষা করবে, রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

গণভোটের দাবিতে আন্দোলনের সমালোচনা করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'দেশে ১ কোটি ১৫ লাখ টন আলু উৎপন্ন হয়েছে। আলু উৎপাদন করে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। উৎপাদিত আলুর অর্ধেকও বিক্রি করতে পারেনি তারা। এর ফলে ৩ হাজার কোটি টাকার লোকসানের আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

এই বাস্তবতার সঙ্গে গণভোট আয়োজনকে সম্পর্কিত করে তিনি বলেন, 'দুই-একটি দলের আবদার মেটাতে গিয়ে কথিত গণভোট যদি করতে হয়, রাষ্ট্রকে প্রায় এই সমপরিমাণ টাকা গচ্চা দিতে হবে। বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি এসব আলুচাষিদের কাছে এই মুহূর্তে গণভোটের চাইতে আলুর ন্যায্যমূল্য পাওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

কর্মজীবী নারীদের কর্মঘণ্টা কমানোর আশ্বাসের সমালোচনা করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমার জানামতে দেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি। এত অধিকসংখ্যক নারী যদি ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ৫ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাদের বাকি কর্মঘণ্টার টাকাটা কে দেবে — এটি একটি বিরাট প্রশ্ন।' তিনি বলেন, 'নারীর কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলে চাকরিদাতাদের কি কৌশলে নারীদের চাকরি না দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে না? আমি যতটুকু জেনেছি, এই কথা প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের কর্মজীবী নারীসমাজে আতঙ্ক বিরাজ করছে।'

সভায় সভাপতির বক্তৃতায় বিরাজমান সংকটকে 'অপ্রয়োজনীয়' আখ্যা দিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমি মনে করি, এই সংকট তৈরি করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের গণতন্ত্রে উত্তরণের যে পথ, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা। বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে সংস্কারের জন্য যে নির্বাচন হওয়া দরকার, সেই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা, জনগণের ভবিষ্যৎকে একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলা।'

সংকট মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ফখরুল বলেন, 'আসুন... আমরা সবাই আজকে এই জায়গা থেকে একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সেসব চক্রান্তকে রুখে দিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথকে সুগম করি।'

সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদসহ অনেকে বক্তব্য দেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সোহেল আহমেদ ও সুব্রত চৌধুরীকে সংবর্ধনা

আটলান্টিক সিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজারসি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি কাউন্সিল এট লার্জ সোহেল আহমেদ এবং স্কুল বোর্ড নির্বাচনে টানা তৃতীয়বার নির্বাচিত সুব্রত চৌধুরীকে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি ।

ফ্লোরিডা এভিনিউর কাউন্টি ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান, বক্তব্য, সংগীত পরিবেশনা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জহিরুল ইসলাম বাবুল এবং সঞ্চালনা করেন শাহরিয়ার আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শহীদ খান, সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া, আব্দুর রফিক, রানা কবির, আজিজুল ইসলাম ফেরদৌস, সামসুল ইসলাম শাহজাহান, আহসান হাবিব, জসীম উদ্দীন, আমিরুল ইসলাম টফি, বিপ্লব দেব ও কাজল সরকারসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনেই সোহেল আহমেদ ও সুব্রত চৌধুরীর ঐতিহাসিক জয় সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ফুল তুলে দেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি , বেঙ্গল ক্লাব, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন

ঢাকা অফিস

রাজধানীর গুলিস্তানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

এর আগে সকালে শেখ হাসিনার রায়ের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই গুলিস্তান এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও প্ল্যাটফর্মের নেতা কর্মীরা অবস্থান নিতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ‘অবস্থান কর্মসূচি’, জুলাই আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন ‘জুলাই যোদ্ধা সংসদ’ এবং ‘ইনকিলাব মঞ্চের’ নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা নাশকতার প্রতিবাদে তারা এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ১৭ নভেম্বরের রায়ে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিও জানায় তারা।

বাতিল ১ হাজার ৬০০ ফ্লাইট

সরকারি শাটডাউনে যুক্তরাষ্ট্রে বিমান চলাচল থমকে

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রে চলমান দীর্ঘতম সরকারি শাটডাউনের কারণে সোমবার ১ হাজার ৬৮৪টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি ৩ হাজার ৪৮০টি ফ্লাইট বিলম্বে চলেছে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং প্রতিষ্ঠান ‘ফ্লাইটঅ্যাওয়ার’ এ তথ্য জানিয়েছে।

ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসন (এফএএ) দেশের ৪০টি প্রধান বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের সক্ষমতা সীমিত করেছে। এর ফলে ভ্রমণ ব্যবস্থায় বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। তবে পররাষ্ট্র ও পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ছে না।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘সব এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের এখনই কাজে ফিরতে হবে। যারা ফিরবে না, তাদের বেতন কমানো হবে।’ তিনি আরও বলেন, যারা সরকারি ছুটি নেননি, তাদের জন্য ১০ হাজার ডলারের বোনাসের সুপারিশ করেছেন।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারস ইউনিয়নের সভাপতি নিক ড্যানিয়েলস বলেন, ‘আমরা কঠোর পরিশ্রম করা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের যথাযথভাবে সম্মান দিতে চাই। তাদের রাজনৈতিক খেলার পণ্যে পরিণত করা উচিত নয়।’

রেকর্ডসংখ্যক শাটডাউনের ফলে গত রোববারও ২ হাজার ৯৫৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল। এ অবস্থায় বিশেষ করে শিশু বা পরিবারের দায়িত্ব থাকা কর্মীদের জন্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

পরিবহন সচিব শন ডাফি সতর্ক করেছেন, শাটডাউনের কারণে থ্যাঙ্কসগিভিং উৎসবের সময় বিমান চলাচল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতি মঙ্গলবারও অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

বিএনপির উদ্যোগে উদযাপিত হলো মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস

যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবন্না চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যুক্তরাষ্ট্র শাখা এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব সোলাইমান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, শামসুল ইসলাম মঞ্জু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, আবুল বাশার খাইরুল, নাসিম আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এটিএম হেলালুর রহমান, সোহরাওয়ার্দী জাহাঙ্গীর, মোস্তাক আহমেদ, আবুল কালাম, ইউসুফ আলী, সাইফুল ইসলাম, মির্জা আজম, আজিজুল বারী তিতাস, অ্যাডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক সেতু,অ্যাডভোকেট শাহনাজ পারভীন জোসনা, যুবদল নেতা মশিউর রহমান রুবেল, জাহিদ হোসেন সুমন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে যেকোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য বিএনপি'র সকল স্তরের নেতাকর্মীরা জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করবেন। অধিকাংশ বক্তা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের আবেদন করেন।

বক্তারা আরও বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করে। ৭৫ পরবর্তী ঘটনায় তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পান এবং একটি আধুনিক বাংলাদেশ গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বাংলাদেশকে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও গত ১৬ বছরে দমননীতি ও স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসককে দেশ থেকে প্রস্থানের পথে ঠেলা হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়ে জনাব তারেক রহমানকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দেবেন। তাই আগামী নির্বাচনে সকল স্তরের নেতাকর্মীকে ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে কাজ করার আহ্বান জানাই।”

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের নেতা মোহাম্মদ কাশেম, জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, সিবিএ নেতা আলাউদ্দিন মাতব্বর, আবু তাহের, হারুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আব্দুর রহিম, রাজা চৌধুরী প্রমুখ।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন ।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

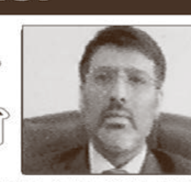

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

মাইক ডুগান

মামদানীকে ডেট্রয়েট মেয়র ডুগানের কাছ থেকে শেখার পরামর্শ

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র মামদানীকে পরামর্শ দিয়েছেন জে পি মরগান চেজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেমি ডিমন। তিনি বলেছেন, মেয়র মামদানী ডেট্রয়েটের মেয়র মাইক ডুগানের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন।

বুধবার সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডিমন বলেন, ডুগান একটি অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শহরকে আধুনিক নগরীতে রূপ দিয়েছেন। নিউইয়র্কের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরিতে ডুগানের অভিজ্ঞতা মেয়র মামদানীর জন্য সহায়ক হতে পারে।

ডিমনের এই মন্তব্যের আগে মেয়র মামদানী এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, তিনি জেমি ডিমনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে আছেন।

ডেট্রয়েটের মেয়র মাইক ডুগান একজন ডেমোক্র্যাট এবং আগামী বছর মিশিগানের গভর্নর পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ডেট্রয়েট যখন ভয়াবহ সংকটে জর্জরিত ছিল, তখন যেসব ব্যবসায়ী ও কোম্পানি বিনিয়োগ করেছিল, তাদের মধ্যে ডিমন অন্যতম ছিলেন।

মেয়র ডুগান বলেন, 'আমি এমন এক সময়ে জেমি ডিমনকে আলিঙ্গন করেছিলাম, যখন অনেকে বলেছিল এটি রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু জে পি মরগান নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি হাতে নিয়ে মানুষের মন জয় করেছে।'

জে পি মরগান সম্প্রতি জানিয়েছে, ডেট্রয়েটে তাদের বিনিয়োগ এখন ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ব্যাংকটির প্রধান অফিস হাডসনস ডেট্রয়েটে স্থানান্তরিত হচ্ছে, যা শহরের নতুন ডাউনটাউন কমপ্লেক্সে অবস্থিত।

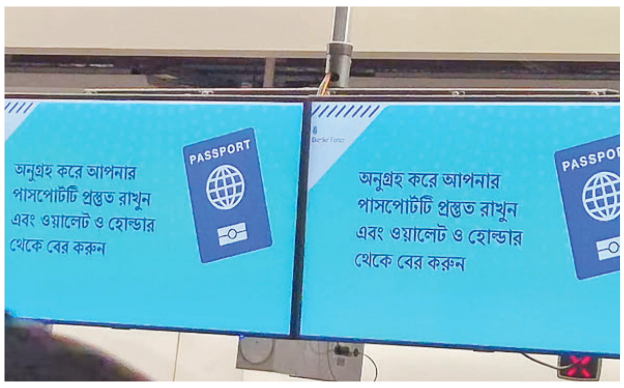

এবার লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে বাংলায় দিকনির্দেশনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর যুক্তরাজ্যের লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে এবার ইমিগ্রেশন কাউন্টারের ডিসপ্লে বোর্ডে বাংলায় লেখা দিকনির্দেশনা দেখা গেছে। ইংরেজি, আরবি, হিন্দিসহ আরও কয়েকটি ভাষার পাশাপাশি বাংলায়ও দিকনির্দেশনা দেখা যায়।

এই প্রদর্শিত বার্তার মধ্যে রয়েছে, 'অনুগ্রহ করে আপনার পাসপোর্টটি প্রস্তুত রাখুন এবং ওয়ালেট ও হোল্ডার থেকে বের করুন।'

গতকাল বুধবার হিথরো বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৪-এর ইমিগ্রেশন কাউন্টারের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে এ নির্দেশনা দেখা যায়।

হিথরো বিমানবন্দরে বাংলা ভাষায় প্রদর্শিত এই নির্দেশনা দেখে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আনন্দিত ও গর্বিত। তাঁদের মতে, এটি যুক্তরাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও অবদানের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্যের নাগরিক আজিজুল ইসলাম খান প্রথম আলোকে বলেন, 'বিমানবন্দরে বাংলায় দিকনির্দেশনা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের ক্রমবর্ধমান অর্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শত বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যে আমাদের অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি এটি।'

এর আগে বাংলাদেশি–অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহার দেখা গেছে। ব্যস্ত পাতাল রেলস্টেশন হোয়াইটচ্যাপলের প্রবেশপথে ২০২২ সালের মার্চে স্বাধীনতা দিবসের আগে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় 'হোয়াইটচ্যাপল স্টেশন' লেখা হয়।

এ ছাড়া টাওয়ার হ্যামলেটসের বাংলা টাউন, ব্রিকলেন, বুক্সটন স্ট্রিট, ফুর্নিয়ার স্ট্রিটসহ টাওয়ার হ্যামলেটসের বেশ কয়েকটি রাস্তার নাম ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় লেখা রয়েছে।

এসব এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে স্থানীয়ভাবে নামকরণ করা হয়েছে—ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাইমারি স্কুল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুল ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রাইমারি স্কুল।

পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্ক, বার্মিংহামের স্মল হিথ পার্ক, ওল্ডহামসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে আটটি স্থায়ী শহীদ মিনার। সব মিলিয়ে লন্ডনের অনেক এখন কার্যত যুক্তরাজ্যের 'বাংলা সাংস্কৃতিক মানচিত্রের' কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

কমিউনিটির প্রতিনিধিরা বলছেন, হিথরো বিমানবন্দরে বাংলা ভাষায় নির্দেশনা যোগ হওয়ায় যুক্তরাজ্যজুড়ে বাংলা ভাষার দৃশ্যমানতা নতুন মাত্রা পেল।

নিউইয়র্কে পুলিশ ও কমিউনিটির সংযোগ জোরদারে 'কপি উইথ এ কফ' শীর্ষক সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হলো "কপি উইথ এ কফ" সেমিনার। যেখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি ও নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ সদস্যরা একত্রিত হয়ে নিরাপত্তা সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আলোচনা করেছেন। গত বুধবার বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ্ নেওয়াজের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এনওয়াইপিডির অফিসার এবং কমিউনিটি এফেয়ার্স পুলিশ সদস্যরা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এটর্নি মঈন চৌধুরি এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

সভায় পুলিশ সদস্যরা কমিউনিটিকে একতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন, "একতা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, যা অপরাধ প্রতিরোধে কাজে লাগানো যায়।" তারা সতর্ক করে বলেন, সম্প্রতি স্বর্ণ চোর ও গাড়ি চোরদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাসিন্দাদের গাড়ি পার্ক করার পর লক আছে কি না যাচাই করা, সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনে ৯১১-এ কল করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ভিন্নমত সত্ত্বেও প্রধান উপদেষ্টার ভাষণকে স্বাগত জানাল এবি পার্টি

ঢাকা অফিস

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের কিছু বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, 'আমরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যকে মেনে নেওয়ার পক্ষে। আমাদের যার যা মত থাকুক না কেন, সরকার বা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যেহেতু সব দিক বিবেচনা করে একই দিনে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন, উচ্চকক্ষে সংখ্যানুপাতিক ভোটের হিসাবে আসন নির্ধারণ এবং গণভোটে একমত ও ভিন্নমতকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যালট তৈরিসহ চূড়ান্ত কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা মনে করি, এটা এখন একটি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য সমাধান।'

বিবৃতিতে বলা হয়, 'সার্বিক বিচারে এই ঘোষণাকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখি। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম, রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু পর্যাপ্ত যুক্তিতর্ক ও আলোচনা ইতিমধ্যে শেষ করেছেন, তাই এখন সরকারের একটা সমাধানমূলক সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

নেতারা আশা প্রকাশ করেন, বিএনপি, জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল বিভক্তি পরিহার করে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আনন্দমুখর পরিবেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং দেশকে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পথে পরিচালনা করবে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

এবার নিউইয়র্ক নিয়ন্ত্রণে লড়বেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এলিস স্টেফানিক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির কাছে তার সমর্থিত প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোর পরাজয়কে যেন মেনে নিতে পারছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই তিনি এবার নিউইয়র্ক রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া। সেজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে ২০২৬ সালের গভর্নর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান এলিস স্টেফানিক। তিনি বর্তমান ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হোকুলকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন।

শুক্রবার এক্স প্ল্যাটফর্মে স্টেফানিক বলেন, হচুল 'আমেরিকার সবচেয়ে খারাপ গভর্নর' এবং নিউ ইয়র্ক 'দেশের সবচেয়ে অস্বাভাব্য রাজ্য' হয়ে উঠেছে। হোকুল এই ঘোষণার জবাবে স্টেফানিককে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কংগ্রেসে ‘নম্বর ওয়ান চিয়ারলিডার’ ও ‘নিউ ইয়র্কের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে ডানহাত’ হিসেবে উল্লেখ করেন।

৪১ বছর বয়সী স্টেফানিক ২014 সাল থেকে নিউ ইয়র্কের ২১ নম্বর কংগ্রেসনাল ডিসট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই জেলা আলবানি শহরের উত্তরে অবস্থিত এবং অ্যাডিরন্ড্যাক পর্বতমালা অন্তর্ভুক্ত। তিনি গভর্নরের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

স্টেফানিক ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত; ২০১৯ সালের প্রথম ইমপিচমেন্টের সময় তিনি ট্রাম্পের অন্যতম প্রবল সমর্থক ছিলেন। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য তিনি শুরুতে তাকে জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, তবে হাউসের রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করে এই মনোনয়ন পরে প্রত্যাহার করা হয়।

স্টেফানিক ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত; ২০১৯ সালের প্রথম ইমপিচমেন্টের সময় তিনি ট্রাম্পের অন্যতম প্রবল সমর্থক ছিলেন।

স্টেফানিক হোকুলকে নিশানা করেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচিত জোহরান মামাদির জন্য হচুলের দেরিতে সমর্থন দেওয়ার কারণে। তিনি বলেন, হোকুল “পুলিশের বাজেট কমানো, কর বৃদ্ধিকামী কমিউনিস্টের কাছে নতজানু হয়েছেন, যা নিউ ইয়র্কের পরিবারদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।”

সেনিয়া কলেজের সেপ্টেম্বরে করা একটি জরিপে ৮০২ জন নিবন্ধিত নিউ ইয়র্ক ভোটারের মধ্যে হচুলকে ৫২% সমর্থন দেওয়া হয়, আর স্টেফানিক পায় ২৭% সমর্থন। তবে একই জরিপে দেখা গেছে হোকুলের নেতৃত্বে অসন্তুষ্টির মাত্রা বেশি; ২০২৬ সালে তিনি যদি পুনরায় নির্বাচনে অংশ নেন, ৩৭% ভোটার তার পক্ষে ভোট দেবেন, ৫১% অন্য কাউকে ভোট দিতে চাইবেন এবং ১২% ভোটার সিদ্ধান্তহীন।

হচুল ইতিমধ্যেই তার লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যানথনি ডেলগাডোর কাছ থেকে ডেমোক্র্যাট প্রাথমিক নির্বাচনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

নিউ ইয়র্কে সর্বশেষ রিপাবলিকান গভর্নর ছিলেন জর্জ পাটাকি, যিনি ২০০৭ সালে দায়িত্ব ছাড়েন।

পশ্চিম তীরে মসজিদে আগুন দিয়েছে ইসরায়েলি সেটলাররা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের দখলে থাকা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে একটি মসজিদে আগুন দিয়েছে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা (সেটলার)। এদিকে জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আল-কুবেইবা শহরে বুলডোজার দিয়ে একটি পার্ক গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ছাড়া পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বশেষ অভিযানে ৪০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল সালফিত শহরের কাছে একটি মসজিদে প্রবেশ করে। স্থানীয় এক অধিকারকর্মীর বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থাটি জানায়, বসতি স্থাপনকারীরা মসজিদটির প্রবেশদ্বারে দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেয় এবং দেয়ালে বর্ণবাদী স্লোগান লিখে যায়।

তবে আগুন মসজিদের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় দ্রুত তা নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থানগুলোয় ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের এ ধরনের হামলা সম্প্রতি বেড়েছে। পৃথক এক ঘটনায় ইসরায়েলি বাহিনী জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আল-কুবেইবা শহরে অভিযান চালায়। সেখানে তারা বুলডোজার দিয়ে একটি পার্ক ও খেলার মাঠ গুঁড়িয়ে দেয়।

এদিকে ফিলিস্তিনি প্রিজনারস সোসাইটি (পিপিএস) জানিয়েছে, গতকাল বুধবার রাত থেকে দখল করা পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ৪০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

‘অনসাং হিরো’ সম্মাননায় ভূষিত হলেন মোহাম্মদ টিপু সুলতান

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের পরিচিত গণমাধ্যম সিটি অ্যান্ড স্টেট প্রকাশ করেছে ২০২৫ সালের “অনসাং হিরো” তালিকা, যেখানে সমাজের আড়ালে থেকে নিরলসভাবে কাজ করা মানুষদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ টিপু সুলতান, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্কের ট্যাক্সিচালক সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

টিপু সুলতান একসময় ছিলেন ইয়েলো ক্যাব চালক। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তিনি শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে উঠে আসেন। বর্তমানে তিনি প্রায় দশ হাজার ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে প্রতিদিন সরাসরি কাজ করেন। চালকদের প্রশাসনিক জটিলতা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, আর্থিক বিপর্যয় ও শ্রম-অধিকার রক্ষার জন্য তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। চলমান নানা বিপদের সময় হাজারো শ্রমজীবী ট্যাক্সিচালকের কাছে তিনি এখন আস্থার নাম।

২০২১ সালে নিউইয়র্ক সিটি হলে ট্যাক্সিচালকদের ঐতিহাসিক অনশন ও আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। চালকদের ওপর অযৌক্তিক ঋণের চাপ, দালালচক্রের প্রভাব ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফলেই চালক সম্প্রদায় পেয়েছিল নজিরবিহীন ঋণমুক্তি কর্মসূচি। এই আন্দোলনকে সফল করে তুলতে টিপু সুলতানের নেতৃত্ব, ধৈর্য ও সংগঠক দক্ষতা ছিল প্রধান শক্তি।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং মানবিক অবস্থানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিটি অ্যান্ড স্টেট তাঁকে “২০২৫ অনসাং হিরো” উপাধিতে সম্মানিত করেছে। নিউ ইয়র্কের শ্রম আন্দোলনে একজন বাংলাদেশির এই স্বীকৃতি প্রবাসী সমাজের জন্যও এক বড় গর্ব।

ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে ইসরায়েল

মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজায় খুঁড়ে রাখা একেকটি সুড়ঙ্গ বিস্ফোরকে ঠাসা। এমনটাই বিশ্বাস করতেন ইসরায়েলি সেনারা। তাঁরা এসব সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে গাজার সাধারণ মানুষকে সেখানে পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিতেন, সেখানে বিস্ফোরক বা ঝুঁকিপূর্ণ কিছু আছে কি না। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আসা কিছু গোয়েন্দা তথ্যে এমন রোমহর্ষক বিষয় উঠে এসেছে।

এসব গোয়েন্দা তথ্যে দেখা গেছে, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা আলোচনা করছিলেন, তাঁরা কীভাবে ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গাজার সুড়ঙ্গগুলোর ভেতরে পাঠাতেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুজন মার্কিন কর্মকর্তা এসব কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে একজন কর্মকর্তা বলেন, এই তথ্যটি হোয়াইট হাউসে পাঠানো হয়েছিল। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে গোয়েন্দা তথ্যটি বিশ্লেষণও করা হয়েছিল।

সামরিক অভিযানের সময় বেসামরিক নাগরিকদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ।

গাজায় নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে—বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এমন প্রতিবেদন নিয়ে লম্বা সময় ধরে উদ্বেগ জানিয়ে আসছিলেন বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ওয়াশিংটন এই বিষয়টি নিয়ে নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, যা আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

২০২৪ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আসা নতুন গোয়েন্দা তথ্য হোয়াইট হাউস ও গোয়েন্দা মহলে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, গাজায় ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহারের এই কৌশল কতটা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল এবং ইসরায়েলি সেনারা কি সামরিক নেতাদের নির্দেশেই এমন কাজ করছিলেন কি না।

এই দুই মার্কিন কর্মকর্তা পরিচয় গোপন রাখার শর্তে সংবেদনশীল এসব তথ্য নিয়ে কথা বলেছেন।

নিউইয়র্কে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় দিবস ‘মুক্ত নীড় ২০২৫’ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

গৌরবময় বিজয় দিবস ২০২৫ উদযাপনকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা আয়োজিত ‘সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় দিবস মুক্ত নীড় ২০২৫’ উদযাপনের প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এই মহাসমারোহকে সফল করতে এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা পারভেজ গাজীর কাকাতুয়া এজেন্সির অফিসে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কার্যকরী কমিটির সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল। দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা পারভেজ গাজী এবং মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী। আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুবুল মাওলা ও এডভোকেট এম এ হামিদ। বক্তারা বলেন, বিজয় দিবস শুধু স্মরণীয় দিন নয়, এটি জাতির অস্তিত্ববোধের প্রতীক, যার সম্মান রক্ষা প্রবাসীদেরও দায়িত্ব।

সভায় আরও বক্তব্য দেন সহ-সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মুহিত, সহ-সভাপতি ও মুক্তনীড় সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, যুগ্ম সম্পাদক অনুপ দাশ ও ফারহানা আখতার, এবং সদস্য হোসনে আরা বেগম ও সাইফুল ইসলাম দিদার। তারা জানান, প্রবাসে ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবারের আয়োজনকে আকর্ষণীয় করার নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে থাকবে আলোচনা সভা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ প্রদর্শনী, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের পরিচিতি পর্ব। সংগীত পরিবেশন করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের গান পরিবেশন করবেন মহিতোষ তপন।

হজ্বসেবা সহজ করতে নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহকসেবা দিচ্ছে গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম হজ্বপ্রত্যাশীদের হজ্বযাত্রা আরও সহজ ও নির্ভরযোগ্য করতে নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহকসেবা দিয়ে যাচ্ছে গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস। হজ্ব সংক্রান্ত তথ্য থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রেশন, প্যাকেজ নির্বাচন, ফ্লাইট বুকিং পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গ্রাহকদের সহায়তা প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানটি।

গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের সিইও মো. শামসুদ্দিন বাশির বলেন, হজ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে মাত্র ৩০ হাজার টাকায় এনআইডি ও পাসপোর্ট দিয়ে হজ্বের প্রাক নিবন্ধন করা যায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে হজে যেতে চাইলে নুসুক (Nusuk) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হয়। গ্রাহক পাসপোর্ট ও ছবি নিয়ে এলে আমরা নুসুকের মাধ্যমে হজ্ব রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করি। এজন্য আমরা কোন ধরনের সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করিনা। এছাড়া যাত্রীরা এখন সহজেই অনলাইনে মাই বেস্ট ফ্লাই ডট কম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি ফ্লাইট বুক করতে পারেন বলেও জানান তিনি।

হজ্ব প্যাকেজ প্রসঙ্গে তিনি জানান, গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস যাত্রীদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ অফার করে। ভিআইপি প্যাকেজগুলোতে ফাইভ-স্টার হোটেলে থাকা, বিশেষ পরিবহন, মিনায় উন্নত সেবা ও বাড়তি সুবিধা থাকায় ব্যয় তুলনামূলক বেশি। তবে থ্রি বা ফোর-স্টার হোটেলের প্যাকেজগুলো সাশ্রয়ী বাজেটে হজ করতে ইচ্ছুকদের জন্য উপযোগী। প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ করা হয় হোটেল, পরিবহন, মিনার তাঁবু, খাবার ব্যবস্থা ও পুরো যাত্রার সার্বিক সেবার মান বিবেচনা করে।

বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কে নির্ভরযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও সার্বক্ষণিক সহায়তার কারণে হজ্বসেবায় ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করেছে। আগামীতে হজ্বপ্রত্যাশীদের আরও উন্নত ও তথ্যভিত্তিক সেবা দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস কর্তৃপক্ষ।

এইচ-১বি ভিসা নিয়ন্ত্রণে লেবার ডিপার্টমেন্টের বড় অভিযান

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ডিপার্টমেন্ট এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রামে সম্ভাব্য নিয়ম ভঙ্গের বিষয়ে ১৭৫টি তদন্ত শুরু করেছে। লেবার সেক্রেটারি লরি চাভেজ-ডি রেমার জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো আমেরিকান চাকরি বিদেশি কর্মীদের দ্বারা বিপন্ন হওয়া রোধ করা।

এই অভিযান 'প্রজেক্ট ফায়ারওয়াল'-এর অংশ। এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো নিয়ম মানছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে প্রথমে যোগ্য আমেরিকান কর্মী নেওয়া নিশ্চিত করা হবে। প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো বিদেশি কম মজুরিতে কর্মী নেওয়ার মাধ্যমে আমেরিকানদের চাকরি হারানো প্রতিরোধ করা।

লেবার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, কিছু কোম্পানি তরুণ আমেরিকান গ্র্যাজুয়েটদের চাকরি ছাড়িয়ে বিদেশি কর্মী নিয়োগ করছে। বিশেষ করে ভারত এই প্রোগ্রামে সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী। প্রশাসন জানিয়েছে, নিয়ম ভঙ্গকারী কোম্পানিগুলোকে দায়ী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ এবং প্রযুক্তি খাতে আমেরিকান চাকরির বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রশাসন আশা করছে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভিসা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং আমেরিকান চাকরি সংরক্ষণে সহায়তা মিলবে।

গাজায় দেড় হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

বিবিসি

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর এক মাসের কম সময়ের মধ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় দেড় হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।

নতুন কিছু স্যাটেলাইট চিত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ৮ নভেম্বর ওই সব এলাকা থেকে সর্বশেষ কিছু স্যাটেলাইট চিত্র ধারণ করা হয়। 'বিবিসি ভেরিফাই' স্যাটেলাইট চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে, আইডিএফ কোনো কোনো পাড়া-মহল্লা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গুঁড়িয়ে দেওয়া ভবনের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। কারণ, অনেক এলাকার স্যাটেলাইট চিত্র বিবিসির হাতে আসেনি।

আত্মহনন বেছে নিচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা

গাজা যুদ্ধের ট্রমা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে আছে একটি সাপ। সরীসৃপটির শীতল স্পর্শ যেন এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দিল। তবে চোখ বন্ধ করলেই ফিরে আসে যুদ্ধের শব্দ। আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গাজায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে সেনাবাহিনী ছাড়ার ১৮ মাস পার হয়ে গেলেও এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলছে না। এ অবস্থা হামাসের হামলায় আহত ২৭ বছর বয়সী এক সার্জেন্ট মেজরের। যুদ্ধের ট্রমা থেকে বের হয়ে আসতে ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলের এক খামারে নিচ্ছিলেন প্রাণীর সংস্পর্শে থাকার থেরাপি।

সাবেক এক ইসরায়েলি সেনা জানান তাঁর দুই সহযোদ্ধা আত্মহত্যা করেছেন। দুজনের বয়সই ছিল কুড়ির ঘরে। থেরাপি নেওয়ার পরের অবস্থার বোঝাতে এই ইসরায়েলি সেনা বলেন, 'এখন পাশ দিয়ে যদি কোনো বিমান বা ড্রোন উড়ে যায় কিংবা কেউ চিৎকার করতে থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ আমি এখন এই সাপের সঙ্গে আছি।'

মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি সংবেদনশীল হওয়ায়, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে কথা বলা এই সেনা নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি।

ইসরায়েলের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যাওয়া গাজাযুদ্ধে চলছে ভঙ্গুর এক বিরতি। এই বিরতির চুক্তি অনেকবারই ভঙ্গ করছে ইসরায়েল। তবে গাজা ছেড়ে যাওয়া অনেক সেনার স্মৃতিতে যুদ্ধের সময়গুলো যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন অনেকে। বাড়ছে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি), বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা। পাশাপাশি আত্মহননের ঘটনাও ঘটছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে প্রায় ১১ হাজার সেনা 'মানসিক আঘাত' জনিত সমস্যায় ভুগছেন। এই সংখ্যা ইসরায়েলের ৮০ বছরের ইতিহাসে সব যুদ্ধ মিলিয়ে এমন আঘাতে আক্রান্ত মোট সেনার এক–তৃতীয়াংশেরও বেশি।

মন্ত্রণালয় 'মানসিক আঘাত' বলতে পিটিএসডি, উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও অন্যান্য মানসিক সমস্যাকে বুঝিয়েছে।

এদিকে, ইসরায়েলি সেনাদের আত্মহত্যার হারও বেড়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগে এক দশক ধরে প্রতি বছর গড়ে ১৩ জন সেনা আত্মহত্যা করতেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর এই সংখ্যা বেড়ে গেছে। সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ২১ জন সেনা আত্মহত্যা করেছেন।

তবে এই হিসাবের মধ্যে দায়িত্বরত সেনা ও রিজার্ভ সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত। সেনাবাহিনী ছাড়ার পর যারা আত্মহত্যা করেছেন, তারা এই পরিসংখ্যানে নেই।

গত মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট জানায়, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত আরও ২৭৯ জন সেনা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। তবে তারা বেঁচে গেছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুনর্বাসন বিভাগের প্রধান ও উপমহাপরিচালক লিমোর লুরিয়া বলেন, 'মানসিক আঘাতের প্রভাব কতটা গভীর সেটা এখন সবাই উপলব্ধি করছে। এর চিকিৎসা প্রয়োজন এবং সম্ভবও।'

লুরিয়া আরও বলেন, 'আমরা এখন প্রজন্মগত পার্থক্য দেখছি। আগের যুদ্ধের বহু আহত সেনা কখনো সাহায্য নেননি, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের আহতরা একেবারে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন।'

এই সংকট মোকাবিলায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে। শত শত মানসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের সহায়তার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে সহায়তা হটলাইন চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অবসরের পর যৌথ থেরাপি সেশন আয়োজন করা হচ্ছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, ইসরায়েল এখনো এত বড় পরিসরের মানসিক সংকট সামলানোর মতো প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুনর্বাসন বিভাগও স্বীকার করেছে। তাদের মতে, এই সংকট পুরো জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করছে।

ট্রমা থেরাপি স্পেশালিস্ট টুলি ফ্লিন্ট বলেন, এই যুদ্ধের দীর্ঘ মেয়াদ ও তীব্রতা, পাশাপাশি বারবার মোতায়েন করা সেনাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এতে সেনারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। এটি ভবিষ্যতে দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, 'যুদ্ধের মানসিক ভুক্তভোগীদের যদি যথাযথ চিকিৎসা না দেওয়া হয়, তারা নিজেদের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য একপ্রকার বোঝা হয়ে উঠতে পারেন।'

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে কথা বলা ইসরায়েলি সেনা ও তাঁদের চিকিৎসায় নিযুক্ত মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, যুদ্ধ শেষে অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলছেন। তাদের মনোযোগ ধরে রাখা, সম্পর্ক গড়া বা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ত্ব ও হতাশার অনুভূতি আরও গভীর হয়েছে।

ট্রমা থেরাপিস্ট টুলি ফ্লিন্ট জানান, কিছু সেনা 'নৈতিকভাবে আহত' হয়েছেন।

তিনি বলেন, 'যুদ্ধ শেষে অনেক সেনা নিজেদের প্রশ্ন করেন—যা দেখেছি, যা করেছি, তার পর আমি আসলে কে? আমি কী ধরনের মানুষ?'

যুদ্ধের শুরুতে প্রায় ছয় মাস রেডিও টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করা ২৭ বছর বয়সী এক সাবেক সেনা জানান, এ বছরের শুরুতে তিনি এই খামারে আসেন, কারণ তখন নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলা মনে হচ্ছিল।

গাজার সীমান্তে তাঁর ঘাঁটিতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে, তাতে তাঁর পিঠে গুরুতর আঘাত লাগে। এরপর থেকে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, শব্দে আতঙ্কিত ও সবসময় টানটান উত্তেজিত মানসিক অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলেন, 'সবকিছু আরও বেড়ে যেতে থাকল। আমার রাগ, আমার চিৎকার, আমার অনুভূতি। যেন কেউ ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছে।'

তিনি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তবে এই খামার তাঁকে এক ভিন্নভাবে সুস্থ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। একই অভিজ্ঞতার মানুষদের সঙ্গে থাকা এবং প্রাণীদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে তিনি মনকে শান্ত রাখতে পারছেন, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছেন।

সদোট ইয়াম কিবুতজে অবস্থিত 'ব্যাক টু লাইফ' খামারটি সেনাদের সহায়তার জন্য নেওয়া অনেক ছোট ছোট উদ্যোগের একটি।

২০১৪ সালে গাজায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আমির ইয়ারদিনাই (দানি)। সেখান থেকে ফিরে বছরের পর বছর তীব্র পিটিএসডিতে বা মানসিক সমস্যায় ভুগে গত বছর আত্মহত্যা করেন। তাঁকে উৎসর্গ করে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসি নাভে এই খামারটি প্রতিষ্ঠা করেন।

আসি নাভে বলেন, 'দানির মৃত্যু আমাকে অনুভব করিয়েছিল—সে-ই শেষ নয়।'

এই খামার এখন দশকের পর দশক যুদ্ধফেরত সেনাদের জন্য এক প্রশান্ত আশ্রয়স্থল। এখানে তারা প্রচলিত কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি কুকুরসহ বিভিন্ন প্রাণীর মাধ্যমে থেরাপি নেন। চারদিকে পাখির ডাক আর মুরগির ডাকের প্রাকৃতিক পরিবেশে সাবেক সেনারা উদ্ধারকৃত প্রাণীদের সঙ্গে কাজ করেন—যেখানে মানুষ ও প্রাণী দুজনেই একে অপরকে সুস্থ হতে সাহায্য করে।

এই খামারের থেরাপি কার্যক্রমে পরামর্শদাতা মনোবিজ্ঞানী গাই ফ্লুম্যান বলেন, সেনাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নাগরিক জীবনে ফিরে খাপ খাওয়ানো। প্রাণীদের সঙ্গে থাকা তাঁদের মনকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। তিনি আরও বলেন, 'তাদের অতীতের স্মৃতিগুলো সামলাতে সাহায্য করতে হবে, যাতে তারা যা ঘটেছে তার সঙ্গে শান্তিতে থাকতে শিখে... এবং পাশাপাশি আবার জীবনের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পায়।'

গাজা ও পশ্চিম তীরে এক বছর মোতায়েন থাকা ৩১ বছর বয়সী এক সেনা বাড়ি ফিরে আরেক লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছে। ভেঙে গেছে যত্নে গড়া সম্পর্কগুলো। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ধরে রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, 'মনে হতো আমি এখনো সেখানেই আছি। আমার শরীর এখানে, কিন্তু মন এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে রয়ে গেছে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুনর্বাসন বিভাগের পরিচালক লিমোর লুরিয়া স্বীকার করেছেন, সেনাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়টি সামাজিক কলঙ্কতে পরিণত হয়েছে। এই কলঙ্ক দূর করতে কাজ চলছে।

লুরিয়া জানান, জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান, গণমাধ্যমে প্রচার এবং তরুণ যুদ্ধফেরতদের যুক্ত করতে পুনর্বাসন খামার ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের মতো কর্মসূচি রয়েছে।

৩২ বছর বয়সী এক রিজার্ভ সেনা বলেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর দক্ষিণ ইসরায়েলে নিহতদের মরদেহ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ওই হামলায় প্রায় ১২০০ জন নিহত ও ২৫১ জন জিম্মি হন।

তিনি জানান, তার ফ্ল্যাশব্যাকগুলো মৃতদেহের দৃশ্য নয়, বরং গন্ধের সঙ্গে বেশি যুক্ত। এই সেনা বলেন, 'আমি যেন সবসময় মৃতদেহের গন্ধ পাই। এমনকি নিজের সন্তানের ডায়াপার বদলানোর সময়ও সেই গন্ধ মনে পড়ে যায়।'

চাকরির বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বাংলাদেশিদের জন্য নতুন দিগন্ত

শেখ গালিব রহমান

সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসি সফরে আমি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাই। আলোচনাগুলো ছিল চমকপ্রদ। যেখানে যাই, একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা, যা যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারকে আমূল বদলে দিচ্ছে।

গত এক দশকে আমি ইউএসসিআই, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, অ্যাকসেঞ্চার এবং জেপি মরগ্যান চেজ-এর মতো প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি, কীভাবে প্রযুক্তি অর্থনীতি ও মানবসম্পদকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে। কিন্তু বর্তমানে যে পরিবর্তনটি এআই নিয়ে এসেছে, তা অভূতপূর্ব। এটি শুধু প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী বদলাচ্ছে না, বরং কর্মজীবনে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সংজ্ঞাই পাল্টে দিচ্ছে।

মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর তথ্যমতে, শুধু ২০২৫ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি এআই-সংশ্লিষ্ট চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা সায়েন্টিস্ট, ও এআই প্রোডাক্ট ম্যানেজার-এর মতো পদগুলো দ্রুততম বর্ধনশীল পেশার তালিকায় উঠে এসেছে। স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবহন থেকে শুরু করে শিক্ষা খাত পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপ্লব ঘটাচ্ছে।

অনেকে মনে করেন, এআই মানুষের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এটি চাকরিকে রূপান্তর করছে—একঘেয়ে ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের জায়গায় বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনশীল দায়িত্ব তৈরি হচ্ছে। যারা এআই-এর সঙ্গে কাজ করতে শিখবে, তারাই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেবে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এই পরিবর্তন এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আমি অসংখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীকে দেখেছি, যারা ইতোমধ্যে ডেটা অ্যানালিটিকস, সাইবার সিকিউরিটি, ও ক্লাউড কম্পিউটিং-এর মতো চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে সফলভাবে কাজ করছেন। আমাদের তরুণ প্রজন্ম প্রতিভাবান, কৌতূহলী ও অভিযোজিত। এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো—নিরবচ্ছিন্ন শেখা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

লিংকডইন-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন পাঁচটি দক্ষতার মধ্যে এআই-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা অন্যতম। এআই টুলে দক্ষ পেশাজীবীরা অন্যদের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি বেতন পাচ্ছেন। বর্তমানে একজন দক্ষ ডেটা সায়েন্টিস্ট বছরে গড়ে ১ লাখ ২০ হাজার ডলার, আর একজন অভিজ্ঞ এআই ইঞ্জিনিয়ার ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারেরও বেশি উপার্জন করছেন। এটি স্পষ্ট প্রমাণ—এআই জ্ঞানের গুরুত্ব কতটা বেড়েছে।

ট্রান্সফোটেক একাডেমিতে আমরা কাজ করছি বাংলাদেশিদেরকে এই দক্ষতাগুলো শেখাতে, যাতে তারা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। আমাদের লক্ষ্য—একটি এমন কর্মশক্তি গড়ে তোলা, যারা প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে সক্ষম।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০৩০ সালের মধ্যে এআই বিশ্বব্যাপী ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি নতুন চাকরি তৈরি করবে, যার একটি বড় অংশ থাকবে যুক্তরাষ্ট্রে। ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমেশন ও এআইস্ট্র্যাটেজি খাতে চাকরির সুযোগ ক্রমেই বাড়বে।

ওয়াশিংটনে কাটানো সময়টি আমাকে একটি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি করেছে—এআই-নির্ভর বিপ্লব ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। যারা প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও মানবিক বুদ্ধিমত্তা একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারবে, তারাই ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রের নিয়ামক হবে।

প্রতিটি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, প্রকৌশলী ও উদ্যোক্তার জন্য এখনই সময়—শেখো, অভিযোজিত হও, এবং উদ্ভাবন করো। ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে না, এটি তাদেরই পুরস্কৃত করে যারা আজই প্রস্তুত।

দিল্লি হামলায় তুরস্ককে জড়ানো

ভারতের দুরভিসন্ধি দেখছে আঙ্কারা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দিল্লিতে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে তুরস্কের সম্পৃক্ততার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটি। গতকাল বুধবার তুরস্কের ডিসইনফরমেশন প্রতিরোধ কেন্দ্র (ডিএমএম) এ দাবিকে দুরভিসন্ধি ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা বলে আখ্যা দিয়েছে।

এর আগে ভারতের কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, আঙ্কারার ভারতে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে।

ডিএমএম দেশটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম NSosyal-এ দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতের কিছু সংবাদমাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে, 'তুরস্ক ভারতে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে লজিস্টিক, কূটনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।' এই অভিযোগগুলো দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি দুরভিসন্ধিমূলক ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা।

তুরস্ক সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের (যেখানেই, যে ঘটাক না কেন) ঘোরবিরোধী বলে পুনর্ব্যক্ত করে ডিএমএম জানায়, তুরস্ক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আঙ্কারা জাতিসংঘের গ্লোবাল কাউন্টার-টেররিজম স্ট্র্যাটেজি বা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলকে 'সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে' এবং ন্যাটোর সন্ত্রাসবিরোধী নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মামদানিপত্নী কে এই রামা, কীভাবে তাঁদের পরিণয়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রামা দুওয়াজি—ইতিহাস গড়ে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচিত হওয়া জোহরান মামদানির স্ত্রী। জোহরান নির্বাচনে জিতে যতটা পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন, ঠিক ততটাই মানুষ ও সংবাদমাধ্যমের আগ্রহের কেন্দ্রে চলে এসেছেন রামা নিজেও।

সব ঠিক থাকলে খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি শপথ নেবেন জোহরান মামদানি। তিনি হবেন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, ভারতীয় বংশোদ্ভূত, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জন্ম নেওয়া এবং ১৮৯২ সালের পর সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র। একই সঙ্গে রামা হবেন নিউইয়র্কের ফার্স্ট লেডি।

রামার বয়স ২৮ বছর। পেশায় শিল্পী। অ্যানিমেশন ও ইলাস্ট্রেশনের কাজ করেন তিনি। সিরীয় অভিবাসী পরিবারে তাঁর জন্ম। রামার ওয়েবসাইটে বলা আছে, তাঁর কাজ বেশির ভাগ ডিজিটাল মাধ্যমে দেখা যায়। ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য নিউইয়র্কারসহ বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যমগুলোয় তাঁর কাজ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

গত এপ্রিলে ওয়াইইউএসজিতে এক সাক্ষাৎকারে রামা বলেছিলেন, তাঁর শৈল্পিক কাজগুলো মূলত গভীর আবেগের বহিঃপ্রকাশ। 'আজকাল আমি আমার অভিজ্ঞতা ও পছন্দের বিষয় নিয়ে শিল্পসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছি,' বলেন রামা।

১৯৯৭ সালের ৩০ জুন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে জন্ম রামার। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরীয় মা–বাবার সঙ্গে রামা মাত্র ৯ বছর বয়সে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে পাড়ি জমান।

পরে আবারও যুক্তরাষ্ট্রে ফেরেন রামা। ভর্তি হন ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে অবস্থিত ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে স্নাতক শেষ করেছেন রামা। লেবানন ও ফ্রান্সে শিল্পীদের জন্য নির্ধারিত আবাসেও ছিলেন তিনি।

২০২১ সালে রামা নিউইয়র্কে থিতু হন। ভর্তি হন নিউইয়র্ক স্কুল অব ভিজ্যুয়াল আর্টসে। সেখান থেকে ২০২৪ সালে তিনি ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

একই বছরের অক্টোবরে জোহরান–রামার বাগ্‌দান হয়। আর পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। নিউইয়র্কে সেই অনুষ্ঠান হয়। গত জুলাইয়ে জোহরান মামদানির জন্মস্থান উগান্ডার কাম্পালায় অভিজাত এলাকা বুজিগা হিলে তাঁদের বিবাহ–পরবর্তী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়।

কথিত আছে, ২০২১ সালে একটি ডেটিং অ্যাপে এই যুগলের পরিচয়। পরে এক সাক্ষাৎকারে জোহরান মামদানি নিজেও এ গুঞ্জনের কথা স্বীকার করে নেন।

জোহরান মামদানি যখন থেকে মেয়র পদে নির্বাচনী প্রচারে নামেন, রামা পাশে থেকে তাঁর স্বামীকে জোরালো সমর্থন দিয়ে গেছেন। অনলাইনে বিরোধী পক্ষের ট্রলের শিকার হতে হয়েছে রামাকে।

গত মে মাসে জোহরান মামদানি ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনলাইনে চলা ট্রল ও রাজনৈতিক আক্রমণের বিষয়ে কথা বলেন। তরুণ এই রাজনীতিক লেখেন, এখন ডানপন্থী ট্রলকারীরা তাঁর (রামা) বিরুদ্ধে লেগেছে।

স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে জোহরান মামদানি আরও লেখেন, 'রামা শুধু আমার স্ত্রী নন, তিনি একজন অসাধারণ শিল্পী। নিজের মতো করে পরিচিতি পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর আছে। আপনি আমার সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু আমার পরিবারের নয়।'

নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার মেয়র নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়। এবারের নির্বাচনে বাঘা রাজনীতিক আর সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পছন্দের প্রার্থী। ট্রাম্পের সমর্থন পাওয়া সেই কুমোকে হারিয়ে বাজিমাত করেন সদ্য ৩৪ বছরে পা দেওয়া জোহরান মামদানি।

গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে সমর্থকদের উদ্দেশে বিজয় ভাষণ দেন জোহরান। বক্তব্যে তিনি সমর্থকদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি ট্রাম্পকে খোঁচা দেন। এ সময় স্ত্রী আর মা–বাবাকেও মঞ্চে ডেকে নেন তিনি। তখন আবহ সংগীত হিসেবে বাজছিল বলিউডের শ্রোতাপ্রিয় 'ধুম মাচালে' গানটি।

জোহরানের মা ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার। আর বাবা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি। তাঁরা দুজনেই জন্মগতভাবে ভারতীয়।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

ছবিতে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন

ছবি: অনির্বাণ খন্দকার

ফ্রি কনসালটেশন
ফ্রি সেমিনার
ফ্রি ক্লাস

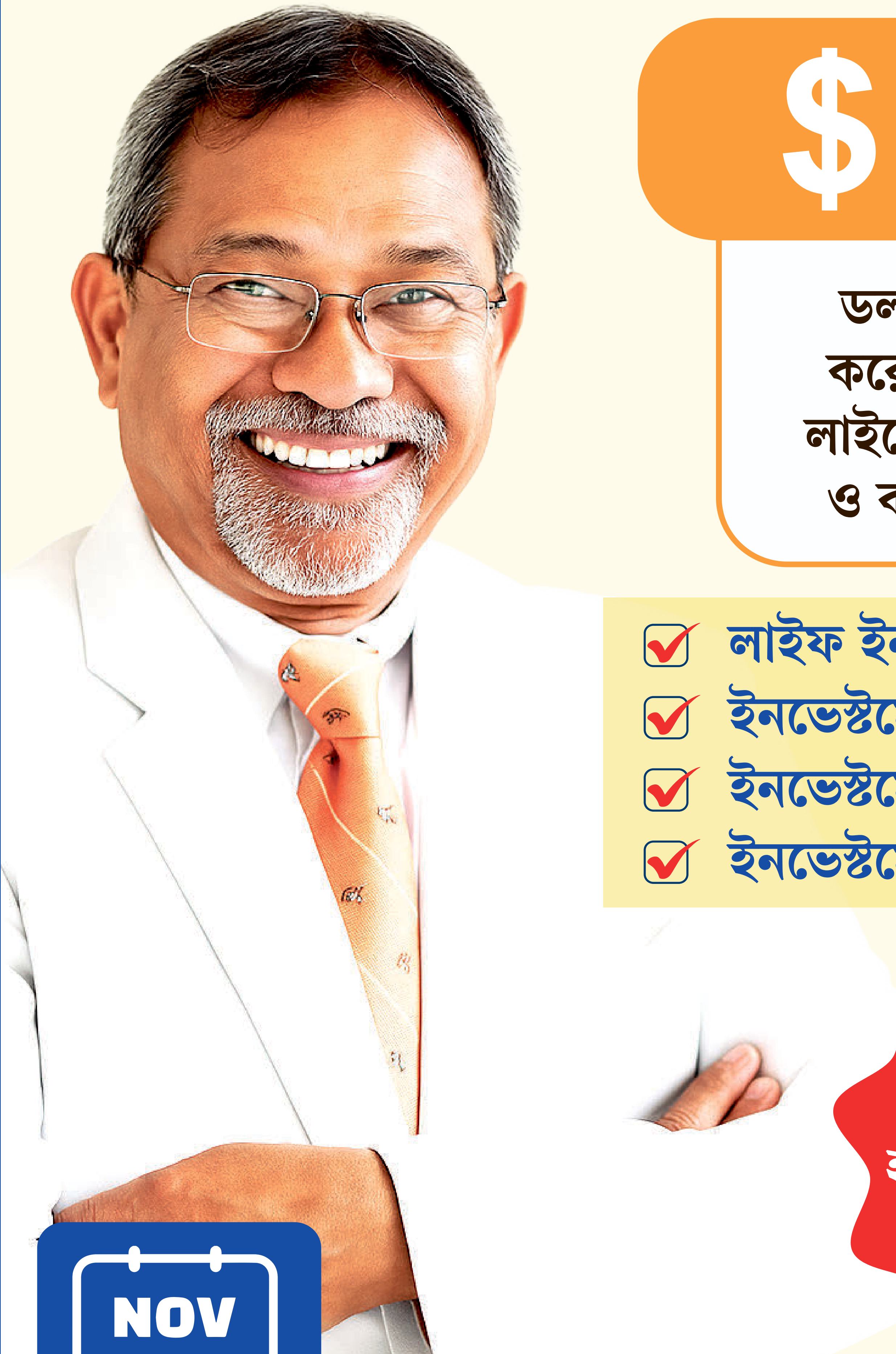

$124

ডলার বিনিয়োগ করে পাচ্ছেন ৪টি লাইসেন্স এবং কাজ ও ব্যবসার সুবিধা

- লাইফ ইনস্যুরেন্স লাইসেন্স
- ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ লাইসেন্স ১
- ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ লাইসেন্স ২
- ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ লাইসেন্স ৩

ঘরে বসে পার্ট টাইম কাজ করে মাসে ১ হাজার ডলার আয়ের সুবর্ণ সুযোগ

NOV
16
1 PM

আমি থাকবো জ্যাকসন হাইটসে

Finance and Refinance Through Rocket Mortgage

বিস্তারিত জানতে কল করুন
703-798-4078

PRIMERICA®

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে আহমেদ আল–শারা

তোমার বিবি কয়টা আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ডেকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারাকে খুবই ব্যক্তিগত ও বিব্রতকর এক প্রশ্ন করেছেন। ট্রাম্প সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন যে ‘তোমার বিবি কয়টা?’ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

আহমেদ আল-শারা হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেন পাশের একটি ফটক দিয়ে, মূল ফটক দিয়ে নয়। প্রবেশের আগেই সাংবাদিকেরা শারাকে তাঁর অতীত জীবন নিয়ে বিব্রতকর প্রশ্ন করতে থাকেন। যদিও শারা এসবে কর্ণপাত করেননি। তবে হোয়াইট হাউসেও প্রায় একই রকম বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয় আল-শারার জন্য এবং এবারে এই পরিস্থিতি তৈরি করেন খোদ আমন্ত্রণদাতা ট্রাম্প।

এক ভিডিওতে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আল-শারাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দিচ্ছেন। এরপর দেরাজ থেকে নিজের ব্র্যান্ডের কোলোনের সোনালি ঢাকনার একটি পারফিউম স্প্রে বের করেন ট্রাম্প। সেটির ঢাকনা খুলে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা পুরুষদের জন্য পারফিউম। এটা সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি, ঠিক আছে?’ তবে এ বিষয়ে আল-শারাকে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হয়নি।

এরপর ট্রাম্প আরও একটি পারফিউমের বোতল এগিয়ে দেন শারার দিকে এবং বলেন, দ্বিতীয় বোতলটি তাঁর স্ত্রীর জন্য। এরপর মজার ছলে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার কয়জন বিবি আছে? একজন?’ এরপর আল-শারা যখন হেসে জানান যে তাঁর মাত্র একজনই স্ত্রী আছেন, তখন ট্রাম্প হেসে তাঁর হাতে চাপড় দেন।

এ সময় ট্রাম্প আল-শারাকে অপ্রস্তুত করে আবারও বলেন, ‘তোমাদের ক্ষেত্রে আমি কখনো নিশ্চিত হতে পারি না।’ ইসলামে কঠোর শর্ত সাপেক্ষে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতির প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্পের এই রসিকতা একদম বিপরীত এক পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়।

ওয়াশিংটন সফর ছিল শারার আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রচারণার অংশ। তিনি যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে এখন প্রচার করছেন এক নতুন বার্তা—তাঁর দল হায়াত তাহরির আল-শাম পশ্চিমা বিশ্বের জন্য কোনো হুমকি নয়, বরং তারা প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকারকে উৎখাত করে নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে।

এতে ট্রাম্প পড়েছেন এক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক ভারসাম্যের মধ্যে। ট্রাম্পের কঠোরপন্থী সমর্থকেরা; যেমন লরা লুমার হোয়াইট হাউসে এই সাক্ষাতের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

সোমবার আল-শারার সফরের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়। তবে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে সাধারণ রাষ্ট্রীয় অতিথিদের মতো সম্মান দেওয়া হয়নি। প্রথা অনুসারে তিনি মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করেননি, তাঁকে হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ের সামনে লিমোজিন থেকেও নামানো হয়নি, তাঁর দেশের পতাকা হোয়াইট হাউসে ছিল না। এমনকি হোয়াইট হাউসের দরজায়ও কেউ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানায়নি।

ট্রাম্প-শারা বৈঠকের এক দিন পর সিরিয়ার কর্মকর্তা ঘোষণা দেন, তাদের দেশ আইসিস-বিরোধী বৈশ্বিক জোটে যোগ দিয়েছে। বিনিময়ে, ট্রাম্প সোমবার সিরিয়ার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বসানো ‘সিজার অ্যাক্ট’ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদে ছাড় দেন। স্থায়ীভাবে তা প্রত্যাহারের জন্য অবশ্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

বৈঠকের পর ট্রাম্প আল-শারার ব্যাপারে তাঁর প্রশংসা গোপন রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘সে এসেছে এক ভয়ংকর কঠিন জায়গা থেকে, আর সে নিজেও কঠিন মানুষ। আমি তাকে পছন্দ করি।’

উল্লেখ্য, আহমেদ আল-শারার স্ত্রীর নাম লতিফা আল-দ্রৌবি। তাঁর জন্ম ১৯৮৪ সালের দিকে। দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে আল-শারার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তাঁরা ২০১২ সালের দিকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে।

মিশিগানে দুই দিনের জমজমাট বইমেলা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির টুয়েলভ মাইলে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই দিনের বইমেলা। শনিবার ও রোববার (৮ ও ৯ নভেম্বর) বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ বইমেলা।

আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করা হয়। শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও রঙিন বেলুন উড়িয়ে বইমেলার শুভ সূচনা করেন মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও মিশিগান বইমেলার আহ্বায়ক ডা. দেবাশীষ মৃধা।

বইমেলায় অংশ নেয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। নিউইয়র্কের মুক্তধারাও ছিল মেলায়।

মেলার প্রথম দিন শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ম্যাথ অলিম্পিয়াড। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। দ্বিতীয় দিনে ছিল কবিতা পাঠের আসর, বাংলা সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনা পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. জাকিরুল হক, ড. প্রশান্ত কুমার দে, ড. দেবাশীষ মৃধা, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন আজিজ ও গোলাম মোস্তফা। সাহিত্য আসরটি সঞ্চালনা করেন শামীম শাহিদ।

কবিতা পাঠের আসরে অংশ নেন হারান কান্তি সেন, শর্মিলা দেব শর্মি, সঞ্জয় দেব, ফারহানা ইলোরা হুসেইন, সেলিনা শিল্পী, পপি দাস, জনা দাস, রোমানা রশিদ, সাইফ সিদ্দিকী ও ফাতেমা বেগম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অনন্ত সাইফ।

বইমেলার পাশাপাশি ছিল বাংলাদেশি খাবারের স্টল, শাড়ি ও পোশাকের দোকান, আর ঘর সাজানোর নানা পণ্যের প্রদর্শনী—সব মিলিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে জমে ওঠে মিশিগানের দুই দিনের এই বইমেলা।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক

আইএস দমনে যৌথ অভিযানের ঘোষণা শারার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) দমনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটি আন্তর্জাতিক জোটে যোগ দিচ্ছে সিরিয়া। যেটিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির এক বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। বৈঠক শেষে জোটে যোগ দেওয়ার কথা জানানো হয়। কিছুদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তালিকায় ছিলেন শারা। সোমবার তিনি প্রথম সিরীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফর করলেন।

ফক্স নিউজের এক অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আল-শারা বলেন, এই সফর নতুন যুগের সূচনা। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে তাঁর দেশ। ডোনাল্ড ট্রাম্পও শারার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আইএস বিরোধী বৈশ্বিক জোটের ৯০তম সদস্য হতে যাচ্ছে সিরিয়া। এই জোটের লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করা।

দুই নেতার বৈঠকের পর ট্রাম্প প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ, পররাষ্ট্র দফতর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দ্রুতই সিরিয়ার ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ঘোষণা দেবে। পাশাপাশি, দেশটিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি দিক নির্দেশনা তৈরি করা হবে।

নতুন উদ্যোগের অংশ হিসেবে মার্কিন প্রশাসন সিরিয়ার ওপর থেকে ‘সিজার আইন’ ১৮০ দিনের জন্য স্থগিত করেছে। ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই আইনের আওতায় সিরিয়ার সাবেক সরকারের ওপর কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছিল।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় প্রেম’স কালেকশনস ও বিউটি সেলুনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় আধুনিক ফ্যাশনের নতুন ঠিকানা হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে ‘প্রেম’স কালেকশনস’। গত শনিবার ১৬৮-৩১ লসাইড এভিনিউয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে স্টোরটির গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে যাত্রা শুরু করেছে বিউটি সেলুনও। যা গ্রাহকদের জন্য ফ্যাশন ও সৌন্দর্যের একাধিক পরিষেবা একসাথে প্রদান করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ফ্যাশন উদ্যোক্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা স্টোর ও সেলুন পরিদর্শন করেন এবং নতুন উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেন।

স্টোরের উদ্যোক্তারা জানান, প্রেম’স কালেকশনস যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ফ্যাশন রুচি ও ঐতিহ্যকে একত্রিত করে তুলে ধরবে। এখানে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পাশাপাশি থাকবে জুয়েলারি, এক্সেসরিজ ও গিফট আইটেমের সমৃদ্ধ সংগ্রহ। এছাড়া বিউটি সেলুন-এ গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন মানসম্মত চুল, ত্বক ও নখের যত্নের পরিষেবা।

উদ্যোক্তারা আরও জানান, মানসম্মত পণ্য ও বন্ধুসুলভ সেবার মাধ্যমে তারা প্রেম’স কালেকশনস ও বিউটি সেলুনকে একটি আস্থার ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্রে ২৩০ বছরের ঐতিহ্য শেষ: পেনি মুদ্রার উৎপাদন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার হওয়া এক সেন্টের মুদ্রা ‘পেনি’ উৎপাদন বন্ধ করা হচ্ছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) ফিলাডেলফিয়া মিন্টে শেষ ব্যাচের পেনি তৈরি হয়, যা ১৭৯৩ সাল থেকে টানা ২৩০ বছরের ঐতিহ্যের ইতি টানে। নতুন মুদ্রা উৎপাদন বন্ধ হলেও বিদ্যমান কয়েনগুলো বাজারে কার্যকর থাকবে।

সরকারের বক্তব্য, প্রতিটি পেনি তৈরি করতে খরচ পড়ছে প্রায় ৪ সেন্ট, যা মূল্যমানের চেয়ে অনেক বেশি। ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধির কারণে পেনির ব্যবহারও কমছে। ট্রেজারি বিভাগ আশা করছে, এ পদক্ষেপ প্রতিবছর প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করবে। তবে ব্যবসায়ীরা দাম রাউন্ড করার কারণে ক্রেতাদের অতিরিক্ত খরচ পড়তে পারে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার।

পেনি মূলত তামা-প্লেটেড জিঙ্ক দিয়ে তৈরি হয়। এতে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের প্রতিকৃতি আছে। বর্তমানে বাজারে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন পেনি রয়েছে, যার প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যবহারহীন অবস্থায় পরিবারের ঘরে জমা থাকে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ ইতিমধ্যেই স্বল্পমূল্যের মুদ্রা বন্ধ করেছে। কানাডা শেষবার এক সেন্টের কয়েন তৈরি করে ২০১২ সালে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ১৯৯০-এর দশকে এক ও দুই সেন্টের কয়েন বাতিল করেছে। যুক্তরাজ্যও ১ পেনি মুদ্রা উৎপাদন বন্ধের পরিকল্পনা করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নজর এখন পাঁচ সেন্টের নিকেল মুদ্রার দিকে। এর উৎপাদন খরচ প্রায় ১৪ সেন্ট, যা মূল্যমানের প্রায় তিন গুণ। রিচমন্ড ফেডারেল রিজার্ভের হিসাব অনুযায়ী, নিকেল উৎপাদন বন্ধ করলে ভোক্তাদের বার্ষিক খরচ বাড়তে পারে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ডলার।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পদক্ষেপটি ঘোষণা করে বলেন, “আমাদের বাজেট থেকে অপচয় বাদ দিতে হবে— এমনকি এক পেনিও হোক।” আর্থিক ও ডিজিটাল লেনদেনের বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য ব্যয় সাশ্রয়ের এক কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

হ্যামট্রাম্যাক মেয়র নির্বাচন রাজনৈতিক ও আইনি নাটকীয়তা অব্যাহত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

হ্যামট্রাম্যাক সিটির মেয়র নির্বাচনে রাজনৈতিক ও আইনি জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সিটি ক্লার্ক রানা ফারাজ বর্তমানে প্রশাসনিক ছুটিতে রয়েছেন এবং নির্বাচনী জালিয়াতি সংক্রান্ত তদন্ত চলছে।

ফক্স টু নিউজ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, একজন মেয়র প্রার্থীর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকারীরা ৩৭টি গণনাবিহীন ব্যালট শনাক্ত করেছেন। ঘটনার পর হ্যামট্রাম্যাক সিটি ক্লার্ককে প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

রানা ফারাজ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, “তিনি সম্মানের সঙ্গে সিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন এবং উপযুক্ত সময়ে বিবৃতি দেবেন।”

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনের রাতে আবিষ্কৃত ৩৭টি ব্যালটের তদন্তের জন্য বিষয়টি সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ওয়েইন কাউন্টির বেসরকারী ফলাফলের তথ্য অনুযায়ী, মেয়র পদে প্রার্থী আদম আলহারবি ২ হাজার ৯ ভোট পেয়ে সামান্য এগিয়ে আছেন, আর কাউন্সিলম্যান মুহিত মাহমুদ পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৮ ভোট। ১১ ভোটের ব্যবধান এখনও চূড়ান্ত ফলাফলকে অনিশ্চিত করে রেখেছে। কাউন্টি তাদের প্রচারণা সম্পন্ন করার পরই চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে।

সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সম্পাদক মমিনুল ইসলাম

নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন

রশীদ আহমদ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রথম সংগঠন নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ২০২৬-২০২৭ সেশনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক পদে বিএ নিউজ ২৪-এর সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, এবং কোষাধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ইয়র্ক বাংলা-এর সম্পাদক রশীদ আহমদ।

গত ৮ নভেম্বর (শনিবার) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের হলরুমে সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা, যেখানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের সদস্য জামীল আনছারী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। পরে সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ পেশ করেন আয়-ব্যয়ের হিসাব। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এসব প্রতিবেদনের ওপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হয় ভোটগ্রহণ। তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে ভোট প্রদান করেন ক্লাবের সক্রিয় সদস্যরা। মোট ১১০ সদস্যের মধ্যে ৯৪ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অসুস্থতা ও জরুরি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করায় ১১ জন ভোট দিতে পারেননি।

সভাপতি পদে মনোয়ারুল ইসলাম ৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ (সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা/ইনকিলাব) পান ৪৩ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে ৬৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন মমিনুল ইসলাম মজুমদার, যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এমদাদ চৌধুরী দীপু পান ২৫ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে রশীদ আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এছাড়া সহ-সভাপতি পদে আবিদুর রহিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাথীর খান ফারুকী (এনটিভি), সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু (টাইম টেলিভিশন), প্রচার ও দফতর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান (যুগান্তর) এবং কার্যকরী সদস্য হিসেবে শেখ সিরাজুল ইসলাম (বাংলা পত্রিকা), রওশন হক (প্রথম আলো), ফারুক হোসেন (ফ্রিল্যান্স) ও শাহ আহমদ (আওয়াজ বিডি) নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), এবিএম সালেহ উদ্দীন ও চৌধুরী এম আলী কাজল। ক্লাবের উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান, মাহফুজুর রহমান, আবু তাহের, সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের ও শিহাব উদ্দীন কিসলু সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন।

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে বিজিত প্রার্থীরা ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান। উপস্থিত সদস্যরা একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং ক্লাবের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিভাবান মানুষ নেই, তাই বিদেশি টানতে আগ্রহী ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রতিভাবান মানুষ নেই। আর তাই তিনি বিদেশি প্রতিভাদের টানতে আগ্রহী। গতকাল মঙ্গলবার সম্প্রচারমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, দেশটির প্রয়োজনীয় চাকরির শূন্যতা পূরণে পর্যাপ্ত যোগ্য কর্মী নেই। তাই তিনি এইচ১–বি ভিসার মাধ্যমে দক্ষ কর্মী নেওয়ার পক্ষে।

ফক্স নিউজের সাংবাদিক লরা ইনগ্রাহাম ট্রাম্পের কাছে জানতে চান যে, তাঁর প্রশাসন এইচ১–বি ভিসা কমাবে কি না? কারণ, এর ফলে আমেরিকান শ্রমিকদের বেতন কমতে পারে। ট্রাম্প বলেন, বেতন কমার বিষয়ে ‘আমি একমত, তবে প্রতিভাও আনতে হবে।’

এ সময় ইনগ্রাহাম বলেন, ‘এখানে প্রচুর প্রতিভাবান মানুষ আছে।’ ট্রাম্প জবাব দেন, ‘না, নেই, নেই...কিছু নির্দিষ্ট প্রতিভা নেই, মানুষকে শেখাতে হয়। আপনি কাউকে বেকার লাইন থেকে নিয়ে এসে বলতে পারেন না যে, আমি তোমাকে এমন একটি কারখানায় রাখব যেখানে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হবে।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেপ্টেম্বরে জর্জিয়ায় হুন্দাই কারখানায় আইসিই-এর রেইডের উদাহরণ দেন। সেখানে কর্তৃপক্ষ শত শত দক্ষিণ কোরিয়ান ঠিকাদারকে তাদের অভিবাসন পরিস্থিতি নিয়ে গ্রেপ্তার ও দেশত্যাগ করেছিল। ট্রাম্প বলেন, ‘জর্জিয়ায় তারা রেইড করেছিল কারণ তারা অবৈধ অভিবাসীদের বের করতে চেয়েছিল—সেখানে এমন মানুষ ছিল যারা সারা জীবন ব্যাটারি তৈরি করেছে। ব্যাটারি তৈরি করা খুব জটিল।

জ্যাকসন হাইটসে 'রিজিক হালাল পিজ্জা অ্যান্ড ট্যাকোসে'র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশি মালিকানাধীন নতুন রেস্তোরাঁ 'রিজিক হালাল পিজ্জা অ্যান্ড ট্যাকোস' উদ্বোধন হয়েছে। বাংলাদেশি অধ্যুষিত ৭২-৩০ ব্রডওয়েতে অবস্থিত এই রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাবে পিজ্জা, ট্যাকো, চা–কফি, সালাদ ও ডেজার্টসহ নানা ধরনের শতভাগ হালাল খাবার।

গত ৩১ অক্টোবর জমকালো আয়োজনে এই রেস্তোরাঁর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর থেকেই বাংলাদেশি কমিউনিটিতে রেস্তোরাঁটি বেশ সাড়া ফেলেছে।

রেস্তোরাঁর মালিক মোহাম্মদ চিশতী সিপিএ বলেন, আমাদের এই রেস্তোরাঁর পিৎজা ইতালিয়ান শেফ তৈরি করেন। এখনকার সব খাবারই শতভাগ হালাল।

রেস্তোরাঁর গ্রাহকরা বলছেন, জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হালাল পিজ্জা অ্যান্ড ট্যাকোর অভাব ছিল। কিন্তু রিজিক হালাল পিজ্জা অ্যান্ড ট্যাকোস সেই অভাব পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৫টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. মতিউর রহমান। সভা যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সোনিয়া সুলতানা ও প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট জয়জিত আচার্য্য।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, গীতা পাঠ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভাপতি সংগঠনের বিগত বছরের কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন এবং সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব সদস্যদের নিকট উপস্থাপন করেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সংক্ষিপ্তভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম।

সভায় বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট কাজী সামসুদ্দোহা, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, এটর্নি মাহবুবুর রহমান তালুকদার, এটর্নি মঈন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট লুৎফুর রহমান (হিমেল), অ্যাডভোকেট আরিফ আর. চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান বকুল, অ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমানসহ অনেকে।

বক্তারা সংগঠনের সংবিধান সংশোধন বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় আগের কিছু সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া মতানৈক্য মিটে যাওয়ায় সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি অ্যাডভোকেট রুবিনা মান্নান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক সেতু, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাব্বির আহমদ মাসার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাহমিনা আক্তার সুইটি, দপ্তর সম্পাদক কুব্রাতুন্নেছা, নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, অ্যাডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, অ্যাডভোকেট মিহির চৌধুরী, অ্যাডভোকেট কাওসার পারভিনসহ বিপুলসংখ্যক সদস্য।

মামদানির বিজয়: 'স্থিতাবস্থা'–এর পতন, বহুস্বরের উত্থান

এইচ বি রিতা

৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট জোহরান মামদানির নিউইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাটি ছিল গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে এক নতুন আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। এই বিজয়কে একটি ঐতিহাসিক এবং বর্ণনামূলক রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা যায়, যেখানে তার জয় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নয়, বরং সবার একটি বিজয়।

মামদানিকে তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় একাধিক দিক থেকে গুরুতর বিরোধিতা ও অভিযোগ মোকাবিলা করতে হয়েছিল: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি মামদানির বিরোধিতা করে বলেছেন, যদি কেউ তাকে ভোট দেয়, তবে তিনি ফেডারেল তহবিল বন্ধ করে দেবেন। গাজা সংঘাতে ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থনের কারণে তাকে 'অ্যান্টি–সেমিটিক' হওয়ার অভিযোগ মোকাবিলা করতে হয়েছে। ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে মামদানিকে যারা ভোট দেবেন, সেই ইহুদি ভোটারদের 'বোকা' বলে অভিহিত করেছেন এবং মামদানিকে 'স্বঘোষিত ইহুদি বিদ্বেষী' বলে মন্তব্য করেছেন।

তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুমো সরাসরি অভিযোগ করেন যে মামদানি 'ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা' ছড়াচ্ছেন বা 'ইহুদি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার হুমকি' সৃষ্টি করছেন। মামদানিকে তার নির্বাচনী ইশতেহার বা অবস্থান সম্পর্কিত মন্তব্যের জন্য 'বিশ্বব্যাপী জিহাদকে সমর্থন করা'র মতো গুরুতর অভিযোগ মোকাবিলা করতে হয় আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী স্লিওয়ার পক্ষ থেকে।

এছাড়াও, মামদানির বিপক্ষে কট্টর রিপাবলিকান এবং নিউইয়র্কের আওয়ামী লীগ–সমর্থকদের বিরোধিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যে মামদানির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন— বলেছেন, 'মামদানি মেয়র হলে নিউইয়র্ক শহর ধ্বংস হয়ে যাবে' বা 'মামদানি একজন মিথ্যাবাদী।' কারও বিরোধিতামূলক ফেসবুক পোস্ট ছিল নিয়মিত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চোখে পড়ার মতো। জোহরান মামদানি মুসলিম না ভারতীয়— এমন প্রশ্নও উঠেছিল।

বিদেশি অনুদান গ্রহণকে 'টাকা মেরে খেয়েছে'— এমন অভিযোগও ছিল প্রকাশ্য।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সব অভিযোগ সত্ত্বেও তিনি তার ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট অবস্থান ও স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের বার্তার মাধ্যমে তরুণ, নতুন অভিবাসী ও অসন্তুষ্ট ভোটারদের সমর্থন নিয়ে জয়ী হন; বিশেষ করে এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি ভোটার মামদানিকে সমর্থন করেছেন। বাঙালি কমিউনিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটও পেয়েছেন তিনি। এছাড়াও, নিউইয়র্ক সিটি যখন শহরের ১১১তম মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানিকে নির্বাচিত করে, তখন এক্সিট পোলের তথ্যে প্রকাশ পায় যে নবনির্বাচিত মেয়র শহরের তরুণ জনগোষ্ঠী ও নতুন আগন্তুকদের বেশির ভাগ ভোট পেয়েছেন।

'এসএসআরএস' পরিচালিত এবিসি নিউজের এক্সিট পোল অনুসারে, মামদানি মঙ্গলবারের (নভেম্বর ৪) নির্বাচনে ৩০ বছরের কম বয়সী ৭৮% ভোটারের এবং ৩০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৬৬% ভোটারের সমর্থন লাভ করেন। ৪৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী ভোটারদের মধ্যে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো সামান্য ব্যবধানে মামদানিকে ছাড়িয়ে যান (৫৩% বনাম ৪৭%)। ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী অধিকাংশ ভোটার (৫৫%) কুমোকে ভোট দেন, যেখানে মামদানি পান ৩৬% ভোট। এছাড়াও, নিউইয়র্ক সিটিতে ১০ বছরের কম সময় ধরে বসবাস করা ৮১% নতুন অভিবাসী মামদানিকে সমর্থন করেছেন, যা তাকে এই শ্রেণির ভোটারদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রার্থী করে তোলে।

নিউইয়র্কের তরুণ ও নতুন ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনী সাফল্যের পাশাপাশি মামদানি ৫৫% ভোটারের সমর্থনও পেয়েছেন, যারা ১০ বছরের বেশি সময় ধরে শহরে বসবাস করছেন, কিন্তু শহরে জন্মগ্রহণ করেননি। এক্সিট পোল অনুযায়ী, যারা নিউইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে মামদানির (৩৮%) চেয়ে কুমোকে (৪৯%) বেশি ভোট দিয়েছেন। আর যারা নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দিয়েছেন (৬৬%), তারা পূর্বে ভোট দেওয়া ভোটারদের (৪৭%) তুলনায় মামদানিকে বেশি ভোট দিয়েছেন।

এছাড়া, মামদানি ইসরায়েলের গাজায় যুদ্ধ পরিচালনার ওপর ক্ষুব্ধ হওয়া ডেমোক্র্যাট ও ইহুদি আমেরিকানদের একটি অংশের সমর্থন থেকেও উপকৃত হন। গত বছর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্তকালীন বিক্ষোভে এই অসন্তোষ প্রকাশ পায়, যা মামদানি সমর্থন করেছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে উপকৃতও হয়েছিলেন। গত বছরের পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গেছে, ৩৫ বছরের নিচের ইহুদি আমেরিকানদের মধ্যে মাত্র অর্ধেক বলেছেন যে ইসরায়েল যেভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, তা গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সী ইহুদিদের মধ্যে ৬৮% একে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

নিউইয়র্কে এক্সিট পোল অনুযায়ী, মঙ্গলবারের নির্বাচনে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি ভোটার মামদানিকে সমর্থন করেছেন। এই সমর্থন ছিল অপ্রত্যাশিত, কারণ তিনি গাজা সংঘাতের কারণে ইহুদি বিরোধীদের লক্ষ্য ছিলেন। তবে এই সমর্থনই তাকে জয়ের পথে এগিয়ে দেয়, আর এই বিজয় তার সেইসব ইহুদি বিরোধীদের বিচলিত করেছে, যারা সাধারণত পরাজিত প্রার্থীর পক্ষে থাকতে অভ্যস্ত নন।

নিউইয়র্কের অন্যতম প্রধান ইহুদি অলাভজনক সংস্থা ইউজে–ফেডারেশন অব নিউইয়র্কের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিন্ডি পউপকো বলেন, "নির্বাচনের পরের সকালে আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকেই এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছেন। সিটি হলে মেয়র মামদানি দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি কীভাবে আচরণ করবেন, তা নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে।"

অনেক সেলিব্রেটি মামদানিকে সমর্থন করেছেন। অভিনেত্রী লুপিটা নিয়োং'ও তাকে ভোট দেন, কারণ তার মতে, "মামদানি নিউইয়র্ক সিটির একজন চমৎকার মেয়র হওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও মেজাজের অধিকারী।" অভিনেতা মার্ক রাফালো ও কৌতুক অভিনেত্রী ইলানা গ্লেজার প্রচারণার শেষ দিনগুলোতে মামদানির জন্য ফোন ব্যাংকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন। অভিনেতা ওয়ালেস শন ইষ্ট ভিলেজে মামদানির জন্য প্রচার চালান। চলচ্চিত্র নির্মাতা স্পাইক লিও তার সমর্থন জানান।

জুন মাসে কৌতুক অভিনেতা রামি ইউসুফ কলম্বিয়ার স্নাতক ও ফিলিস্তিনপন্থী কর্মী মাহমুদ খলিলের সঙ্গে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মামদানিকে বেকন থিয়েটারে মঞ্চে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অতি সম্প্রতি উইকেন্ডে ইউসুফ 'স্যাটারডে নাইট লাইভ'-এ মামদানির ভূমিকায় অভিনয় করেন। কৌতুক অভিনেতা বোয়েন ইয়াং ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তাকে "Zohran for Mayor" লেখা টি–শার্ট পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। ২০১৮ সালে নিউইয়র্কের গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অভিনেত্রী সিনথিয়া নিক্সন দ্রুত ভোট দেওয়ার পর নিজের একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে তিনি "মেধাবী, তরুণ" মামদানিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। মামদানি মডেল এমিলি রাতাজকাউস্কির কাছ থেকেও প্রাথমিক সমর্থন পান, যিনি বহু উদারনৈতিক বিষয়ে মুখর।

জোহরান মামদানির প্রচার জাতীয় পর্যায়ে প্রগতিশীল নেতাদের সমর্থন পেয়েছে। সিনেটর

বার্নি স্যান্ডার্স ও নিউইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও–কর্টেজ প্রকাশ্যে তার পক্ষে প্রচারে অংশ নেন। নিউইয়র্কের প্রভাবশালী নেতা জেরি ন্যাডলার ও অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসও জোহরানকে সমর্থন করেন। সেপ্টেম্বরে গভর্নর ক্যাথি হোকুল নীতিগত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মামদানির প্রতি তার সমর্থনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনের কিছুদিন আগে প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিজও তাকে সমর্থন জানান।

সিএনএনের এক্সিট পোলের তথ্যানুসারে, ৩০ হাজার থেকে ২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৯ ডলার পর্যন্ত বার্ষিক আয় করা বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার মামদানিকে সমর্থন করেছেন। পাঁচ বছর বা তার কম সময় ধরে বসবাসকারী ভোটারদের মধ্যে ৮৫% তাকে ভোট দিয়েছেন। অখ্রিস্টান, অধার্মিক ও এলজিবিটিকিউ ভোটাররা মামদানিকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যারা নিজেদের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাদের ৮৫% মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। পুরুষ ডেমোক্র্যাটদের ৭০% ও নারী ডেমোক্র্যাটদের ৬৩% মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। পুরুষ রিপাবলিকানদের ৬% এবং নারী রিপাবলিকানদের ২% মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। স্বতন্ত্র ভোটের প্রায় ৪৩% মামদানি জিতেছেন।

এই তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায়, মামদানি প্রধানত তরুণ, নতুন বাসিন্দা, উদারমনা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন-মধ্যম আয়ের ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থন পেয়েছেন, যারা জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই ভোটারদের মধ্যে মামদানির সাফল্যের কারণ হলো 'স্থিতাবস্থা' চ্যালেঞ্জ করার বিষয়ে তার প্রচারণার বার্তা। যদি কোনো রাজনৈতিক প্রার্থী 'স্থিতাবস্থা' চ্যালেঞ্জ করার কথা বলেন, তার মানে তিনি বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা, নিয়ম বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নীতিগুলো পরিবর্তন করতে চাইছেন। মামদানি তার ভাষণে দারিদ্র্যপীড়িত ভাড়াটিয়া, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও অভিবাসীদের অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণবাদ, ইসলামভীতি ও রাজনৈতিক বিভাজনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ করে তার 'রেন্ট ফ্রিজ' (ভাড়া নিয়ন্ত্রণ), 'বাস ফ্রি', শিশুদের জন্য সার্বজনীন শিশু–যত্ন সুবিধা এবং ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি নিউইয়র্কবাসীদের আকৃষ্ট করেছে।

বিশেষ করে, নিউইয়র্ক শহরের জীবনযাপনের অবর্ণনীয় অবস্থা, আবাসন সংকট, বাড়িভাড়া বৃদ্ধির কারণে নিম্নবিত্ত মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়েছে, তখন জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক শহরকে সাধারণ মানুষের বসবাসযোগ্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি জনগণের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলেছেন, ঘরে ঘরে গিয়ে ভাড়া ও শিক্ষার খরচ বৃদ্ধির মতো বাস্তব প্রশ্ন তুলেছেন, যা জনগণকে আকৃষ্ট করেছে। মূলত মামদানি মানুষের নাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের মৌলিক চাহিদাগুলোকে তার নির্বাচনী এজেন্ডার কেন্দ্রে এনেছিলেন, যার ফলস্বরূপ এই ঐতিহাসিক বিজয় সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও, মামদানিকে ভোট দিলে ট্রাম্পের তহবিল বন্ধের হুমকি ও কুমোকে সমর্থন করার কারণে মামদানির সমর্থকরা, বিশেষ করে প্রগতিশীল ও বামপন্থী ভোটাররা, এটিকে নিউইয়র্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখতে শুরু করেন। এর ফলে তারা প্রতিবাদী হয়ে আরও বেশি সংখ্যায় মামদানিকে ভোট দেন। আমি দেখেছি, অনেক বাঙালি তাদের ফেসবুক পোস্টে প্রতিবাদ করে লিখেছেন, "ট্রাম্পের এই অনৈতিক ঘোষণার জবাব হলো মামদানিকে ভোট দিয়ে জয়ী করা।"

এই নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল ১৯৬০–এর দশকের পর সবচেয়ে বেশি, যা দেখায় নিউইয়র্কবাসীরা এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল।

মামদানি যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছেন নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটি থেকেও। তাকে নিয়ে বাঙালি প্রবাসীরা সভা করেছেন, মিটিং করেছেন, প্ল্যাকার্ড হাতে দরজায় দরজায় গিয়ে ভোট চেয়েছেন। ফেসবুকে প্রচার করেছেন। শত শত, হাজার বাঙালি পথে নেমেছেন। তাদের মধ্যে একজনকে আমি দেখেছি, যিনি ফেসবুক লাইভে এসে বলেছেন, "Don't believe Trump's threat—vote for Mamdani।" তিনি মানবাধিকারকর্মী কাজী ফৌজিয়া। এমন অসংখ্য বাঙালির অবদান রয়েছে মামদানির বিজয়ের পেছনে, যাঁদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির পক্ষ থেকে জোহরান মামদানির প্রতি যে জোরালো সমর্থন দেখা গেছে, তার প্রধান কারণগুলোর একটি ছিল অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও 'ব্রেড অ্যান্ড বাটার' ইস্যু। বাঙালি কমিউনিটির একটি বড় অংশ—বিশেষ করে কুইন্স ও ব্রুকলিনে বসবাসরত কর্মজীবী ও অভিবাসী শ্রেণি মামদানির গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

মামদানির প্রচারের প্রধান ইস্যু ছিল নিউইয়র্ক সিটির জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো। বাঙালি ভোটাররা, যাদের অনেকেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের বা কর্মজীবী, তাদের কাছে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি, দৈনন্দিন খরচ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাড়া–নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া স্থিতিশীল করার প্রস্তাব বাঙালি অভিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। বিনামূল্যে বাস পরিষেবা ও নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন তৈরির মতো প্রতিশ্রুতি সরাসরি কর্মজীবী পরিবারগুলোর উপকার করবে বলে মনে করা হয়েছে।

এছাড়া, মামদানি একাধিক সংখ্যালঘু পরিচয় বহন করেন, যা কমিউনিটির সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করেছে। মামদানি ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডান অভিবাসীর সন্তান। তিনি প্রথম দক্ষিণ এশীয় পুরুষ হিসেবে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। এই অভিবাসী ও দক্ষিণ এশীয় পরিচয় তাঁকে বাঙালি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি কমিউনিটির সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

মামদানি তার প্রচারে পথে পথে সভা–আলোচনায় বাংলা, হিন্দি–উর্দু ও স্প্যানিশে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কুইন্স ও ব্রুকলিনের বাঙালি (বাংলাদেশি–আমেরিকান) অধ্যুষিত এলাকায় বাংলায় প্রচার করা তাকে অন্য প্রার্থীর চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

যদিও ট্রাম্পের মন্তব্যের কেন্দ্রে ছিল ইসরায়েল–ফিলিস্তিন ইস্যু, তবে মামদানির এই বিষয়ে কঠোর ফিলিস্তিন–সমর্থক অবস্থান মুসলিম ও বাঙালি অ্যাক্টিভিস্টদের অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও, বাঙালি কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম হওয়ায়, একজন মুসলিম প্রার্থীর নেতৃত্ব (যেখানে তিনি মুসলিম ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের সদস্য) তাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও গর্বের অনুভূতি তৈরি করেছে।

তাছাড়া, বাঙালি কমিউনিটির কর্মজীবীদের সমস্যা সমাধানে মামদানির অতীত কর্মকাণ্ডও তাদের আস্থা অর্জন করেছে। নিউইয়র্কে ট্যাক্সিচালকদের মধ্যে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের একটি বড় অংশ রয়েছে। মামদানি ট্যাক্সিচালকদের ঋণ মকুবের দাবিতে অনশন ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাদের অধিকারের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এই কাজটি অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে তার সমর্থন বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

জোহরান মামদানির এই বিজয় কেবল একটি নির্বাচনী ফলাফল নয়, এটি নিউইয়র্ক সিটি তথা বৃহত্তর আমেরিকান রাজনীতির জন্য একটি সতর্কবার্তা ও রাজনৈতিক কাঠামোর পুনঃসংজ্ঞা। এই জয়কে দুটি মূল দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়: নতুন কোয়ালিশন ও প্রগতিশীল এজেন্ডার শক্তি, রাজনৈতিক বিরোধিতা ও স্থিতাবস্থা–বিরোধী প্রতিক্রিয়া।

মামদানি প্রমাণ করেছেন, ঐতিহ্যবাহী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভিত্তি—যা প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত ভোটারদের ওপর নির্ভরশীল।

—পরিবর্তনশীল ও ভঙ্গুর। তার সাফল্য নির্ভর করেছে একটি নতুন, শক্তিশালী বহু–সাংস্কৃতিক কোয়ালিশনের ওপর, যা তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: ভবিষ্যতের কণ্ঠস্বর, অর্থনৈতিক মেরুকরণ ও নীতিগত সমর্থন। তরুণ ভোটার ও নতুন অভিবাসীরা তাকে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মধ্যম ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন লাভ করে তিনি প্রমাণ করেছেন, 'ব্রেড অ্যান্ড বাটার' ইস্যু—বিশেষত সাশ্রয়ী বাসস্থান, রেন্ট ফ্রিজ ও শিশুযত্ন, স্বাস্থ্যসেবা জাতিগত পরিচয়ের চেয়েও বেশি কার্যকর রাজনৈতিক অস্ত্র। নীতিগতভাবে শক্তিশালী নেতাদের সমর্থন তাঁর ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট এজেন্ডাকে একটি জাতীয় বৈধতা এনে দিয়েছে।

তাছাড়া, রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হলো ব্যাপক বিরোধিতার মুখেও তার জয়। ট্রাম্পের ফেডারেল তহবিল বন্ধের হুমকি, 'ইহুদি বিদ্বেষী' ও 'বিশ্বব্যাপী জিহাদের সমর্থক'—এই ধরনের কট্টর আক্রমণ মামদানির জন্য ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে সহায়ক হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের সামরিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থান তাকে মুসলিম, আরব এবং ঐতিহ্যবাহী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতি অসন্তুষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি ভোটারের সমর্থন এনে দিয়েছে। মামদানির বিজয় নিউইয়র্কের রাজনীতির কেন্দ্রে 'স্থিতাবস্থা'র শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

এই জয় একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়, ভবিষ্যতের সফল রাজনীতিককে অবশ্যই সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা ও জীবনযাত্রার মানকে তার এজেন্ডার কেন্দ্রে আনতে হবে এবং বহিরাগত চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে নতুন, প্রগতিশীল কোয়ালিশনের নেতৃত্ব দিতে হবে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

আসো’র আয়োজনে বেনিফিটস বিষয়ে প্রাণবন্ত সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের শুক্রবারের সন্ধ্যাটা ছিল একটু অন্যরকম। সাধারণত মানুষ সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নিতে পছন্দ করেন, কিন্তু অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) আয়োজিত শুক্রবারের সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা ছিল দর্শক–অতিথিদের কাছে এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ‘সামাজিক সহায়তা নেটওয়ার্ক ও নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার উপায়’। আলোচনায় উঠে আসে হোল ইউ এনওয়াইসি ও নিউইয়র্ক সিটির সিভিক এনগেজমেন্ট কমিশনের (সিইসি) নানা কর্মসূচি, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা, বাসস্থান ও খাদ্য সহায়তা, তথ্যের সহজপ্রাপ্তি এবং ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আসো’র নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান, সিইসির সিনিয়র উপদেষ্টা বেঞ্জামিন, অভিনেতা আহমেদ শরিফ, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্য প্রাণ গোবিন্দ কুণ্ডু, ছড়াকার ও সুবিধাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ মনজুর কাদের, আবাসন বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মিজানুর রহমান, চার্টার্ড হিসাবরক্ষক সারোয়ার চৌধুরী, আব্দুল্লাহ তারেক ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট আনোয়ার হক।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সিইসি থেকে পাঠানো দুটি বিশালাকৃতির পুতুল, যারা অতিথিদের নজরকাড়া অভ্যর্থনা জানায়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লেখক, সাংবাদিক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা শামীম আল আমিন। তার পরিচালনায় নির্মিত একটি তথ্যচিত্রও অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করতে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পের চিঠি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চলমান দুর্নীতি মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ‘পূর্ণ ক্ষমা’ চেয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই চিঠি তিনি সরাসরি ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে লিখেছেন।

ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে প্রকাশিত ওই চিঠিতে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি আপনাকে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করার আহ্বান জানাচ্ছি। যুদ্ধকালীন তিনি একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তিনি ইসরায়েলকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।’

একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ অস্বাভাবিক হলেও ট্রাম্পের জন্য এটি নতুন নয়। তিনি আগেও এভাবে বিভিন্ন দেশে থাকা তাঁর প্রিয় মানুষদের রক্ষা করতে এমন কাজ করেছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শুরুতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তিনটি পৃথক মামলায় যথাক্রমে জালিয়াতি, ঘুষ এবং বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। তবে নেতানিয়াহু নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বারবার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ট্রাম্প তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, ‘যদিও আমি ইসরায়েলি বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, বিবির বিরুদ্ধে মামলাটি রাজনৈতিক ও অযৌক্তিক। আমরা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে ইসরায়েলের কঠিন প্রতিপক্ষ ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।’

প্রেসিডেন্টের ভূমিকাটি মূলত আনুষ্ঠানিক হলেও ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে।

হেরজগের দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ট্রাম্পকে শ্রদ্ধা করে। ইসরায়েলের প্রতি তাঁর অবিচল সমর্থন, জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনে তাঁর বিশাল অবদান, মধ্যপ্রাচ্য ও গাজার পরিবর্তন এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করে। তবে হেরজগের দপ্তর স্পষ্ট করে বলেছে, ‘কোনো ব্যক্তি যদি ক্ষমা চান, তাঁকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন জমা দিতে হবে।’

ট্রাম্পের ভাষণ এডিট বিতর্কে বিবিসির প্রধানের পদত্যাগ

ইব্রাহীম চৌধুরী

ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসিতে ট্রাম্পের ভাষণ এডিট –বিতর্ক আরও তীব্র রূপ নিয়েছে। ৯ নভেম্বর রোববার সংস্থাটির দুই শীর্ষ কর্মকর্তা—ডিরেক্টর জেনারেল টিম ডেভি এবং প্রধান সংবাদ সম্পাদক ডেবোরা টারনেস—একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ট্রাম্পের ৬ জানুয়ারির ভাষণ বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে বিবিসির ওপর যখন তীব্র সমালোচনা চলছে, ঠিক তখনই এই দুই শীর্ষ দায়িত্বশীলের পদত্যাগ ঘটনাটিকে নতুন মোড় দিয়েছে।

প্রামাণ্যচিত্রে ট্রাম্পের বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ ভুল ক্রমে যুক্ত করা হয়, এবং তাঁর শান্তিপূর্ণ থাকার আহ্বান অংশটি বাদ পড়ে। ফলে ভাষণের মূল ভাব বিকৃত হয় এবং দর্শকের কাছে একটি বিভ্রান্তিকর ছবি পৌঁছে যায়। এই ঘটনাকে "গুরুতর সম্পাদনাগত ব্যর্থতা" বলে উল্লেখ করে বিবিসি পরিচালনা পর্ষদ তদন্ত শুরু করে।

শুরু থেকেই অভিযোগ ওঠে—ভিডিওর সংকলন এমনভাবে করা হয়েছিল যে ট্রাম্পকে সরাসরি সহিংসতার প্ররোচনাকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সংস্থার অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় উঠে আসে, সম্পাদনার এই ভুল সাংবাদিকতার নীতিমালা ভঙ্গ করেছে এবং বিবিসির নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

তীব্র সমালোচনা ও রাজনৈতিক চাপের মুখে ডিরেক্টর জেনারেল টিম ডেভি নিজের দায়িত্বে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করেন। একই সঙ্গে সংবাদ বিভাগের প্রধান ডেবোরা টারনেস মনে করেন—এই ভুল তাঁর বিভাগের তদারকির ব্যর্থতা এবং এজন্য দায়িত্ব নেওয়াই যথাযথ। তাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে বিবিসি নেতৃত্বে এক শূন্যতা তৈরি হলো, যা সংস্থাটির ভবিষ্যৎ কাঠামোতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

ঘটনাটি এখন গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা ও সম্পাদকীয় সততার প্রশ্নকে আরও সামনে নিয়ে এসেছে। বিবিসি বলছে, তারা সম্পাদনা–নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন করছে এবং পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের প্রতি বিশ্বাস যখন বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে, ঠিক সেই সময়ে বিবিসির এই ব্যর্থতা ও শীর্ষ নেতৃত্বের পদত্যাগ আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্ণ ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।
ঠিকানা: **1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208. আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com**

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই-বেডরুম, এক-বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া only for Family (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে. Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 or 347-394-9554

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

এপার্টমেন্ট ভাড়া

Hollis, Queens 1 bedroom Walkout apartment, living room available for rent immediate rent. brand new kitchen and bathroom and new paint throughout. Max two people can live there. Looking for a working professional or couple. Call to make an appointment at 917 502-0400.

বাফেলোতে বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ২ ফ্লোরে, ৩ বেড রুম, বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউ ওয়াক। বাংলাগুসারী, মসজিদ, বাস স্টপ সবকিছু অতি নিকটে। **যোগাযোগ-৯২৯৩২৮৫০৪২**

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।
যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় সেমি বেসমেন্টে মনোরম পরিবেশে একটি রুম একজন পুরুষ ব্যাচলেরর নিকট নভেম্বরের ১ তারিখ হইতে ভাড়া দেয়া হবে। E ট্রেনের Archer এভিনিউ স্টেশনের সন্নিকটে। যোগাযোগ: রনজিত সাহা, 347-235-7322 (9am-11pm)

রুম ভাড়া

জামাইকা হিলসাইড ১৬৮ এ, সুন্দর পরিবেশে ১ জন ৪৫ উর্ধ্ব বয়স্ক চাকুরিজীবী ভদ্র মহিলার কাছে একটি ফুল ফার্ণিশড রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন - ৯১৭ ৭১৭ ৯২০৯

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য;
শুধুমাত্র অভিভাবকদের 917-518-5508 # এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
OPEN
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
EXCELSIOR
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

গরুর মাংসের দামে রেকর্ড, তদন্তের নির্দেশ ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের মাংস প্রক্রিয়াজাত (মিটপ্যাকিং) কোম্পানিগুলো গরুর মাংসের দাম বাড়াতে কারসাজি ও আঁতাত করছে। এ ঘটনায় তিনি জাস্টিস বিভাগকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক্স-এ এক পোস্টে জানিয়েছেন, তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এটি পরিচালনা করছেন কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রলিন্স ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল গেল স্লেটার।

তদন্তে এখনো কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির নাম প্রকাশ করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে চারটি বড় কোম্পানি (টাইসন ফুডস, কারগিল, জেবিএস ইউএসএ এবং ন্যাশনাল বিফ প্যাকিং কোম্পানি) দেশটির ৮৫ শতাংশ গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাত করে, যা খুচরা বিক্রেতাদের কাছে স্টেক, রোস্ট এবং অন্যান্য মাংসজাত পণ্য হিসেবে বিক্রি হয়।

ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন, আমি জাস্টিস বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছি মাংস প্রক্রিয়াজাত কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে, যারা অবৈধ আঁতাত, মূল্য নির্ধারণ ও বাজার কারসাজির মাধ্যমে গরুর মাংসের দাম বাড়াচ্ছে।

এ পদক্ষেপ এমন সময়ে এসেছে যখন মার্কিন জনগণ জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপে ভুগছে। গত অক্টোবরের এক রয়টার্স/ইপসোস জরিপে দেখা যায়, ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু।

জাস্টিস বিভাগ ডিম উৎপাদক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধেও মূল্য কারসাজির অভিযোগে পৃথক তদন্ত শুরু করেছে।

বহু বছরের খরায় গবাদি পশুর খাদ্য ও চারণভূমির সংকটে যুক্তরাষ্ট্রে গরুর পালের সংখ্যা ৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কমে নেমে এসেছে, যার ফলে গরুর মাংসের দাম রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেপ্টেম্বর মাসে গ্রাউন্ড চাক বিফের দাম প্রতি পাউন্ডে ৬.৩৩ ডলারে দাঁড়ায়, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩.৫ শতাংশ বেশি।

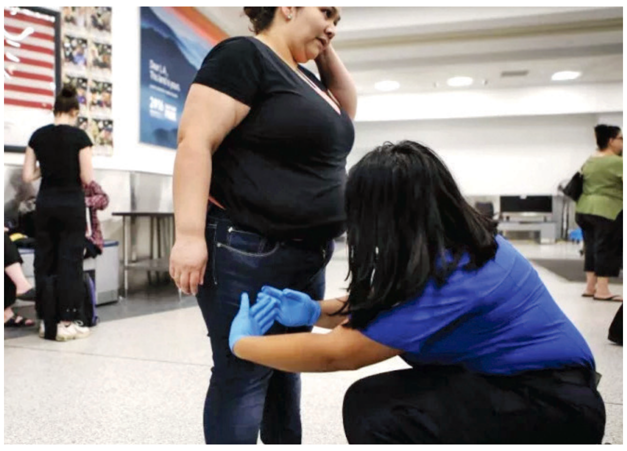

স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকলে স্থায়ী ভিসা পেতে বাধা যুক্তরাষ্ট্রে

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য ভিসা আবেদনকারীদের জন্য নতুন কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, যেসব আবেদনকারীর ডায়াবেটিস, স্থূলতা, হৃদ্‌রোগ বা অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, তাদের ভিসা আবেদন বাতিল বা স্থগিত করা হতে পারে। এই নিয়ম মূলত স্থায়ী বসবাসের (পারমানেন্ট রেসিডেন্সি) আবেদনকারীদের ওপর প্রযোজ্য হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে এসে 'পাবলিক চার্জ' বা অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে, দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও সেবা খরচ দেশের সরকারি সম্পদে চাপ তৈরি করতে পারে। তাই ভিসা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবেদনকারীর চিকিৎসা ব্যয় বহনের সক্ষমতা যাচাই করতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি সরকারী সহায়তা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সেবার উপর নির্ভর করবেন না।

নতুন নির্দেশিকায় কেবল সংক্রামক রোগ বা টিকাদানের ইতিহাস নয়, হৃদ্‌রোগ, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, মেটাবলিক সমস্যা, স্নায়বিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা—এছাড়াও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগকে ঝুঁকির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম কেএফএফ হেলথ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্দেশনাটি মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোতে নোটিশ আকারে পাঠানো হয়েছে।

আইনজীবীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অভিবাসন আইনজীবী সোফিয়া জেনোভেস বলেন, "এই নির্দেশিকায় আবেদনকারীদের চিকিৎসা ইতিহাস ও সম্ভাব্য চিকিৎসা ব্যয় মূল্যায়নের দায়িত্ব ভিসা কর্মকর্তাদের ওপর দেওয়া হয়েছে, যারা চিকিৎসক নন। এর ফলে ব্যক্তিগত ধারণা বা পক্ষপাতের ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে।"

ক্যাথলিক লিগ্যাল ইমিগ্রেশন নেটওয়ার্কের সিনিয়র অ্যাটর্নি চার্লস হুইলারও সতর্ক করেছেন, "যদি এই নীতি সকল ধরণের ভিসার জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে স্থায়ী বসবাসের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে।"

নতুন নিয়মে আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যও বিবেচনায় আনা হবে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সন্তান বা প্রবীণ অভিভাবকের কোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন থাকলে তা আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা ও জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে কি না, তা যাচাই করা হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

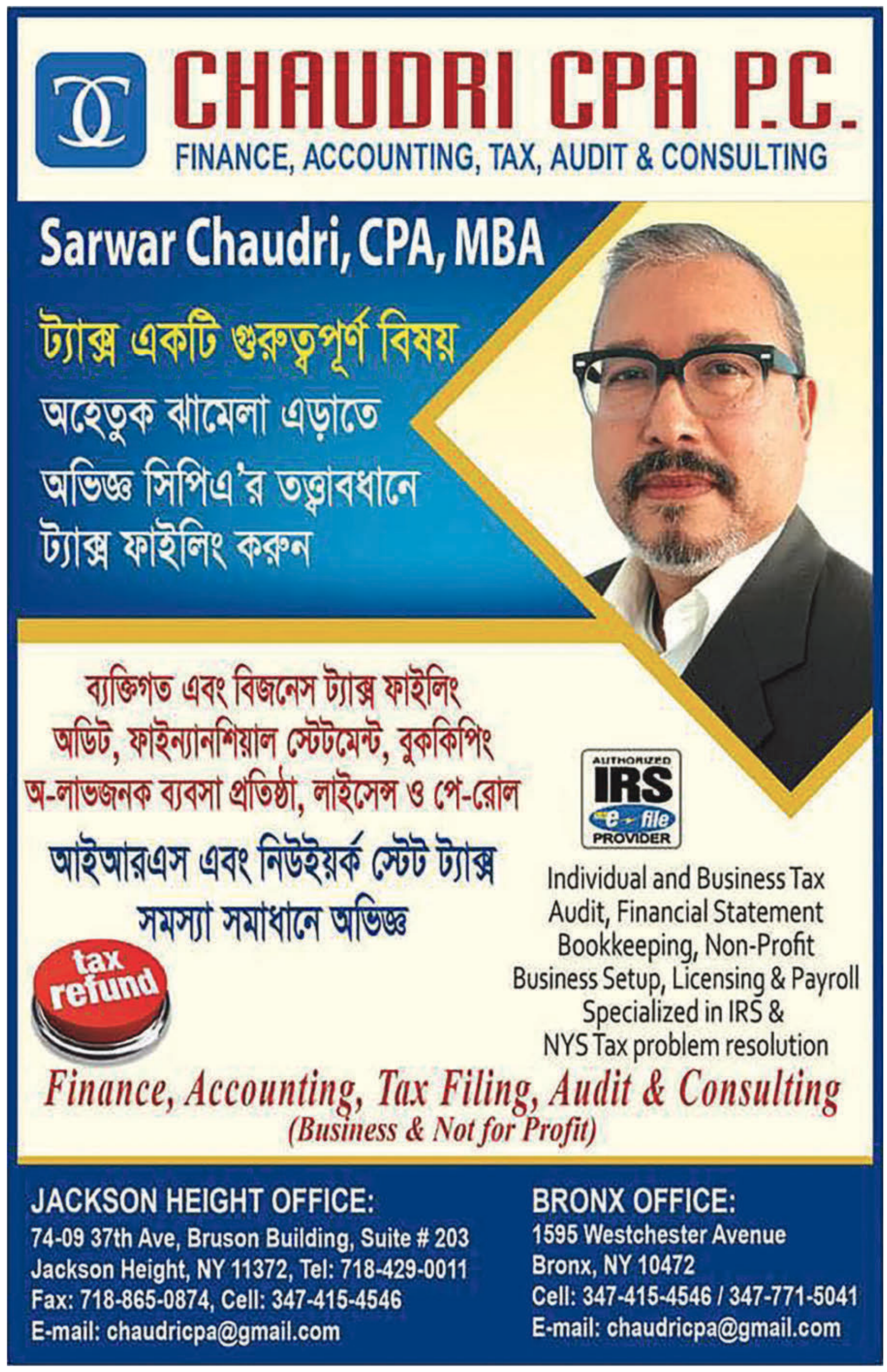

১৬ নভেম্বর থেকে যমুনার সামনে অবস্থান নেবে জামায়াতসহ ৮ দল

ঢাকা অফিস

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবি মানতে সরকারকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দল। এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে দলগুলো।

বুধবার রাজধানীর মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে যৌথ সংবাদ সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চায় আট দল।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ১৬ নভেম্বর রোববার সকালে আট দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হবে। বৈঠক শেষে হবে সংবাদ সম্মেলন। এর আগে জনগণের পাঁচ দফা দাবি মেনে নেওয়া না হলে যমুনার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এছাড়া আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘিরে নাশকতা ঠেকাতে ১৩ নভেম্বর মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে আট দল। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ফ্যাসিবাদী শক্তির নাশকতা ও অপতৎপরতা প্রতিরোধে আট দলের সর্বস্তরের জনশক্তি বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী রাজপথে অবস্থান করবেন। ১৪ নভেম্বর শুক্রবার জুলাই জাতীয় স্মরণ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবিতে দেশব্যাপী জেলা ও মহানগরের মধ্যে বিক্ষোভ মিছিল হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনুস আহমাদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাচিব মাওলানা জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

আমেরিকায় বাড়ি কেনার পথে বড়

শেষ পৃষ্ঠার পর

বছরের মর্টগেজ চালু হলে আমেরিকার সাধারণ গৃহক্রেতাদের জন্য "গেম চেঞ্জার" হবে। তাঁর ভাষায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগেই শুরু হয়েছে এই নতুন ব্যবস্থা গড়ার কাজ।

ট্রাম্প ইতোমধ্যে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে একটি বার্তায় নিজেকে তুলনা করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের সঙ্গে—যিনি মহামন্দার সময় ৩০ বছর মেয়াদি মর্টগেজের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। এবার হয়তো সেই ইতিহাসই বদলে দিতে যাচ্ছে নতুন এই পরিকল্পনা।

সমর্থকদের মতে, ৫০ বছরের ঋণ চালু হলে মাসিক কিস্তি অনেকটাই কমে আসবে। বাড়ির দাম ও সুদের হার যেভাবে বেড়েছে, তাতে তরুণ প্রজন্মের জন্য বাড়ি কেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ সময় ধরে কিস্তি পরিশোধের সুযোগ পেলে তারা তুলনামূলকভাবে কম মাসিক ব্যয়ে বাড়ি কিনতে পারবে। আবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিস্তি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

তবে সমালোচকরা মনে করছেন, ঋণের মেয়াদ বাড়ালে বাসার মালিক হওয়ার পর ইকুইটি বা মালিকানা মূলধন তৈরি হতে সময় লাগবে অনেক বেশি। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ঋণে মোট সুদের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

> তবে সমালোচকরা মনে করছেন, ঋণের মেয়াদ বাড়ালে বাসার মালিক হওয়ার পর ইকুইটি বা মালিকানা মূলধন তৈরি হতে সময় লাগবে অনেক বেশি। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ঋণে মোট সুদের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

অর্থাৎ ক্রেতারা মাসিক কিস্তিতে স্বস্তি পেলেও পুরো ঋণের মূল্য অনেক বেশি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এমন প্রস্তাব এমন সময় এসেছে যখন আমেরিকার আবাসন বাজারে আর্থিক চাপ তীব্র আকার ধারণ করেছে। গুগলে "মর্টগেজ সাহায্য" বিষয়ক অনুসন্ধান ২০০৯ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অনেকেই বাড়তি কিস্তির চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। মর্টগেজ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, পরিবর্তনশীল সুদের মর্টগেজ এখন দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হারে মানুষ গ্রহণ করছে। রেডফিনের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে মার্কিন পরিবারের গড় আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশই চলে যাচ্ছে মর্টগেজ কিস্তিতে।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প তরুণদের জন্য বাড়ি কেনার সুযোগ বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। বাড়ির দাম ও ঋণের কিস্তি যেভাবে বেড়ে গেছে, তাতে এই প্রতিশ্রুতি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি মর্টগেজ সংস্কার নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পুল্টের বক্তব্য ট্রাম্পের বৃহত্তর আবাসন সংস্কার পরিকল্পনার অংশ। তিনি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ফ্যানি মে ও ফ্রেডি ম্যাক নামের দুই বৃহৎ আবাসন ঋণ সংস্থাকে আবার শেয়ারবাজারে ফেরানোর সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হচ্ছে। এই দুই সংস্থাই ২০০৮ সালের আর্থিক বিপর্যয়ের সময় সরকারিভাবে উদ্ধার তহবিল পেয়েছিল। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ সেগুলো বাজারে ফিরতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন পুল্টে।

সব মিলিয়ে আমেরিকার আবাসন বাজার বড় ধরনের পরিবর্তনের অপেক্ষায়। ৫০ বছরের মর্টগেজ চালু হলে তরুণ প্রজন্মের বাড়ির মালিক হওয়ার পথ কিছুটা হলেও প্রশস্ত হবে—যদিও মোট ঋণের বোঝা বেড়ে যাওয়ার হিসাবটিও তাদের মাথায় রাখতে হবে। তবুও স্পষ্ট—এই প্রস্তাব অনুমোদন হলে আমেরিকার বাসস্থান নীতিতে নতুন এক অধ্যায় সূচিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটদের নতুন আশার

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্প্যানবার্গার এবং নিউ জার্সিতে সাবেক নৌবাহিনীর পাইলট মিকি শেরিল—এই তিনজনের জয় দলটিতে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই জয় কেবল প্রতীকী নয়; এটি দেখিয়েছে যে ডেমোক্র্যাটরা এখন জনগণের বাস্তব সমস্যা—বিশেষ করে জীবনযাত্রার ব্যয়, বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম—নিয়ে কথা বলছে।

আগে যেখানে দলটি গণতন্ত্র, গর্ভপাত বা সাংস্কৃতিক ইস্যুতে বেশি মনোযোগ দিত, এবার তারা মানুষের দৈনন্দিন কষ্টকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাইমন বাজেলনের মতে, ২০২৪ সালের পরাজয়ের বড় কারণ ছিল—ডেমোক্র্যাটরা জনগণের বাস্তব সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে দেরি করেছিল। "অর্থনীতি ভালো চলছে"—এই বার্তা মানুষ বিশ্বাস করেনি, কারণ তাদের দৈনন্দিন ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে রিপাবলিকানরাও এখন অর্থনৈতিক ইস্যুতেই জোর দিচ্ছেন। তবে ট্রাম্প সরকারের সময় মুদ্রাস্ফীতি ও সরকারি অচলাবস্থা (শাটডাউন) সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য এই তিন অঙ্গরাজ্যের জয় তাই শুধু একটি নির্বাচনী ফল নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক। দলটির অভ্যন্তরে এখন বড় প্রশ্ন—আগামী দিনে তারা কি বামপন্থি ভাবধারায় এগোবে, নাকি মধ্যপন্থি নীতি বজায় রাখবে?

'রান ফর সামথিং' নামের সংগঠনের সহপ্রতিষ্ঠাতা অ্যামান্ডা লিটম্যান বলেন, "মানুষ এখন আমাদের ওপর পুরোপুরি ভরসা করে না। আমাদের কাজ হলো—নতুন প্রজন্মের প্রার্থী এনে সেই আস্থা ফিরিয়ে আনা।"

ডেমোক্র্যাট নেতারা এখন ভাবছেন, ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনেই তারা কি ভোটারদের সেই হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন—নাকি এটি কেবল একটি সাময়িক সাফল্য হয়ে থাকবে।

অপটিমিস্টসকে সম্মানিত করল

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংগঠনটি আজ এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে এবং নানা উদ্যোগে প্রবাসীদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

এই বিশেষ উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটি অপটিমিস্টস্-এর প্রাণপুরুষ ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ রফিক উদ্দীন চৌধুরী রানাকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানায়। পাশাপাশি অপটিমিস্টস্-কে প্রদান করা হয় একটি সম্মানসূচক ক্রেস্ট। মঞ্চে উপস্থিত থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ কোঅর্ডিনেটর মিনহাজ আহমদ সাম্মু, সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপ্যাল এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শামীম আহমদ, প্রিন্সিপ্যাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল তারেক আলম, বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর প্রেসিডেন্ট, উদ্যোক্তা ও সাবেক টিভি উপস্থাপিকা ফাতেমা শাহাব রুমা, বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল আমিন মেহেদী, সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, এবং বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সৈয়দ ফয়সল আহমেদ।

এসময় বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

ফাতেমা শাহাব রুমা বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি ও সমাজকর্মী কামাল আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরীসহ সব নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সোসাইটি অতীতে অপটিমিস্টস্-এর কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সহায়তা করেছে।

রুমা বলেন, অপটিমিস্টস্ গত ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশির সমর্থনে কাজ করছে। সেই সহায়তার দ্বারা বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। তারা আজ দেশের উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সবশেষে অপটিমিস্টস্-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়—কারণ এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই অপটিমিস্টস্ আজ একটি সফল, সেবামুখী এবং মানবকল্যাণে নিবেদিত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

দুই কন্যার ভালোবাসায় ইতিহাসের

শেষ পৃষ্ঠার পর

শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য ও পৌরসভার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ আহাদ মিয়া—দুজনেই ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও পরবর্তী বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। তিনি পরলোকগমন করেন নব্বইয়ের দশকে। অন্যদিকে জননেতা মোহাম্মদ আহাদ মিয়া আশির দশকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে।

সময়ের স্রোতে তাদের নাম ইতিহাসের অন্তরালে চলে গিয়েছিল, কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাদের স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে তাদের কন্যাদের হাত ধরে।

ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরীর কন্যা উত্তমা দেব চৌধুরী এবং জননেতা মোহাম্মদ আহাদ মিয়ার সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ডা. নাহার তানি—দুজনেই তাদের পিতার জীবনকাহিনি সংরক্ষণে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। স্মৃতিচারণ—সবকিছুই তারা যত্নে তুলে ধরেছেন। তাদের কথাবার্তা, ভঙ্গি ও আবেগে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—পিতার প্রতি এই টান কেবল রক্তের নয়, বরং এক গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মিক সম্পর্কের প্রকাশ।

ব্রিটিশ আমলের মহৎ ব্যক্তিত্ব

ব্রিটিশ আমলে শ্রীমঙ্গলে রাধানাথ দেব চৌধুরী ছিলেন বিশাল জমিদার ও সফল ব্যবসায়ী। নবীগঞ্জ থানার ভূবীরবাগ এলাকায় তার বিশাল জমিদারি ছিল। ডলুছড়া পাহাড় এলাকায় তিনি ১৭৮ বিঘা ভূমি ক্রয় করে সেখানে গড়ে তোলেন নতুন জনবসতি—যা পরবর্তীতে 'রাধানগর' নামে পরিচিতি পায়।

বর্তমান রাধানগর যেন আধুনিকতার প্রতীক। এলাকাটির স্থাপত্য, রাস্তা ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন দেখে মনে হয়—যেন কোনো উন্নত দেশের একটি পরিকল্পিত নগর দৃশ্য। শ্রীমঙ্গলের এই রাধানগর আজ বাস্তবেই এক অর্থনৈতিক হাব—যার শিকড় জড়িয়ে আছে রাধানাথ দেব চৌধুরীর ঐতিহ্য ও দূরদর্শী উদ্যোগের সঙ্গে।

রাধানাথ দেব চৌধুরীর ব্যবসা কলকাতা ও ব্রিটেনের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তার ৫৭টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি ছিল, এবং ব্রিটিশ আমলে আসাম-বাংলায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ করদাতা। তার সম্পদ ও ব্যবসার বিস্তার শ্রীমঙ্গল থেকে ত্রিপুরা ও আসাম পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। পাশাপাশি তিনি সমাজসেবায়ও ছিলেন অগ্রগামী—অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল তার জীবনের এক মহান দর্শন।

তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষানুরাগী, দানবীর ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী তার পিতার পথ অনুসরণ করে সমাজ পরিবর্তন, সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি শ্রীমঙ্গল পৌরসভার জনপ্রতিনিধিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও নানামুখী উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রীমঙ্গলের মানুষের জীবনে তিনি এনেছিলেন ইতিবাচক পরিবর্তন। তিনি ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে পরলোকগমন করেন।

রাধানাথ দেব চৌধুরী ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও দানশীল। তিনি তার পিতা ও মাতার নামে শ্রীমঙ্গলে চন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দীনময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় (বর্তমান শ্রীমঙ্গল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী পিতার স্মৃতিকে অমর করে রাখতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধানাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা বর্তমানে বিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

দুঃখজনক হলেও সত্য, যারা তাদের পূর্বসূরিদের নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদারভাবে ভূমি দান করেছিলেন, আজ সেই নামগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে—যা ইতিহাস ও কৃতজ্ঞতার ভাবনার সঙ্গে বেমানান।

রাধানগরের বিবর্তন এক নজরে

ব্রিটিশ আমলে জমিদার রাধানাথ দেব চৌধুরী ডলুছড়া পাহাড়ি এলাকায় ১৭৮ বিঘা ভূমি ক্রয় করেন, যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'রাধানগর' নামে প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর জমিদারি প্রথার পরিবর্তন ও পারিবারিক ব্যবসার প্রসারে এলাকা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তী প্রজন্মে ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরীর সমাজসেবা, শিক্ষা ও দানশীলতা রাধানগরকে নতুন পরিচয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা পরিণত হয় আধুনিক বাণিজ্যিক কেন্দ্রে। বর্তমানে রাধানগর শুধু মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের অর্থনৈতিক হৃদয়ই নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও একটি পরিচিত নাম—যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

জননেতা মোহাম্মদ আহাদ মিয়া: সাধারণ থেকে অসাধারণ

শ্রীমঙ্গলের প্রাক্তন মেয়র ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আহাদ মিয়া ছিলেন স্বনির্মিত জননেতা। কমিশনার, জাতীয় সংসদ সদস্য ও পৌরসভার মেয়র—এই বিরল সংমিশ্রণ তার নেতৃত্বের অনন্য উদাহরণ। তিনি সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন, যার প্রভাব সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এই নেতা জনগণের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন নিজের কর্ম ও সততার মাধ্যমে। নব্বইয়ের দশকের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক ভোটে জয়লাভ তার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। পরবর্তীতে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়ে তিনি আবারও প্রমাণ করেছিলেন—জনগণের আস্থা ও ভালোবাসাই একজন নেতার সবচেয়ে বড় শক্তি।

মোহাম্মদ আহাদ মিয়া সাহেবের পরিবারও ছিল সংস্কৃতিমনস্ক ও শিক্ষানুরাগী। তার সহধর্মিণী মিসেস আহাদ ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। তার পিতা ছিলেন শিক্ষক এবং ভাই মৌলভীবাজার জেলা শহরের বিশিষ্ট সাংবাদিক সরওয়ার আহমেদ। পরিবারের এই বৌদ্ধিক ও শিক্ষিত পরিবেশের কারণে মিসেস আহাদ নিজেও সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা ও নৈতিক বিকাশে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। পিতা ও স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তিনি ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

তার কন্যা ডা. নাহার তানি বর্তমানে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন। তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পিতার স্মৃতি সংরক্ষণ করে চলেছেন। জন্মতারিখ, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও পুরোনো আলোকচিত্র—সবকিছুই তিনি সযত্নে তুলে রেখেছেন। তার কণ্ঠে প্রতিটি বাক্যে ফুটে ওঠে পিতার প্রতি গভীর মমতা—'আমার বাবা শুধু আমার নন, তিনি ছিলেন শ্রীমঙ্গলের মানুষের অভিভাবক।'

পিতার প্রতি কন্যার ভালোবাসা: মানসিক ও সামাজিক দিক

এই দুই কন্যার গল্প যেন একই সুরে মিলিত। কন্যারা কি সত্যিই পিতাকে একটু বেশি ভালোবাসে? সম্ভবত হ্যাঁ। কারণ, পিতা তাদের কাছে কেবল একজন অভিভাবক নন; তিনি অনুপ্রেরণার উৎস, এক জীবন্ত ইতিহাস। তাদের ভালোবাসা স্মৃতির মাধ্যমে পিতার উপস্থিতি জিইয়ে রাখে—যেমন শ্রীমঙ্গল ধরে রেখেছে তার অমলিন সৌন্দর্য ও মানবিক সত্তা।

শেষ কথা

শ্রীমঙ্গলের এই দুই পরিবার কেবল স্থানীয় ইতিহাসের ধারক নয়—তারা এক মানসিক সত্যেরও সাক্ষী। পিতার প্রতি কন্যার ভালোবাসা সময়, দূরত্ব ও প্রজন্মের সীমা অতিক্রম করে যায়। তারা পিতার নামের আলো ধরে রাখেন—যেমন শ্রীমঙ্গল ধরে রেখেছে তার চিরসবুজ ঐতিহ্য ও মানবিক মমতা।

ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী ও রাধানাথ দেব চৌধুরীর শিক্ষা, দান ও সামাজিক অবদান—শ্রীমঙ্গলের শিক্ষার উন্নয়ন, অর্থনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

ঈমাম আবশ্যক

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আল্-আকসা মসজিদের জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমকে ঈমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

দাওরায়ে হাদিস অথবা সমমানের শিক্ষা ও ফিকাহ্ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাংলা, আরবি ও ইংরেজী ভাষা জানা থাকতে হবে। ঈমাম হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

যেসব বিষয় অগ্রাধীকার পাবে

- কুরআনে হাফেজ
- আমেরিকায় বেড়ে উঠা প্রার্থী

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫

যোগ্যতা সম্পন্ন আগ্রহী প্রার্থীকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সিভি পাঠাতে অথবা ইমেইল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Must have to have:

- *Fluent in English and Arabic*
- *Ability to communicate with young generation*
- *Knowledge about usa culture for counciling all social issues*
- *Ability to work with all different opinions people*

Email: wsicc21@ gmail.com

Address

Westchester square Islamic Cultural Inc.
Masjid al- Aqsa
1501 Saint Peters Avenue, Bronx NY-10461.

সরকারী ব্যয় বিল পাসে ব্যর্থতা, ফেডারেল ফান্ডিং অনিশ্চয়তায়

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যয় বিল পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। রিপাবলিকানদের প্রস্তাবিত অস্থায়ী বিল প্রয়োজনীয় ভোট পায়নি। শুক্রবারের এই ভোটের ফলাফল ছিলো ৫৩-৪৩। এই ব্যর্থতার কারণে ফেডারেল সরকারের ফান্ডিং অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। বিলটি মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারী ব্যয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল।

ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট ট্যাক্স ক্রেডিট এক বছরের জন্য সম্প্রসারণের দাবি অটল রেখেছেন। সিনেটের মাইনরিটি লিডার চাক শুমার বলেছেন, সরকার পুনরায় খোলার শর্ত হলো এই সম্প্রসারণ। এই ট্যাক্স ক্রেডিট লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম কমাতে সাহায্য করে।

রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের শর্তে আলোচনায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। মেজরিটি লিডার জন থুন বলেছেন, নীতি সংক্রান্ত বিরোধগুলো পরিষ্কার ফান্ডিং বিল পাসের পরে সমাধান করা উচিত। তিনি মনে করেন ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাব "জনতার চাপ অনুভব করছে" নির্দেশ করছে।

সিনেট শনিবার দুপুর ১২টায় পুনরায় অধিবেশন করবে। তখন দেখা যাবে নতুন কোনো সমঝোতা বা ভোট হতে পারে কি না।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই স্থবিরতার কারণে সরকারী কর্মচারীদের বেতন, সামাজিক সহায়তা এবং অন্যান্য জরুরি ফান্ডিং বিলম্বিত হতে পারে। যদি নতুন কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে সরকারী শাটডাউন আরও দীর্ঘ হতে পারে।

মিশিগানে নেবট্রা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতাদের মতবিনিময়

নিউজ ডেস্ক

ব্রিটেনের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা, নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (নেবট্রা) প্রেসিডেন্ট এম. জি. কিবরিয়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। এসময় তিনি মিশিগানের বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ সভার সভাপতিত্ব করেন মিশিগান বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ শাহেদুল হক। সভায় উপস্থিত ছিলেন মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও কমিউনিটি নেতারা।

সভায় বক্তারা নেবট্রা প্রেসিডেন্ট এম. জি. কিবরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানান এবং ব্রিটেনে বাংলা মিডিয়া ও প্রবাসী কমিউনিটির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান।

এম. জি. কিবরিয়া মিশিগান প্রবাসীদের আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রিটেনের বাংলা মিডিয়া এবং কমিউনিটির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিতদের অবহিত করেন।

এরদোয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বীর ২৪০০ বছর কারাদণ্ড চাইল রাষ্ট্রপক্ষ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় কৌঁসুলিরা ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুর ২ হাজার বছরের বেশি কারাদণ্ডাদেশের আবেদন জানিয়েছেন। তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত আদালতের নথি থেকে এই তথ্য জানা গেছে। খবর লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের।

প্রায় ৪ হাজার পৃষ্ঠার অভিযোগপত্রে বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) এই মেয়রের বিরুদ্ধে অপরাধী চক্র পরিচালনা, ঘুষ, অর্থ আত্মসাৎ, মানি লন্ডারিং, চাঁদাবাজি ও দরপত্র জালিয়াতিসহ নানা অভিযোগ আনা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, এই অভিযোগের ফলে জনপ্রিয় বিরোধীদলীয় এই নেতার সর্বোচ্চ ২ হাজার ৪৩০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ইমামোগলু 'এক অক্টোপাসের মতো' তুরস্কজুড়ে বিস্তৃত একটি অপরাধচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

গত ১৯ মার্চ ইমামোগুলোকে গ্রেপ্তার করা হয়। তুরস্কের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল সিএইচপি অভিযোগ করেছে, প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও তাঁর দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) ২০২৪ সালের স্থানীয় নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। ইমামোগলু ছিলেন এরদোয়ানের সম্ভাব্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, যিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

তাঁকে গ্রেপ্তারের পর থেকে আরও কয়েকজন সিএইচপি মেয়র, কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদকেও আটক করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে নিন্দা জানিয়েছেন অনেকেই। বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীরা নিয়মিত প্রতিবাদ ও সমাবেশ করছেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই সিএইচপির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন।

জবাবে কর্তৃপক্ষ প্রায় ২ হাজার মানুষকে আটক করেছে, যদিও পরে তাদের বেশির ভাগকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গত মাসে আঙ্কারার একটি আদালত সিএইচপি নেতা ওজগুর ওজেলের বিরুদ্ধে করা একটি আলাদা দুর্নীতি মামলা খারিজ করে দেয়। আদালত জানায়, মামলার কোনো ভিত্তি নেই।

নভেম্বর মাসের স্ন্যাপ সুবিধা বিতরণে ট্রাম্প প্রশাসনকে নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারাল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনকে নভেম্বর মাসের সম্পূর্ণ স্ন্যাপ সুবিধা বিতরণের নির্দেশ দিয়েছে। রোহাইড আইল্যান্ডের একটি জেলা আদালতের বিচারক জন ম্যাককনেল বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারক প্রশাসনকে আগের নির্দেশ উপেক্ষার জন্য কঠোর সমালোচনাও করেছেন।

বিচারক জানান, নভেম্বর মাসের স্ন্যাপ তহবিল না থাকলে ১৬ মিলিয়ন শিশু ক্ষুধার্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটা কখনোই আমেরিকায় ঘটতে থাকা উচিত নয়। তিনি প্রশাসনের সুবিধা বিলম্বকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত আখ্যায়িত করেছেন।

ম্যাককনেল প্রশাসনকে জরুরি তহবিল এবং ১৯৩৫ সালের এগ্রিকালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাক্ট-

এর সেকশন ৩২ অনুযায়ী তৈরি বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ ব্যবহার করে স্ন্যাপ সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইউএসএডি'র হিসাব অনুযায়ী, সুবিধাভোগীরা নভেম্বর মাসে প্রায় ৬৫% সুবিধা পাবেন।

ডেমোক্রেসি ফরওয়ার্ড-এর সভাপতি স্কাই পেরিম্যান এই রায়কে ৪২ মিলিয়ন স্ন্যাপ সুবিধাভোগীর জন্য এক বড় জয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স আদালতের রায়কে 'অযৌক্তিক' বলে সমালোচনা করেছেন।

এদিকে এমন নির্দেশনার পর ক্যালিফোর্নিয়া, কানসাস ও উইসকনসিনসহ কয়েকটি রাজ্য দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। উইসকনসিনে ৩ লাখ ৩৭ হাজার পরিবারের জন্য ১০৪ মিলিয়ন ডলার তহবিল দ্রুত বিতরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্ক ও ম্যাসাচুসেটসেও সপ্তাহান্তের মধ্যে সুবিধা পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত একটি ফেডারাল আপিল কোর্টে আবেদন করে আদালতের এই নির্দেশ স্থগিত করার চেষ্টা করছে। প্রশাসনের যুক্তি, কংগ্রেস অনুমোদন না দেওয়া অর্থ ব্যয় করতে আদালত তাদের বাধ্য করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত, প্রায় ৮ জন আমেরিকানের মধ্যে এক জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে স্ন্যাপ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আইনি লড়াই সুবিধাভোগীদের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

বৃহস্পতিবার (Thursday), ১৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বঙ্ক বাবুর আলোকধারা : সিলেটের ইতিহাসে লাল ব্রাদার্স পরিবারের অমর গাঁথা

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

সিলেটের ভোরে, কুয়াশার ভিতর থেকে যখন প্রথম আলো ফোটে, তখন পুরোনো শহরের গলিপথে ভেসে ওঠে এক প্রাচীন প্রবাদ—“বঙ্ক বাবুর দাড়ি, চান্নিঘাটের সিঁড়ি, আলী আমজদের ঘড়ি, জিতু মিয়ার বাড়ি আর মধু মাস্টারের বেতের বাড়ি।” এই পাঁচ প্রতীকের শেষটি কালক্রমে হারিয়ে গেছে। কে ছিলেন সেই মধু মাস্টার? “বঙ্ক বাবুর দাড়ি”—শুধু একটি পুরোনো বাক্য নয়, এটি সিলেটের মাটি ও মানুষের মধ্যে বয়ে যাওয়া এক অমলিন স্মৃতি। বঙ্ক

বাবু, অর্থাৎ শ্রী বঙ্কবিহারী দাস, ছিলেন মানুষের চেয়ে বড় এক আলোকধারা—উদারতার স্রোত, সংস্কৃতির পথিকৃৎ, সমাজের দানশীল রথী। তাঁর জমিদারিত্বের সব দলিল আজ আর পাওয়া না গেলেও, সিলেটের লোকগাথা, প্রবচন এবং মানুষের মুখে মুখে তাঁর প্রভাব এখনো দিনের মতো স্পষ্ট।

বঙ্কবিহারী দাস শুধু জমিদার ছিলেন না, ছিলেন সঙ্গীতের নিবেদিত প্রাণ, এক বিখ্যাত তবলা বাদক। তাঁর প্রতিটি সন্তান, প্রতিটি প্রজন্ম যেন তাঁর হাতের স্পর্শে পেয়েছিল সঙ্গীতের দিকে ঝোঁকার সেই চিরায়ত টান। এ পরিবারে মানবতা, দানশীলতা, সংস্কৃতিপ্রেম—সবই রক্তের মধ্যে মিশে থাকা এক ঐতিহ্য। কিংবদন্তীর মতো আজও উচ্চারিত হয়—তিনি কুদরত উল্লাহ জামে মসজিদের জমি মাত্র তিন টাকায় বিক্রি করেছিলেন। কারণ প্রচলিত ছিল—অমুসলিমের দানে মসজিদ হয় না। বিধানকে সম্মান দিয়ে মানবতাকে এগিয়ে নেওয়াই যেন তাঁর ধর্ম ছিল।

বঙ্কবিহারীর পুত্র শ্রী বিরেন্দ্র লাল দাসও ছিলেন বহুমাত্রিক দায়িত্বের আলোচক্রে দাঁড়ানো এক উজ্জ্বল নাম। তিনি ছিলেন আসামের এমএলএ, সিলেট এইডেড হাই স্কুল ও মডেল হাই স্কুলের সভাপতি, লোকাল বোর্ডের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, সিলেট পলিটেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বশীল ব্যক্তি, এবং ব্রিটিশ আমলে প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক হাকিম। শিক্ষা, নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের মধ্য দিয়ে তিনি পরিবারকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেন, এবং সেই আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠেন তাঁর পুত্র—শ্রী বিমলেন্দু দাস, যিনি সমগ্র সিলেটে পরিচিত ‘সাধু বাবু’ নামে।

সাধু বাবুর শৈশবের সূচনা লামাবাজার পাদরি স্কুলে, এরপর দুর্গাকুমার পাঠশালা, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল এবং পরে এইডেড হাই স্কুলে। তাঁর কৈশোরে জন্ম নেয় নেতৃত্বের গুণ, সৃজনশীল সংগঠনের দক্ষতা। স্কুলে তিনি ক্রীড়া সম্পাদক, কলেজে মদন মোহন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ক্রীড়া সম্পাদক। পরবর্তী সময়ে তিনি সিলেট ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর আজীবনের বন্ধু কমরু মিয়ার সঙ্গে তিনি

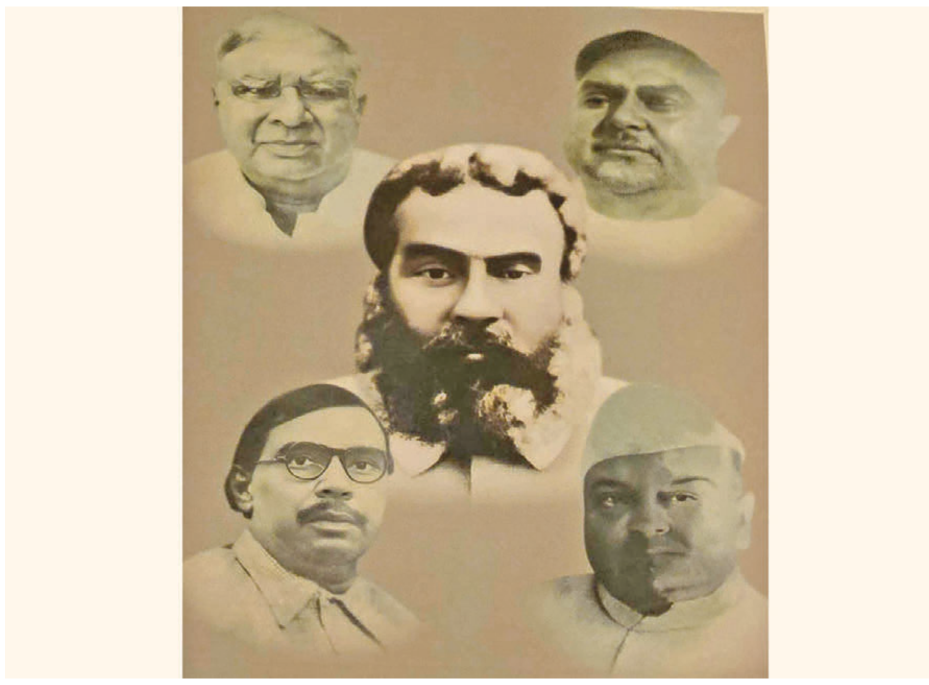

সিলেট স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সেই সময়ে তাঁর হাতে করেই সিলেটে আসে কলকাতা মোহামেডান, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের আগমন। দেশভাগের পরে তাঁর নেতৃত্বেই সিলেটের ফুটবল দল করিমগঞ্জ, শিলচার, আগরতলায় গিয়ে খেলে।

সাধু বাবুর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা। তিনি সমানভাবে দান করেছেন কুদরতউল্লাহ জামে মসজিদ, বন্দরবাজার জামে মসজিদ, লালদিঘিরপার মসজিদ, কাজল শাহ মসজিদের জন্য আখড়ার জমি। পাশাপাশি গোপাল টিলা, কালীঘাট, ভোলা ভুলাগিরী আশ্রম, ভাঙ্গাটিকর আখড়া, গোবিন্দ জিউ আখড়া, মঙ্গলচণ্ডী—হিন্দু ধর্মস্থানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসাধারণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণেও লাল ব্রাদার্স পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। দুর্গাকুমার পাঠশালা, হাসান মার্কেট, রাজা জিসি স্কুল, মির্জাজাঙ্গাল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মইনুন্নেছা বালিকা স্কুল—এসব প্রতিষ্ঠানের জমি ও অর্থের উৎস ছিল তাঁদের পরিবার।

সিলেটের পৌরসভা, ইউনিয়ন কমিটি, স্টেশন ক্লাব, স্টুডেন্ট রিলিফ কমিটি, স্পোর্টস ফেডারেশন, স্কাউট র‍্যালি, সিলেট এক্সিবিশন কমিটি, মদন মোহন কলেজ—যেখানে প্রয়োজন, সেখানে সাধু বাবুর পদধ্বনি। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁদের আয়োজিত সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত শিল্পীরা। সেই অর্থে নির্মিত হয় সুরসাগর প্রাণেশ দাসের স্কুল।

এ পরিবারের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন বিদিত লাল দাস—যিনি সুবীর নন্দী, আকরাম হোসেন, দুলাল ভৌমিক, হিমাংশু গোস্বামীদের নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে লোকসঙ্গীতের যে ঢেউ তুলেছিলেন—তা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন পাঠ যুক্ত করে। একজন হিন্দু হয়েও শাহজালাল প্রেমে যে দরদে তিনি ইসলামী লোকগান গাইতেন—এমন নিবেদন খুব কমই দেখা গেছে।

লাল ব্রাদার্স পরিবার একসময় সিলেট শহরের বন্দরবাজার অঞ্চলসহ বিস্তৃত জায়গার মালিক ছিল—লালদিঘি, লালবাজার, ব্রহ্মময়ী বাজার, কাজীর বাজার, হাসান মার্কেট, লালকুটি, রংমহল সিনেমা হল। এর বাইরেও বিশ্বনাথ, বাঘা পরগনা, ছাতকসহ সিলেট ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছিল তাঁদের সম্পদ।

এই পরিবারের অতিথি হয়েছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, নেতাজি সুভাষ বসু। তাঁদের আতিথ্য নেওয়ার স্থান ছিল লাল ব্রাদার্সের শেখঘাটস্থ লাল বাড়ি। ১৯৩৬ সালে সিলেটে প্রথম বেসরকারি টেলিফোন স্থাপিত হয় এই পরিবারের বাড়িতে।

পরিবারটি ছড়িয়ে আছে ভারত, বাংলাদেশ, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। নিউইয়র্কের একমহার্স্ট এলাকায় বসবাসরত শ্রী রানা—অমলেন্দু দাস (কানু বাবু)-এর ছেলে। তাঁর সংগ্রহে থাকা পরিবারের বিবর্ণ ছবি, নথিপত্র যেন সিলেটের হারানো ইতিহাসের দরজা খুলে দেয়। তিনি বলেন—“আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি। তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল।” মোগল সাম্রাজ্যের পথ ধরে জম্মু–কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ, ছাতক পেরিয়ে সিলেট শহরে তাঁদের আগমন—এ যেন সময়ের দীর্ঘ শ্বাসের মতোই বিশাল।

এ পরিবারের কেউ কেউ ধর্মের দেয়াল অতিক্রম করে বৈষ্ণব হয়েছেন, সংসার ত্যাগ করে মানুষের সেবাকে জীবনের একমাত্র পথ বানিয়েছেন। সমাজসেবায়, সংস্কৃতিতে, মানবতার স্রোতে তাঁরা এখনও আলো বহন করে চলেছেন। শহীদ আরপি সাহার পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা, শ্রীমতি দিদির নেতৃত্বে কুমুদিনী ট্রাস্ট, কুমার দার হৃদয়ের উষ্ণতা—সবই বহন করে চলেছে সেই পুরোনো দীপ্তি।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ তাঁদের ছিন্নভিন্ন করেছে—মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করেছে, অনিশ্চয়তার ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু হারায়নি তাঁদের মানবতার স্রোত, সম্প্রীতির মর্ম, সিলেটের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। বঙ্ক বাবুর জীবন থেকে সাধু বাবুর সংগ্রাম পর্যন্ত একটাই কথা শিক্ষা দেয়—সিলেট গড়ে উঠেছে মানবতা, শিল্পবোধ, দানশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা আর সেবার উপর দাঁড়িয়ে। এই গল্প হারিয়ে গেলে আমরা হারাব আমাদের শিকড়, আমাদের শক্তি।তাই ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের দায়িত্ব—এই ঐতিহ্য, এই মানবতার দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রাখা। কারণ লাল ব্রাদার্স পরিবার শুধু নিজেদের জন্য কিছু করেনি, তারা করেছে সিলেটের জন্য, মানুষের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। ইতিহাসের দায় নিয়ে আমরা তাদের স্মরণ না করলেও তাদের কিছু যায় আসে না। যায় আসে আমাদের। ইতিহাস ঐতিহ্যের বিরান মাঠে শূন্য থালা নিয়ে আমাদের অস্থিত্বের নিত্য লড়াই জয় করার জন্যই এসব গৌরবগাথা আমাদের স্মরণ ও ধারণ করা প্রয়োজন।

শ্রীমঙ্গলের মো. আহাদ মিয়া : সাধারণ থেকে জননন্দিত নেতা

সংগ্রাম দত্ত

শ্রীমঙ্গলের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য নাম—মো. আহাদ মিয়া। একেবারে সাধারণ জীবন থেকে উঠে এসে তিনি হয়েছিলেন সফল ব্যবসায়ী, সংসদ সদস্য ও পৌরসভার জনপ্রিয় মেয়র। দীর্ঘ চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন মানবিক জননেতা, সমাজসেবক ও উন্নয়নের কারিগর। তার কর্ম, সাহস এবং জনসম্পৃক্ততা আজও শ্রীমঙ্গলের মানুষের হৃদয়ে অমলিন।

শৈশব ও প্রারম্ভিক জীবন

১৯৪৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার জেলা সদরের জগন্নাথপুর গ্রামে এক ধর্মপরায়ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মো. আহাদ মিয়া। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ছোটবেলা থেকেই পরিশ্রমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উদ্যমী আহাদ মিয়া জীবনযুদ্ধে নিজের পথ নিজেই গড়ে নেন। শৈশব থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক সহজাত প্রবণতা তাকে ভবিষ্যতের জননেতা হিসেবে গড়ে তোলে।

রাজনীতিতে প্রথম পদক্ষেপ

১৯৭৪ সালে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হয়ে রাজনীতির ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেন মো. আহাদ মিয়া। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনতা দল গঠিত হলে, শ্রীমঙ্গলের আওয়ামী লীগ নেতা ডা. মো. আব্দুল আলীর আহ্বানে আহাদ মিয়া সেই দলে যোগ দেন। পরে ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে জাতীয় পার্টি গঠন করলে আহাদ মিয়া তাতে যোগ দেন এবং অল্প সময়েই শ্রীমঙ্গলের রাজনীতিতে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

১৯৮৬ সালে তিনি ‘শ্রীবানী’ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ইবনে জামান সামসু। এই প্রকাশনা স্থানীয় সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতিচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, যা তার সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও সমাজবোধের আরেক উজ্জ্বল প্রমাণ।

জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্য

১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি শ্রীমঙ্গল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। যদিও সে সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছিল, তবু আহাদ মিয়া স্থানীয়ভাবে বিপুল জনসমর্থন অর্জন করেন।

ওই বছরের ভয়াবহ বন্যায় তিনি ঢাকায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীমঙ্গলের দুর্গত মানুষের জন্য পাঁচ লাখ টাকার ত্রাণসহায়তা আনেন—যা সে সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়।

উদারতা ও সমাজসেবার দৃষ্টান্ত

জনপ্রতিনিধি থাকা অবস্থায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তিনি প্রায় এক কোটি পঁচাত্তর লাখ (১ কোটি ৭৫ লাখ) টাকা শ্রীমঙ্গল ও আশপাশের এলাকার শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করেন। তার এই মানবিক উদ্যোগে তিনি পরিচিত হন একজন উদার, জনহিতৈষী ও মানবিক নেতারূপে।

২০০৪ সালে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরও তিনি এই ধারাকে আরও প্রসারিত করেন। পৌর উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপক প্রশংসা ও ভালোবাসা অর্জন করেন। জনকল্যাণে তার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা তাকে রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত করে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনীতি

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী উপাধ্যক্ষ আব্দুশ শহীদের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন। মাত্র ১৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলেও তার জনপ্রিয়তা কমেনি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পুনরায় একই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। ১৯৯৭ সালে আহাদ মিয়া তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগ দেন। মিন্টো রোডের সমাবেশে যোগদানের সময় সাবেক অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান তাকে সস্নেহে আখ্যা দেন—‘শ্রীমঙ্গলের টাইগার’।

জনতার ভোটে নির্বাচিত মেয়র

২০০৪ সালের পৌরসভা নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে পৌর এলাকায় রাস্তা-ঘাট, পানি নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় তিনি পৌরসভার কর্মপরিবেশে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পৌর উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মৌলভীবাজারের মাতার কাঁপন চক্ষু হাসপাতালে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে তিনি ‘ডোনার মেম্বার’ হন। এ ছাড়া দি বার্ডস রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনাউল্লাহ হাই স্কুলসহ বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে তার আর্থিক সহযোগিতা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

শিক্ষা ও পরিবারের উত্তরাধিকার

নিজে সীমিত শিক্ষিত হলেও শিক্ষার প্রতি আহাদ মিয়ার অনুরাগ ছিল গভীর। সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জ্যেষ্ঠ কন্যা লুৎফুন নাহার নাজু স্নাতক শেষে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। দ্বিতীয় কন্যা ডা. আমিরুন নাহার নার্গিস, এমবিবিএস, এমফিল (ফার্মাকোলজি) ও এমপিএইচ সম্পন্ন করে বর্তমানে ঢাকার জেড. এইচ. সিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক।

তৃতীয় কন্যা ফাইজুন নাহার জাসি সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও এলএলবি ডিগ্রিধারী।

একমাত্র পুত্র জাহাঙ্গীর আলম সোহাগ বি.কম সম্পন্ন করে ২০২১ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৌর কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। চতুর্থ কন্যা অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার মুন্নি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম সম্পন্ন করে বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। তার কনিষ্ঠ কন্যা ডা. নাহার তানি বর্তমানে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল এনএইচএস ট্রাস্ট হাসপাতালসমূহে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস ডিগ্রি অর্জন ও ইম্পেরিয়াল কলেজ, লন্ডন থেকে ক্লিনিক্যাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি এমআরসিপি ও পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ফিচার প্রতিবেদনটি তাঁর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ডা. নাহার তানির সহায়তায় প্রণীত, যিনি ব্যক্তিগত স্মৃতি ও তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ডা. তানির কথায়— ‘আমার শেখা প্রতিটি জ্ঞান আমার সমাজের জন্য। বাবার স্বপ্ন ছিল মানুষের সেবা করা—আমি সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।’

উন্নয়নের রাজনীতি ও স্থায়ী প্রভাব

জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও আহাদ মিয়া আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বামপন্থী নেতাদের সঙ্গেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তার দান, উন্নয়নমূলক উদ্যোগ ও মানবিক ব্যবহারে তিনি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন।

রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ তার আমলে একবার শ্রীমঙ্গল সফর করেন। আহাদ মিয়ার উদ্যোগেই তখন রাষ্ট্রপতি শ্রীমঙ্গল কলেজ ও শ্রীমঙ্গল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়কে সরকারি ঘোষণা দেন। একই সফরে শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের নির্দেশও দেন—যার পেছনে ছিল আহাদ মিয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

সমালোচনা ও গ্রহণযোগ্যতা

তার সম্পর্কে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক থাকলেও তাতে তার জনপ্রিয়তা বা প্রভাব কখনো কমেনি। বরং তিনি রাজনীতি, সমাজ ও ব্যবসায়িক অঙ্গনে নিজেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জনসেবা, দানশীলতা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি শ্রীমঙ্গলের মানুষের কাছে থেকে গেছেন এক ভালোবাসার নাম, এক অম্লান স্মৃতি।

শেষ অধ্যায়

দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মো. আহাদ মিয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর। তার সন্তানরা আজ দেশ–বিদেশে শিক্ষা ও কর্মজীবনে সাফল্যের মাধ্যমে তার স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন।

শেষকথা

মো. আহাদ মিয়া ছিলেন শ্রীমঙ্গলের রাজনীতির এক বিরল প্রতিভা। সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসে তিনি প্রমাণ করেছেন—মানুষের সেবা, সততা ও নিষ্ঠার শক্তিতেই একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারেন ইতিহাসের অংশ, হয়ে উঠতে পারেন সত্যিকারের ‘জনতার নেতা’।

জনগণের রাজনীতিও ভোটের রাজনীতি

মো. ফজলুর রহমান চৌধুরী

বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। তিন দিন সরকারবিহীন দেশ, পুলিশবিহীন দেশ—ছাত্র, জনতা ও সবাই সততা, আনন্দ এবং নিজ নিজ দায়িত্বে ভালোই ছিল বলা যায়। আশঙ্কা অনুযায়ী তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি মনে হয়। ৮ আগস্ট সকলের প্রথম পছন্দ—বিশেষ করে ছাত্রদের—নোবেল বিজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় 'নতুন বাংলাদেশ', বৈষম্যহীন, ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বন্দোবস্তের রাজনীতির দেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে।

প্রধান ছাত্রসমন্বয়ক, এক দফার ঘোষক, নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের ভাষ্য, "আমরা অধ্যাপক ইউনুস স্যারের নেতৃত্বে সব রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু বড় দল বিএনপি তাতে রাজি হয়নি।" সুন্দর ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র, বাকস্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের কাঠামোগত প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার, গুম–খুন–গণহত্যাকারী ও দুর্নীতিবাজ, লুটেরা, পাচারকারীদের বিচার এবং অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে ড. ইউনুসের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।

তবে ১৫ মাসের এ সরকার পরিচালনায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো রাখতে এবং দখল, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মব জাস্টিস, খুন, দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলন, ভাঙচুর ইত্যাদি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে সংশ্লিষ্ট মহল কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপির স্থানীয় অনেক নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন অপরাধে দল থেকে বহিষ্কার করতে হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'অপরাধের জন্য বিচার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে সরকার।'

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর অনেকটা নীরব বা দায়সারা ভূমিকা এতদিন সবাই দেখছেন। সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল বিভিন্ন টকশোতে এ ব্যর্থ সরকারের সমালোচনায় মুখর থাকেন। কিন্তু এনসিপি নেতৃবৃন্দ, জামায়াতে ইসলামী, ব্যারিস্টার ফুয়াদ প্রমুখদের সঙ্গে বিএনপি নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রসংস্কার, আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনায় যুক্তিতর্কে হেরে যেতে দেখা যায়।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন—প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগবিহীন দেশে বৃহত্তম দল হিসেবে বিএনপির সামনে ছিল অবারিত সুযোগ। শুধুমাত্র নিজের দলের চিন্তা না করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে ছাত্র–জনতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়া উচিত ছিল। সে লক্ষ্যে "জুলাই সনদ", তথা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয় সংস্কারে প্রাণখোলা সহযোগিতা করা উচিত ছিল।

বিএনপির অনেক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য মতে, "সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। দলের ঘোষিত ৩১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে সংসদের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব পাস করা হবে।" অন্যদিকে এনসিপি নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্যের মতে, "যারা বিগত ৫৪ বছরে দেশে সুশাসন ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্র উপহার দিতে পারেননি, তাদের দ্বারা আর হবে না।" "আওয়ামী লীগ–বিএনপি একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ।"

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী আবু হেনা রাজ্জাকীর বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বিএনপি ও সহযোগী দলগুলো একটানা ১৫–১৭ বছর আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু সরকারকে টলাতে পারেনি। তারা সরতে চায়নি, বরং ভিত আরও পোক্ত করেছে। এখন আবার ইন্টারিম সরকারকে—ড. ইউনুসের সরকারকে—এমনভাবে সহযোগিতা করছে, যা সরকারের নিজেরই টিকে থাকা কঠিন করে তুলেছে। পদত্যাগের গুঞ্জনও শোনা গেছে।"

তিনি আরও বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তো সংবিধানে নেই, তবে কীভাবে গঠিত হলো? এটি গণঅভ্যুত্থানের সরকার বা বিপ্লবী সরকার—জনগণের ম্যান্ডেটে গঠিত সরকার, তাই সংস্কার আদেশ দিতে পারে ক্ষমতাবলে। তবে তাদের বর্তমান প্রেসিডেন্টের কাছে শপথ নেওয়া উচিত হয়নি। শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ করে পুরোনো সংবিধান স্থগিত বা বাতিল করতে পারতেন বিপ্লবী কায়দায়।"

বাংলার ইতিহাসে গত ৯০ বছরে জন্ম নেওয়া একমাত্র গ্লোবাল সেলিব্রেটি হলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক তিন পুরস্কার—নোবেল, মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড ও কংগ্রেশনাল অ্যাওয়ার্ড—এই তিনটি অর্জন করেছেন তিনি। এমন মানুষ পৃথিবীতে মাত্র ১২ জন!

একটি টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালিত 'ভোটের ট্রেন' অনুষ্ঠানে 'এখন ৭ দিন' শিরোনামে আলোচক ছিলেন রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ কাইয়ুম ও জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমদ।

জুলাই সনদ:

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ছয় সংস্কার কমিশন গঠন।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ।

১২ ফেব্রুয়ারি ঐকমত্য কমিশন গঠন।

২০ মার্চ–১৯ মে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পৃথক আলোচনা (৪৪ বৈঠক)।

২ জুন–৩১ জুলাই যৌথ আলোচনা।

১৫ অক্টোবর ঐকমত্য কমিশনের শেষ বৈঠক।

১৭ অক্টোবর জুলাই সনদে স্বাক্ষর, তবে এনসিপি স্বাক্ষর করেনি।

২৮ অক্টোবর সরকারের কাছে সুপারিশ হস্তান্তর।

জুলাই সনদে সংকট সৃষ্টি হয়েছে চার বিষয়ে—

১. জুলাই সনদ আদেশ জারি
২. জুলাই সনদে ভিন্নমত
৩. গণভোটের সময়
৪. সংবিধান সংস্কার কমিশনের ক্ষমতা।

সংস্কার বিষয়ে বিএনপির দেওয়া নোট অব ডিসেন্ট প্রসঙ্গে হাসনাত সাহেব বলেন, "নোট অব ডিসেন্ট তিন ধরনের—

১. প্রস্তাবে সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে দ্বিমত পোষণ করা, তবে অধিকাংশ একমত হলে প্রস্তাব পাস হবে।

২. বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা।

৩. কোনো প্রস্তাব বা বিষয়ের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা (যেমন সংবিধানের মূলনীতি বিষয়ে বামদল)।"

এক প্রশ্নের জবাবে অ্যাডভোকেট সাকিল বলেন, "সংসদ কোনো আইন পাস করে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠালে ৭ দিনের মধ্যে যদি তিনি সই না করেন, তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়। তেমনি জুলাই সনদ গণভোটে পাস হলে ২৭০ দিনের মধ্যে গণপরিষদ বা সংসদ কর্তৃক কার্যকর না হলে আপনা-আপনি পাস হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।"

এদিকে এনসিপি জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি চায়, নতুবা স্বাক্ষর করবে না। ঐকমত্য পরিষদের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের আদেশ জারি করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী স্বাক্ষর করলেও নভেম্বরের মধ্যে গণভোট সম্পন্নসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নেমেছে, শরিক আট দলসহ সরকারের কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছে। বিএনপি বলছে, গণভোট আলাদা না হয়ে জাতীয় নির্বাচনের দিনেই একসঙ্গে হবে।

সরকার ৭ দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জুলাই সনদে বিভিন্ন নোট অব ডিসেন্ট ছাড়া ঐকমত্যে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছে, নতুবা পরিষদ জনআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আদেশ জারি করবে বলেই মনে হয়।

এদিকে বাংলাদেশের জমিনে, আকাশে, বাতাসে নির্বাচনের ডামাডোল বাজছে। বড় দল বিএনপি ২৩৭ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে আনন্দের পাশাপাশি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আন্দোলন, রাস্তা অবরোধ, গুলি–প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এনসিপি জানিয়েছে, ম্যাডাম খালেদা জিয়ার আসনে তারা প্রার্থী দেবে না। এনসিপি যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেবে—যারা জনগণ ও দেশের জন্য রাজনীতি করবে, নিজের স্বার্থে বা টাকার জন্য নয়।

জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত দল হিসেবে এর আগেও প্রমাণ দিয়েছে দেশবাসী। ভোট যাতে টাকার কাছে বিক্রি না হয়, সে দিকে নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে কামনা—দেশ, রাজনীতি ও ভোট-উদ্ভূত সংকট কাটিয়ে ভালো দিকে যাক। ছাত্র–জনতার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সুন্দর ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ আমরা দেখতে পাই—এই প্রত্যাশা।

শিল্পঘর

শিল্পকলাকে আমাদের সৃষ্টিশীলতা ও ভাবনার একটি রঙিন পরিচয় বলা যায়, যা বিভিন্ন চিত্র, মূর্তি, অঙ্কন, গান, নৃত্য, নাট্য, আধুনিক ও প্রাচীন কার্যকলার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা সমাজের বিশিষ্ট সংস্কৃতি, চিন্তা, ধারণা, এবং অভিজ্ঞতগুলোকে উপস্থাপন করতে পারি।

মূলত চিত্রশিল্প হলো এক ধরনের দৃশ্যকলা যা আঁকা, রং করা, রেখাচিত্র বা অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা ও অনুভূতিকে দৃশ্যমান রূপ দেয়।একজন শিল্পী বিভিন্ন ধারণা, অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছবি আঁকতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে চারপাশের জগতকে নান্দনিক বা সৃজনশীল উপায়ে দেখা, ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশ করা, বা নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক ধারণার প্রতিফলন ঘটানো। একজন শিল্পী তার নিজস্ব শৈলী ও চিন্তাভাবনা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন এবং প্রায়শই বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যম ব্যবহার করেন। চিত্রশিল্পীরা কখনো শখের বসে শৈল্পিক কাজটিতে জড়িত হোন। আবার কখনো এটি তাদের পছন্দের কিছু করতে এবং অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যমে হয়ে উঠে।

শিল্পঘর পাতায় আমরা আজ দুইজন গুণী চিত্রশিল্পীদের গল্প জানবো, শিল্পী শারমিন শিরাজী এবং মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান (রোকন) যাদের শৈল্পিক কাজ ও ভাবনার অনুরণনে আপনারাও মুগ্ধ হবেন। আশাকরি 'শিল্পঘর' এর আজকের মূল্যায়নটি আপনাদের ভালো লাগবে। ধন্যবাদান্তে-রোকেয়া দীপা। **—রোকেয়া দীপা।**

শিল্পী শারমিন শিরাজী

বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রশিল্প অঙ্গনে এক উজ্জ্বল নাম শারমিন শিরাজী। তিনি রঙে রঙে আঁকেন জীবনের গান। তাঁর শিল্পকর্মে ফুটে ওঠে প্রকৃতি, নারী ও ফুলের অনন্ত সৌন্দর্য, যা ক্যানভাসে ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের গভীরতম কোমল অনুভূতি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, ভালোবাসা ও আশাবাদকে তিনি তুলির রঙে পরিণত করেছেন জীবন্ত গল্পে।

ঢাকার মাটিতে শেকড়, আর নিউইয়র্কের আকাশে ডানা মেলে তিনি হয়ে উঠেছেন এক পথপ্রদীপ যিনি শিল্পে খুঁজে পান শান্তি, মানবতা আর সৌন্দর্যের চিরন্তন ছোঁয়া।

শিল্পী শারমিন শিরাজী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, ঢাকায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি ড্রইং ক্লাসের অপেক্ষায় থাকতেন প্রতিদিন। তাঁর আগ্রহ দেখে বড় ভাই তাঁকে একটি আর্ট স্কুলে ভর্তি করান, যেখানে তিনি শিক্ষক রফিকুল স্যারের কাছে মাত্র ১২ বছর বয়সে অয়েল পেইন্টিং শেখা শুরু করেন।

শারমিন শিরাজী জানান, পরিবারের সবাই তাঁর প্রতিভা দেখে তাঁকে চারুকলায় পড়ার অনুপ্রেরণা দেন।১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে তিনি ভর্তি হন চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রি-ডিগ্রি কোর্সে, পরবর্তীতে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগে বিএফএ শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে বিএফএ দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন তিনি প্রথমবারের মতো একটি গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন, যার থিম ছিল বাংলাদেশের নৈসর্গিক প্রকৃতি। ১৯৯৭ সালে গুলশানের সাজু আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। ২০০২ সালে তিনি চারুকলা ইনস্টিটিউট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বছর চারুকলার গ্যালারিতে "তিন কন্যা" শিরোনামে সমসাময়িক দুই নারী শিল্পীর সঙ্গে একটি গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর শিল্পযাত্রার শুরু নিয়ে জানান, শিল্পযাত্রা শুরু হয় তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠীদের সহযোগিতায়। তাঁর মতে, পেইন্টিংয়ের সবচেয়ে মজার দিক হলো, ভুল জায়গাতেই নতুন করে সঠিকতা খুঁজে নেওয়া যায়। ব্রাশের ছোট-বড় স্ট্রোক ও রঙের মেলবন্ধনে তিনি ক্যানভাসে সৃষ্টি করেন এক প্রাণবন্ত পরিবেশ, যা তাঁকে আরও কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। ঢাকাতেই তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা ও শিক্ষা হলেও, গ্রামীণ বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের সহজ সরল জীবন তাঁকে সবসময় টেনেছে। তাই তাঁর চিত্রকর্মে প্রায়ই ফুটে ওঠে নদী, নারী ও কন্যার প্রতিচ্ছবি।

এই যাত্রাপথে চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি জানান, শিক্ষাজীবনের মাঝামাঝি সময় শুরু হয় তাঁর সংসার জীবন। সন্তান ও সংসারের দায়িত্ব সামলে শিল্পচর্চা চালিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, তবু তিনি থেমে যাননি। ২০১৩ সালে তিনি পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। নতুন সমাজ, নতুন পরিবেশ ও বাস্তবতার এই অধ্যায়ও ছিল সংগ্রামময়। কিছুদিনের বিরতির পর তিনি আবার ফিরে পান তাঁর সত্তার আসল পরিচয়, শিল্পীসত্তা।

তিনি যুক্ত হন প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীদের সংগঠন আর্টিস্ট ফোরাম (নিউইয়র্ক) এর সঙ্গে এবং ঢাকায় তাঁর প্রিয় বান্ধবীদের গঠিত কালার্স গ্রুপের সঙ্গে। এই দুই জগৎ, প্রবাস ও জন্মভূমি, তাঁকে নতুন করে জীবন ও সৃষ্টির উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।

সম্প্রতি তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত "রিদম অব নেচার" শিরোনামের সমসাময়িক নারী শিল্পীদের গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া নিউইয়র্কে আর্টিস্ট ফোরাম-এর আয়োজিত গ্রুপ প্রদর্শনীতেও তাঁর কাজ প্রদর্শিত হয়েছে।

বর্তমানে তাঁর চিত্রকর্মের প্রধান বিষয়- ফুল। তিনি শাপলা, সূর্যমুখী, জবা, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, গাঁদা, ডালিয়া এবং আরও অনেক ফুল নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন।

তাঁর মতে, "যখন পৃথিবীতে যুদ্ধ, অশান্তি ও বিভেদের ছায়া ঘনিয়ে আসে, তখন শিল্পে খুঁজে পাওয়া যায় শান্তির আশ্রয়। তাই ফুলকে বেছে নিয়েছি নিজের শিল্পের প্রতীক হিসেবে যা কোমলতা, ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের প্রতিরূপ।"

তাঁর তুলির ছোঁয়ায় ফুটে ওঠা ফুলগুলো শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, বরং মানবতার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও আশার প্রতিচ্ছবি।

শারমিন শিরাজী বলেন, "ফুলের মধ্যেই আছে এক বিকল্প পৃথিবীর ইঙ্গিত, যেখানে রঙে রঙে গড়ে ওঠে সহমর্মিতা, হৃদয়ের সংযোগ এবং এক অনন্ত শান্তির আহ্বান।"

শিল্পী মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান

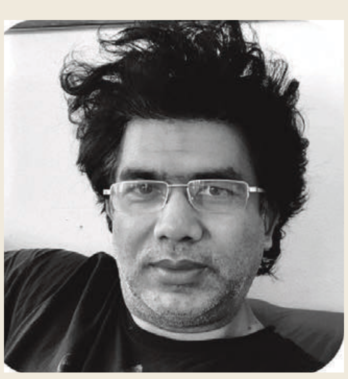

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান (রোকন) জন্মগ্রহণ করেছিলেন জামালপুরে। ছোটবেলায় থেকেই তাঁর ছবি আঁকার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। সেই সময় ছবি আঁকার জন্য যা পাওয়া যেত, তা সীমিত ছিল-একটি সাধারণ পেন্সিল, আর্ট পেপার নামে একটি কাগজ, একটি ছোট্ট ওয়াটার কালার সেট এবং কিছু রঙিন পেন্সিল। তিনি এই সীমিত উপকরণের মধ্যেও তার সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করেছিলেন।

যতটুকু মনে আছে, একবার তিনি একটি স্কেচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তারা তাদের হাতের লেখা চর্চার জন্য খাতায় অঙ্কিত কাজ জমা দিতেন। সেই সময় তিনি অনেক প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

তিনি এই প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, কারণ শিল্পচর্চা এবং ছবি আঁকার জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ অপরিহার্য বলে মনে করেন মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান।

তিনি জানান, ১৯৭৬ সালের পরে তাদের চারপাশে এমন পরিবেশ বা উপকরণের প্রচলন ছিল না, আশেপাশের মানুষও খুব বেশি ছবি আঁকার বিষয়ে জানতেন না।যখন কেউ ছবি আঁকত, সবাই হয়তো বলতো, 'ওহ, তুমি তো আর্ট কলেজে ভর্তি হতে পারবে।' এটাই ছিল বিনা মূল্যের উপদেশ। স্কুলগুলোও শিল্পী তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট গাইডলাইন দিতে পারত না। স্কুলে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল শুধু ভালো ছাত্র হওয়া। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ছিল সবার স্বপ্ন।

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান বলেন, "সত্যি বলতে, সবাইতো আলাদা কেউ কোনো মেধায় সেরা। আমি কোনো শিক্ষাকে ছোট বা বড় করে দেখিনা; এই পৃথিবীতে সবারই গুরুত্ব আছে।"

তিনি জানান, ছবি আঁকতে তাঁর ভীষণ ভালো লাগত। তিনি অন্য কারো ছবি আঁকা দেখলে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। অনেক সময় হতাশও হতেন। তাদের এলাকার অনেক বড় ভাইদের চিত্রকর্ম দেখে ভাবতেন, 'কেন আমার ছবি ওদের মতো সুন্দর হয় না?'

পরে নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্টাইল আছে। কারো কারো সাথে কারো মিল নেই, প্রতিটি শিল্পীর নিজস্বতা আছে।

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান ১৯৯০-৯১ ব্যাচে ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে। বাবার স্নেহ-স্মৃতি স্বরণ করে তিনি বলেন, "আব্বা ছিলেন অনেক ভীতু মনের মানুষ। তিনি আমাদের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন, আর সেই ভালোবাসার কারণে হয়তো বেশি চিন্তা করতেন, কি খাবো, কিভাবে থাকবো, সন্ধ্যার আগে রুমে ফিরবো কিনা, বেশি আড্ডা দেবো কিনা! "

কিন্তু চারুকলায় এসে তিনি দেখলেন, এখানে বাবা যে নিয়মে তাকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, তার উল্টো পরিবেশ। তিনি বাবার ইচ্ছে মাথায় রেখে প্রি-ডিগ্রি শেষ করেন।

অজান্তেই অনেক শিক্ষক তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

একজন বিশেষ প্রিয় শিক্ষককে স্মরণ করে তিনি বলেন, "এই শিক্ষক ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়ন করতেন। তিনি সুন্দরভাবে সবার কাজের সেরা অংশগুলো তুলে ধরতেন এবং তা ব্যাখ্যা করতেন। এটি ভীষণ ভালো লাগত আমার। এরপর তিনি কাজের দুর্বল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন, কোথায় আলো ও ছায়া ব্যবহার হয়েছে, ড্রয়িং, পারস্পেকটিভ, রঙের ব্যবহার এবং অন্যান্য নানান দিক।"

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান বলেন, "অনেক বন্ধুদের সিনিয়র ও জুনিয়রদের কাজ দেখেও আমি প্রচুর কিছু শিখেছি।"

রাজশাহীতে তারা মাঝেমাঝে আউটডোর ড্রয়িং ও ওয়াটার কালার করার জন্য গ্রামের দিকে যেতেন। গ্রামের মানুষরা তাদের কাজ দেখে বিভিন্ন মন্তব্য করতেন। কেউ বলত, 'ছাপছে মামুর বুটা, এগুলো বিক্রি করবে, টাকা পাবে, আমাদের কি লাভ?' আবার কেউ বলত, 'খাবার পানি দিচ্ছি, তুই কি কষ্টই করছিস।'

গ্রামের মানুষদের মধ্যে অনেকেই কাজের ভিন্নতা নিয়ে হতাশও হতেন। কারণ তাদের সাবজেক্ট সিলেকশন ছিল ভাঙা ও পরিত্যক্ত জায়গা, ঝকঝকে সুন্দর জায়গা নয়। কাজ শেষ করার পর তারা বলত, 'গরিবের ভাঙা বাড়ি ছাপো, এতে কি লাভ?'

১৯৯৩ সালে তিনি ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে সিরামিকস ডিপার্টমেন্টে বিএফএ ক্লাস শুরু করেন।

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান বলেন, "সিরামিকস একটি মজার মাধ্যম হচ্ছে মাটি দিয়ে তৈরি করা, ড্রয়িং ঠিক করা, নিজের মতো করে জিনিস তৈরি করা এবং তা গ্লেজ ব্যবহার করে ফায়ারিং করে আরও সুন্দর রূপে উপস্থাপন করা। প্রথমে মনে হতো সিরামিকস কেবল হাড়ি-পাতিল তৈরির মাধ্যম, কিন্তু পরে বুঝতে পারি, এটি পুরোপুরি এক ধরনের রসায়ন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়। যদি কারো ক্লাসের বাইরে ছোটখাটো স্টুডিও থাকে, তবে সিরামিকস দিয়ে তেরাকোটা থেকে মডার্ন ভাস্কর্য পর্যন্ত শিল্পী তার স্বপ্নের রূপ দিতে পারে।"

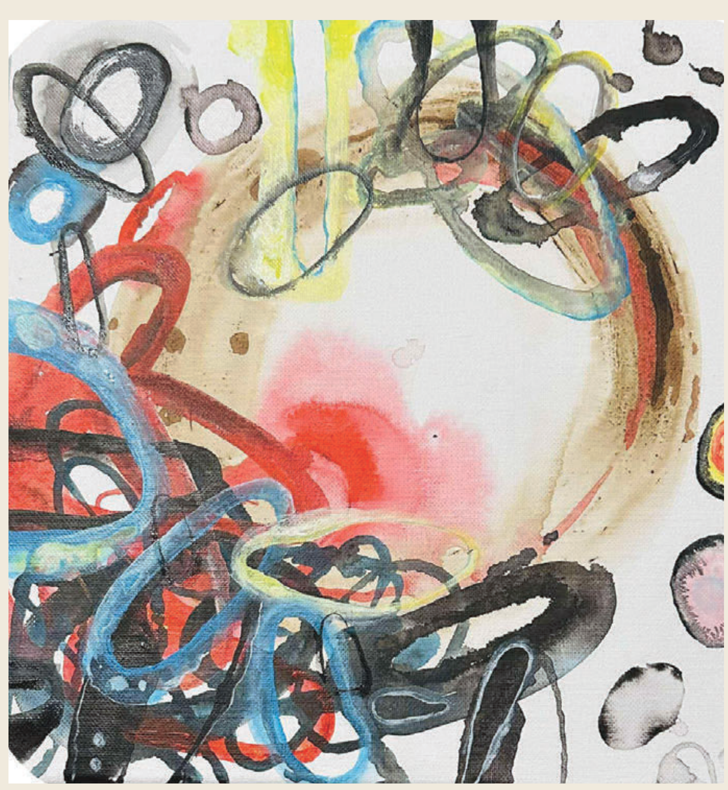

শিল্পীরা নানান মাধ্যম দিয়ে শিল্পকর্ম করতে পছন্দ করে, তিনিও তাই করেন। তিনি চারুকলা বার্ষিক প্রদর্শনীতে সবসময় অংশগ্রহণ করেছেন। ক্লাসের কাজও বিক্রি হতো প্রদর্শনীতে। বিভিন্ন কাজ দেখার সুযোগ হতো আর প্রতিযোগিতার আগ্রহ বেড়ে যেত। পাশাপাশি সারা বাংলাদেশ থেকে ইয়ং আর্টিস্ট প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগও হতো।

তাঁর কাজ ছিল ভাস্কর্য, মেটাল দিয়ে তৈরি। জাতীয় পর্যায়ের শিল্পীদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। সিরামিকস, ভাস্কর্য, ওয়াটার কালার এবং বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন। মাস্টার্স ক্লাস শুরু হলো, চেষ্টা করছিলেন দেশের বাইরে পড়াশোনা করার। ১৯৯৯ সালে নিউ ইয়র্কে ভাস্কর্যে মাস্টার্স করতে পেরেছিলেন। দেশে থাকাকালীন চারুকলার ক্লাসের বাইরে পার্টটাইম কাজ করেছেন।

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান বলেন, "উন্নত দেশ মানে মাথায় ছিল অনেক আশা। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই আলাদা। বিদেশি ছাত্র হিসেবে কাজের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। শুধু ক্যাম্পাসের ভিতর ২০ ঘণ্টা/সপ্তাহ কাজের অনুমতি ছিল। সেমিস্টার খরচ অনেক বেশি, কাজ করে খরচ সামলানো প্রায় অসম্ভব।"

তিনি জানান, নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন, দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ ৯/১১ ঘটনার সময় তিনি ক্লাসে ছিলেন। নিজের চোখে দ্বিতীয় বিমানটি হিট করতে দেখেছিলেন। সমস্ত বিল্ডিং ধসে পড়া দেখে সাত ঘণ্টা হেঁটে ব্রুকলিন ফিরেছিলেন। এরপর থেকে বিদেশি ছাত্রদের অতিরিক্ত নজরদারি শুরু হলো। স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস ঠিক রাখা বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।

কাগজপত্র ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন কম্পিউটার কোর্স, গ্রাফিক ডিজাইন ও ওয়েব ডিজাইন ডিপ্লোমা সম্পন্ন করতে হয়েছে তাকে। পাশাপাশি নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০০৫ থেকে ২০১০ দ্য আর্ট স্টুডেন্টস লিগ অফ নিউ ইয়র্ক-এ স্টুডেন্ট থেকে মিক্স মিডিয়াতে কাজের অনেক কিছু শিখেছেন।

মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান বলেন, "এখানেই শিখেছি, যে কোনো জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা সম্ভব।"

তিনি শিক্ষকের মাধ্যমে শিখতে পেরেছিলেন, শিল্পকর্ম তৈরি হলে মাধ্যম নষ্ট হলেও তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। মূল কথা হলো, কোনো মেটেরিয়ালের সাথে কম্প্রোমাইজ না করা। প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গ্যালারিতে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তিনি। ম্যানহাটানের চেলসি আর্ট মিউজিয়াম-এ একটি গ্রুপ শোতে অংশ নেওয়া হয়েছিল, যেখানে কাজগুলোর নিলাম হয়েছিল। তার কাজ ২০০৯ সালে ১২০০ ডলার-এ নিলামে উঠেছিল। সারাবছর বিভিন্ন শোতে অংশগ্রহণ করেছেন, গ্রুপ শো, দুইজনের শো, তিনজনের শো, নন-প্রফিট অর্গানাইজেশনের প্রদর্শনী, ব্রুকলিন, কুইন্স, ম্যানহাটান, লাইব্রেরি ও গ্যালারিতে। বাংলাদেশী এম্বাসির মাধ্যমে ওয়াশিংটনে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। নিউ ইয়র্ক কনসুলেট জেনারেল আর্ট ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কাজ সংগ্রহে রেখেছে। ইন্ডিয়ান কনসুলেটের আয়োজনে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশী-আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। ফোরামের সিরামিকস ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছেন।

তাঁর কাজের মাধ্যম- অ্যাক্রেলিক মিক্সমিডিয়া ক্যানভাস। সার্কেল নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। তার মতে, মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা শুরু হয় বিন্দু থেকে। এই বিন্দু ঘুরে সাফল্যের চরম এক জায়গায় আটকে থাকে, আবার ফিরে আসে। তার সার্কেলের রঙ এবং তুলির লাইন সেটির প্রতিফলন। স্বপ্নও ঘুরে থাকে এবং নতুন স্বপ্ন জমে, দ্বিগুণ হয়ে আবার ঘুরতে থাকে।

অনেক সময় গতিও দেখিয়েছেন। রঙের লাইন থেকে ঝরে যাওয়া রঙ আবার অন্য রঙের সাথে মিলিত হয়ে আলাদা ফর্ম তৈরি করে।

তিনি জানান, বিমূর্ত কাজ করতে ভালো লাগে তাঁর। কাজের ভিতরে অনেক গল্প থাকে, আবার কিছু না বলা গল্পও থাকে, যা দর্শক নিজের মতো করে উপলব্ধি করে। ওয়াটার কালারে পেপারে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে ক্যানভাসে রঙ দিয়ে ড্রয়িং করেছেন, উপরে আবার রঙ ব্যবহার করেছেন, ড্রয়িংয়ের নীচের অংশ ঘসে ঘসে তুলে বিমূর্ত কম্পোজিশন তৈরি করেছেন।

এখন সিরামিকসের কাজ আর করেন না মোহাম্মেদ মাহমুদুল হাসান। নিউ ইয়র্কে স্থানের সীমাবদ্ধতা, আর্টিস্ট হিসেবে চ্যালেঞ্জ হলেও, তিনি মনে করেন শিল্পীরা সব পরিবেশের সাথে মিলেমিশে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো সুন্দর জায়গা তৈরি করতে পারে।

জলের গোপন

কাজী জহিরুল ইসলাম

একদিন এক নদী
আমাকে একলা পেয়ে জড়িয়ে ধরল।
ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেজালো,
ডোবালো নিজের অন্ধকারে,

আমার সাঁতার শেখা হয়ে গেল।
এখন সাহসী আমি ঝাঁপ দিই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে,

যখন-তখন,
তলদেশ খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনি
জলের গোপন

ডাঙাক্রান্ত অসহায় মানুষের জন্যে।

ফিরছি পুরানো পথেই

কাকন রেজা

ফিরছি পুরানো পথেই
অথচ কথা ছিল অন্যরকম
নতুন বোতলে মদিরার নাম বদলে যায়
কিন্তু নেশাটা থাকে আগের জনমের

পুনর্জন্ম নিলো অভিশাপ
ধারণাটি বিস্ময়কর, আত্মা ও শরীর
মৃত্যুর পরও আত্মা টিকে থাকে
যেমন থাকে ফ্যাসিবাদ পতনের পরেও

জন্মান্তরবাদ বলা যায় নিঃসন্দেহে
নয়া শরীরে পুরানো আত্মার প্রতিস্থাপন
নতুন বোতলে যেমন পচে যাওয়া মদিরা
পচনের নেশা বড় ভয়ংকর

অতএব ফিরছি পুরানো পথেই
অথচ কথা ছিল অন্যরকম

পদ্মপাতায় ভালবাসা

শেখর ভট্টাচার্য

তারকা হোটেল কক্ষের মতো সাজানো গোছানো
ভালোবাসা
শ্রেণি কক্ষের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শিক্ষকের মতো প্রেম নিবেদন
বীজ গণিতের সূত্রে ছায়াবৃক্ষের ডালে চিত্রকল্প আঁকতে যাওয়া
নন্দনকাননের পিচ্ছিল কাণ্ড থেকে প্রেম কুড়ানোর
আপ্রাণ চেষ্টা, ভস্মে ঘি ঢেলে দিয়ে বিনির্মানের চেষ্টা,
অহেতুক অপ্রেমিকের কর্ম।

টইটম্বুর দীঘিতে ভেসে থাকা পদ্মপাতায় থাকে ভালোবাসা
অগোছালো এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা কক্ষ
সূত্রহীন আলিঙ্গন, যক্ষের শেকল ভাঙ্গা আলো
গাছের পাতার ভাজে শুক-সারির প্রেমার্ত ক্রন্দন,
অনুষঙ্গগুলো বুকের ড্রয়ারে অগোছালো রেখে দিলে
ভালোবাসার শালিক ডানা মেলে কবোষ্ণ ঠোঁটে,
গভীর ঘুমের গাঙে অতন্দ্র শয্যা শেষে
খরাক্রান্ত চৈত্রে ভালোবাসা বৃষ্টি হয়ে গন্ড দেশে চুইয়ে পড়ে,
ভালোবাসা বাদাম তোলা নৌকোয় -
উদাত্ত এক ভাটিয়ালি গান।

বিশ্বাস

মোজাম্মেল হক সজল

প্রণয়ের প্রথম লগ্ন থেকেই
নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি তোমায়
মেলে ধরছি তোমার স্পর্শের নাগালে।
তুমি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছো
যখন তখন ইচ্ছে মতো খাচ্ছো।
প্রতিদিন আমার চেতনা খাচ্ছো,
প্রেমাশ্রিত হাতের আঙুল খাচ্ছো,
তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের ঘুম খাচ্ছো,
অভিমান মিশ্রিত ঠোঁট খাচ্ছো,
অভিযোগের বিশ্রি বাক্য খাচ্ছো,
আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই খাচ্ছো।
শুধু আমার বিশ্বাস টুকু খেয়ো না।

মিছা সুখ

স্বপ্ন কুমার

সোনার প্রলেপ দেয়া পেতলের মুখ
কুমারে সবারে বলে এই হলো সুখ

কই গেলে সুখ পাইবায় তুমি

কই গেলে খোঁজ পাইবায় তার

সুখের পিছে এতো ঘোরা
ঘুরিতেছো কেনে কও কুমার

সুখের পিছে কেনে ঘুরো
সুখ আসলে কিছুই নায়

মিছা শান্তি পাওয়ার লাগি
মানুষে মিছা সুখ বানায়।

অদ্ভুত জঙ্গল

আমিনুল ইসলাম

এখানে রক্তের দাগ-ওখানে টাটকা খুলি
বামে বাঘের থাবা তো-ডানে কুমিরের দাঁত
কিন্তু কোথাও শেওড়ার আড়াল নেই-
শালের বাগান কিংবা সুন্দরীর সারি নেই
এ এক অদ্ভুত জঙ্গল- বাঘ ভালুক হরিণ
হায়েনা-আদিম বন্যতার সবকিছুই আছে
কিন্তু নেই কোনো নদী-নেই কোনো ছায়া

কে বলে বৃক্ষ না থাকলে শ্বাপদেরা থাকে না?
কে বলে সিংহের জন্য অপরিহার্য-
শত জঙ্গলের একখানা কালো আফ্রিকা?
তাদের তাকাতে বলো- চোখ খুলে
যেভাবে দেখে সবুজ বনের ওপর ঝুলে থাকা চাঁদ।

ভুল বাহার

শরিফুজ্জামান পল

কেন জানি ভুল করাই হয়েছে নিত্য কর্ম
ভুল মানুষে খুঁজে পাই ভুল প্রেমের গল্প,
জীবন কাটল ভুল করে ভুল পথে হেঁটে
ভুলের ছায়ায় সত্য খুঁজি নিঃশব্দ এক রাতে।

যাদের ভেবেছি আপন ফিরল না পিছে
তাদের চোখে শূন্য আলো ভাঙা আয়না শেষে,
ঠিকের খোঁজে হাঁটতে গিয়ে পথ হারাই বার বার
ভুলের ভিতর পাই -এখন ঝিনাই যমুনার পার।

ভুলই যেন প্রথম গুরু দেখায় সত্যের বাণী
ভুল আশ্রমে জনম গেলো ঠিকানা পাইনি ,
ভুল করেই শিখেছি ভুলের ঘরে কীভাবে
ভাঙা হৃদয় নতুন করে আশার ঘর বাঁধে।

যতই হারাই পাই আবার নতুন করে জেতা
ভুলের হাটে জমে আবার প্রেম যমুনা মেলা,
হাজার ভুলের জখমে পোড়ামন যে দগ্ধ
ভুলের ভীড়েই খুঁজে পাই নতুন জীবন চিহ্ন।

ভয় পাই না ভুলে আর ভুলই জনম সাথী
ভুল আকাশে গান গায় ভোরের ফিনিক্স পাখি।

দূরের বনে বৃষ্টি ঝরে

দেওয়ান নাসের রাজা

দূরের বনে বৃষ্টি ঝরে-মরূদ্যানে নিঃসঙ্গ এক বৃক্ষ
এমন করে ডাকছ তুমি-যেন সবার মতো
বহুদূরের আমি
একদিনও কী জানতে চাও পাতার স্বপ্ন কী
পাহার নদী পেরিয়ে যেতাম ডানা মেলে তবে।
কবির বুকে মরুভূমি অহোরাত্র তৃষ্ণা বাড়ায়
একবারও মেঘ ভাবে না যে দুঃখী কেন পাহাড়
কষ্টগুলো বরফ গলে হচ্ছে কতো নদী
অসময়ে বৃষ্টিপাতে বুকের প্রান্ত ভিজে।

এমন দিনে মরুদ্যানে সুনীল আকাশ ভাবছি যখন
কাছের। তখন থেকেই শূন্যতায় খয়েরী চিল

উড়ছে একা একা।

তখন থেকেই যাচ্ছে সবই ভেসে। হাজার মাইল
পেরিয়ে শেষে আকাশ যেমন দূরের। নিঃসঙ্গ এক
বৃক্ষ ভাবে, দুঃখ ঝেড়ে আকাশ থেকে
অঝোর বৃষ্টি ঝরে।

জীবন মানেই কি শুধু ছুটে চলা

হৃদয় বোস

জীবন যেন এক বয়ে চলে নদী,
নীরব অথচ অদম্য তার গতি।
কখন কোন দিকে মোড় নেয়,
বুঝবার উপায় নেই—
আকাশের মেঘের মতোই অনিশ্চিত সে যাত্রা।

ভালো বলার মতো কিছুই যেন নেই,
তবু চলতে হয়—
দিন যায়, বছর গড়িয়ে যায়,
দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায় অনুচ্চারিত আশা।

কখনো মনে প্রশ্ন জাগে—
এটাই কি তবে জীবনের মানে?
এই অবিরাম ছুটে চলাই কি
জীবনের একমাত্র পরিচয়?

নদী যেমন থামে না, তেমনি থামে না জীবনও
তবু কোথাও না কোথাও
আমরা খুঁজে ফিরি সেই নীরব তীর,
যেখানে ছুটে চলারও বিশ্রাম মেলে!

ঠিকানা কোথায়

হাসান মাহমুদ

কোথায় যায় পথিক—
পথের ঠিকানা আছে কি জানা?
মহাশূন্যে কত নক্ষত্র হারায় দিক,
তবু খুঁজে পায় না ঠিকানা।

কত নক্ষত্ররাজি গেছে কৃষ্ণগহ্বরে,
কত নাবিক ডুবেছে মৃত সাগরের তীরে।
কতজন আর ফেরেনি ঘরে,
পথে নামো পথের সন্ধান করে।

জানি না আমি ঠিকানা কোথায়,
লোনাজলে ভাসি আর ডুবি।
কালের স্রোতে সময় ফুরায়—
আমিও তেমনি এক পথভোলা কবি।

চিলির সুন্দরীকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশের মিথিলা

থাইল্যান্ডে ১২১টি দেশের সুন্দরীদের নিয়ে শুরু হয়েছে 'মিস ইউনিভার্স'-এর ৭৪তম আসর। প্রতিযোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করেছে আয়োজক সংস্থা। একই সঙ্গে চলছে ভোটও। 'পিপলস চয়েস' ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি তানজিয়া জামান মিথিলা চমক দেখিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) পর্যন্ত মিথিলা ২ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। তিনি চিলির সুন্দরী ইন্না মলকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আহতিসা মানালো। তাকে পেছনে ফেলতে মিথিলার আরও ২৯ হাজার ভোট প্রয়োজন। মিথিলা তার দেশবাসীর কাছে ভোট দিয়ে জয় অর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।

মিথিলা তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের ১০ লক্ষ মানুষ যদি প্রতিদিন ১০টা করে ভোট দেয় তাহলে ৭ দিনে কয়েক কোটি ভোট হবে। ১০টা ভোট দিতে সময় লাগে মাত্র ১০-১২ মিনিট। ১৮-১৯ কোটি মানুষের দেশে শুধুমাত্র ভোটের অভাবে যদি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হেরে যায়, এটা কি মেনে নেওয়া যায়?'

ভোট চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। আশা করা যাচ্ছে, আজকালের মধ্যেই মিথিলা আরও ভোট পেয়ে শীর্ষে পৌঁছাবেন।

পিপলস চয়েস ছাড়াও মিথিলা 'বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম' (প্রথম), 'মিস কনজেনিয়ালিটি' (দ্বিতীয়), 'বেস্ট ইভিনিং গাউন' (দ্বিতীয়) এবং 'বেস্ট স্কিন' (তৃতীয়) ক্যাটাগরিতেও এগিয়ে আছেন।

ফুকেটের ইভেন্ট শেষ করে বর্তমানে মিথিলা পাতায়ায় রয়েছেন। 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২ নভেম্বর থাইল্যান্ডে পৌঁছান 'মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫' মুকুটজয়ী এই মডেল ও অভিনেত্রী। নিজেকে নিয়ে তিনি অনেক সাফল্যের প্রত্যাশী।

বিনোদন ডেস্ক

এখন আর আগের মতো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অস্বস্তি পান না ফ্লোরেন্স

ঢাকা ডেস্ক

ইংরেজ অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স পু ২০১৪ সালে 'দ্য ফলিং' সিনেমার মাধ্যমে পেশাদার অভিনয় শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি 'লিটল উইমেন', 'ব্ল্যাক উইডো', 'মিডসমার', 'লেডি ম্যাকবেথ' এবং 'ওপেনহেইমার'-এর মতো অনেক জনপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন। তার কর্মজীবনের জন্য তিনি BAFTA পুরস্কার এবং একটি একাডেমি পুরস্কারের জন্য মনোনয়নসহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন।

সম্প্রতি 'দ্য লুইস থেরউক্স পডকাস্ট'-এ ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটরদের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন ফ্লোরেন্স পু। তিনি বলেন, সিনেমার যৌন দৃশ্যের সময় শিল্পীদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটররা কাজ করেন।

অভিনেত্রী বলেন, তারা জটিলতা কমিয়ে শুটিংটাকে সহজ করে তোলে। যৌন দৃশ্যগুলোকে স্বাভাবিক কাজ হিসেবে অনুভব করান। পরিবেশটা কখনো ঘোলাটে বা বিব্রতকর হতে দেন না। আমি তাদের সঙ্গে কাজের ভালো ও খারাপ দুই ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়েছি।

ফ্লোরেন্স পু বলেন, আগে অনেক যৌন দৃশ্য তিনি কো-অর্ডিনেটর ছাড়া শুটিং করেছেন। যদিও তিনি নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন— তখন কেউ কেউ বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে দৃশ্য পরিচালনা করতেন। অভিনেত্রী হিসাবে তিনি সেগুলো উপভোগ করতে পারতেন না। বিশেষ করে একটা নিরাপত্তাহীনতা কাজ করত। মনে হতো তাকে রক্ষা করার কেউ নেই শুটিং সেটে বলে জানান অভিনেত্রী।

ফ্লোরেন্স পু বলেন, তবে বর্তমানে তিনি ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটরদের সঙ্গে কাজ করে ফ্যান্টাস্টিক অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন। এমনও একটি খারাপ উদাহরণ ছিল, যেখানে কেউ দৃশ্যকে অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর করে তুলেছিল। শুটিং স্বস্তির ছিল না। এখন সেটা পরিবর্তন এসেছে।

অভিনেত্রী বলেন, ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটররা নারীর সেটে আরও স্বাধীনতা দিচ্ছেন। নারী হিসেবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে শুটিং করা একটু জটিল কাজ। তাই অনেক কিছু ভাবতে হয় তাদের। তিনি বলেন, আমি নারী হিসেবে কখনো পরিচালককে বলতে পারতাম না যে, আর বেশি টেকের দরকার নেই। আমার সহশিল্পীই সেটে গিয়ে পরিচালককে জানিয়েছেন যে— এটা করা দরকার নেই, যেটুকু হয়েছে সেটি পারফেকট।

ফ্লোরেন্স পু আরও বলেন, তখন বুঝতে পারলাম— আমি নিজে এই কথাটা বলতে পারতাম না। আমি বললে টিম মনে করত নারী বলে আমি অস্বস্তি অনুভব করছি। কিন্তু যখন আমার সহ-অভিনেতা বলল, তখন সেটি খুব সহজেই গ্রহণ করা হলো।

ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটররা যৌন দৃশ্যের গল্প বোঝার, সংবেদনশীলতা এবং দৃশ্যের নৃত্যের মতো দিকগুলো শিখতে সাহায্য করে থাকেন। তিনি বলেন, ভালো কো-অর্ডিনেটরের মাধ্যমে যা শিখেছি তা খুবই কার্যকর। যৌন দৃশ্যগুলো নিয়ে এখন আমার অস্বস্তি বা কষ্ট হয় না বলে জানান ফ্লোরেন্স পু।

কোরিয়ান ড্রামায় অভিনয়ের আগ্রহ রাশমিকার

রহস্য, রোমান্স কিংবা অ্যাকশন—সব গল্পেই সমানভাবে মানিয়ে যান রাশমিকা মান্দানা। কন্নড়, তেলুগু, তামিল, হিন্দি—বিভিন্ন ভাষার নানা ঘরানার সিনেমায় অভিনয় করে অভ্যস্ত তিনি। রাশমিকার নজর এবার কোরিয়ান ভাষার দিকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা বেড়েছে কোরিয়ান ড্রামার। রাশমিকা নিজেও এসব সিরিজের ভক্ত। তাঁর খুব ইচ্ছা কোরিয়ান ড্রামায় অভিনয় করার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাশমিকা বলেন, 'কোভিডের সময় কোরিয়ান ড্রামার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল আমার। ওই সময় থেকে কে-ড্রামা দেখা শুরু করেছিলাম। হাতে তখন অনেক সময় ছিল। প্রতিটি কে-ড্রামা সাধারণত ১৬ পর্বের। ফলে ১৬ ঘণ্টা খুব আনন্দে কাটানো যেত।' অভিনেত্রী জানান, 'ইটস ওকে টু নট বি ওকে', 'লাভ স্কাউট', 'আন্ডারকভার হাইস্কুল', 'হোয়েন লাইফ গিভস ইউ ট্যানজারিন'সহ অনেক কোরিয়ান সিরিজ রয়েছে তাঁর পছন্দের তালিকায়।

কোরিয়ান সিরিজে অভিনয়ের সুযোগ পেলে লুফে নেবেন বলে জানান রাশমিকা। তিনি বলেন, 'যদি সুযোগ পাই, ব্যাপারটা খুব মজার হবে। সেই অপেক্ষায় আছি। তবে কোন ধরনের চরিত্রে অফার পাচ্ছি, সেটাও দেখার বিষয়। কারণ, সবাই জানে, চরিত্র নিয়ে আমি কতটা খুঁতখুঁতে।'

কোরিয়ান সিরিজ ছাড়াও জাপানি অ্যানিমের ভীষণ ভক্ত রাশমিকা। ছোটবেলা থেকে এখনো নিয়ম করে অ্যানিমে দেখেন তিনি। 'নারুতো শিপুডেন' দেখে বড় হয়েছেন। ২২টি সিজনে ৬০০-র বেশি পর্ব আছে এ অ্যানিমে সিরিজে। সবই দেখেছেন। **বিনোদন ডেস্ক**

ছয় বছর পর ফিরে প্রিয়াঙ্কার চমক

ঢাকা ডেস্ক

পরনে হলুদ শাড়ি, বেণি করা চুল, কপালে টিপ, পায়ে কোলহাপুরি চামড়ার স্যান্ডেল আর হাতে পিস্তল-সব মিলিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মারমুখী এক নারী। এমন লুকে ছয় বছর পর ভারতীয় সিনেমায় ফিরে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

জানা গেছে, দীর্ঘ বিরতির পর পরিচালক এস. এস. রাজামৌলির বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'গ্লোবট্রটার'-এর মাধ্যমে বড় পর্দায় ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা। বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর ফার্স্ট লুক পোস্টার, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। পোস্টারটি শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'সে যেমন দেখায়, তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু সে। পরিচিত হোন মন্দাকিনীর সঙ্গে।'

পরিচালক রাজামৌলি নিজেও পোস্টারটি শেয়ার করে লিখেছেন, "যিনি ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বমঞ্চে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-ফিরে আসার জন্য স্বাগতম, দেশি গার্ল! প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আমরা অপেক্ষা করছি, বিশ্ব যেন তোমার 'মন্দাকিনী'-র অসংখ্য রূপ দেখতে পায়।"

প্রিয়াঙ্কার পাশাপাশি এই ছবিতে রয়েছেন মহেশ বাবু ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। কয়েক সপ্তাহ আগেই রাজামৌলি প্রকাশ করেছিলেন পৃথ্বীরাজের চরিত্র 'কুম্ভ'-এর লুক পোস্টার।

এর আগে এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা জানান, হায়দরাবাদের সেটে তাঁর মেয়ে মালতি মেরি দারুণ সময় কাটিয়েছে। মহেশ বাবুর মেয়ে সিতারার সঙ্গে খেলেছে এবং রাজামৌলির খামারে গিয়ে একটি বাছুরের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে।

প্রিয়াঙ্কার সর্বশেষ ভারতীয় ছবি ছিল ২০১৯ সালের 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক'। এরপর ফারহান আখতারের সঙ্গে 'জি লে জারা' ছবির ঘোষণা এলেও চার বছর কেটে গেছে, এখনো ছবিটি নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

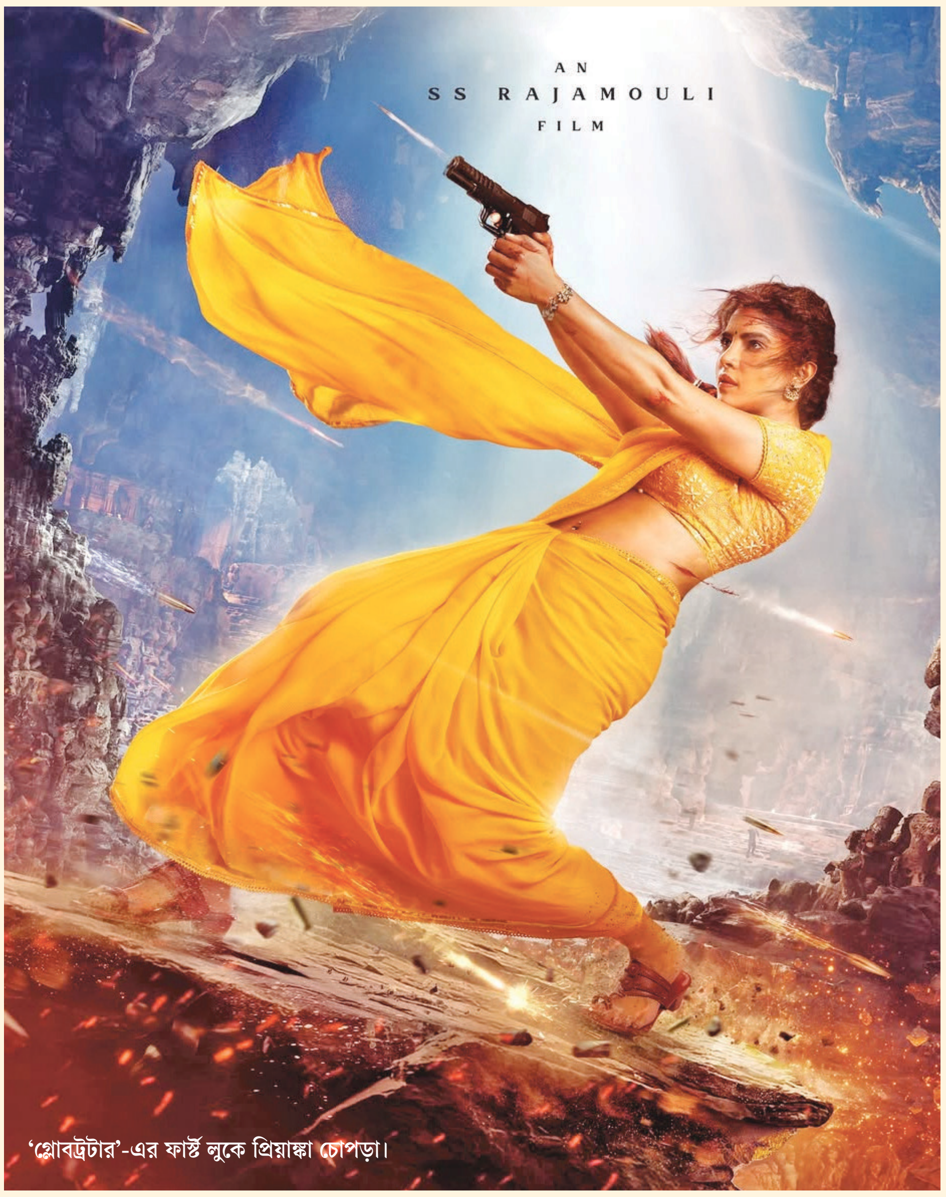

'গ্লোবট্রটার'-এর ফার্স্ট লুকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
1211
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S
2022
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 13 November 2025, 9th Year, Issue 452

বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ২৮ কার্তিক ১৪৩২ , ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫২

শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশি সেবামূলক সংগঠন হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে অপটিমিস্টস্‌।

অপটিমিস্টসকে সম্মানিত করল বাংলাদেশ সোসাইটি

নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তীতে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২ নভেম্বর এক বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য ও সাফল্যে ভরপুর এই অনুষ্ঠানে, সোসাইটির বিবেচনায় নিউ ইয়র্কের শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশি সেবামূলক সংগঠন হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে অপটিমিস্টস্‌।

পঞ্চাশ বছর আগে যখন নিউইয়র্কে বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা, তখনই কিছু দূরদর্শী অভিবাসী নাগরিক বাংলাদেশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—প্রবাসে বাংলাদেশিদের ঐক্য, কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথ সুদৃঢ় করা। দীর্ঘ পাঁচ দশকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

আমেরিকায় বাড়ি কেনার পথে বড় পরিবর্তন

আসছে ৫০ বছরের মর্টগেজের যুগ

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার বাড়ি ক্রেতাদের জন্য আসতে পারে যুগান্তকারী সুযোগ। দীর্ঘ মেয়াদি ৫০ বছরের মর্টগেজ চালুর প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। অনুমোদন মিললে এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারে প্রায় এক শতাব্দীর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন—যা বাড়ির মালিকানা পাওয়ার পথকে অনেক সহজ করে তুলতে পারে।

ফেডারেল হাউজিং ফাইন্যান্স এজেন্সির পরিচালক বিল পুল্টে নিশ্চিত করেছেন যে এই পরিকল্পনা এখন প্রস্তুতির পর্যায়ে। তিনি বলেন, ৫০

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সবুজ শহরে পিতৃস্মৃতি

উত্তমা দেব চৌধুরী

ডা. নাহার তানি

দুই কন্যার ভালোবাসায় ইতিহাসের পুনর্জাগরণ শ্রীমঙ্গলে

সংগ্রাম দত্ত

বাংলাদেশের চা-রাজধানী শ্রীমঙ্গল—প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া এক অনন্য নগরী। সবুজ কার্পেটের মতো বিছানো চা-বাগান, পাহাড়, নদী, লেক, বনাঞ্চল ও হাওরের সমারোহে শ্রীমঙ্গল আজ শুধুই একটি উপজেলা নয়; প্রকৃতিগতভাবে এটি অনেক বিভাগীয় শহরের তুলনায় উন্নত ও সম্ভাবনাময়। তবু প্রশাসনিক কাঠামোয় এটি এখনও উপজেলা পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। সময় এসেছে এই ঐতিহাসিক নগরীকে জেলা হিসেবে বিবেচনা করার।

এই প্রকৃতিসমৃদ্ধ এলাকার ভেতর লুকিয়ে আছে বহু অজানা কাহিনি, ঐতিহ্য এবং মানবিক ভালোবাসার গল্প। সম্প্রতি এমনই দুটি গল্পের মধ্য দিয়ে ধরা দিয়েছে এক বিশেষ আবেগ—কন্যারা যেন পিতার প্রতি একটু বেশিই অনুরাগী।

পিতার জীবনের প্রতি কন্যাদের অনুরাগ

শ্রীমঙ্গলের শিক্ষানুরাগী, দানবীর ও খ্যাতিমান জননেতা ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটদের নতুন আশার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক বছর আগেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছিল দিশাহীন। হোয়াইট হাউসসহ কংগ্রেসের দুই কক্ষ হারিয়ে দলটি বড় ধাক্কা খায়। তবে সাম্প্রতিক তিন অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত জয় এনে ডেমোক্র্যাটরা আবারও রাজনীতির মাঠে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছে।

নিউইয়র্কে সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী জোহরান মামদানি, ভার্জিনিয়ায় সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা অ্যাবিগেইল

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

চাকরির বিজ্ঞপ্তি
লাবণ্ন ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল
রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন
প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।
লাবণ্ন ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে জন্য বাংলা ভারতীয় ও কন্টিনেন্টাল খাবারে দক্ষ
অভিজ্ঞ কারী ও কাবাব শেফ প্রয়োজন
প্রার্থীকে পার্টি ইভেন্ট অনুযায়ী বিশেষ মেনু তৈরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রেস্টুরেন্ট বা পার্টি হলে ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। টিমওয়ার্ক, সময়ানুবর্তিতা এবং পেশাদারিত্বের মান বজায় রাখার সক্ষমতা থাকতে হবে।
ঠিকানা
1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208.
আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫*
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Hashan Chowdhury
Realtor
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
IRS e-file
• Income Tax • Business setup
• Sales Tax • Payroll (W2, 1099)
• Corporate Tax • All imigratoin Services
• Partnership Tax • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

M মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্‌ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

FROMEN INJURY LAW
www.fromenlaw.com 716-855-1222
Licensed in New York and the U.S. Supreme Court.
CALL NOW FOR FREE CONSULTATION
আমরা দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আইন সেবা প্রদান করে থাকি
SERVICES
• Car accidents • Drunk driving accidents
• Truck accidents • Wrongful death
• Bus accidents • Construction site accidents
• Ride share Uber/Lyft accidents • Slip & fall accidents Dog bite
• Pedestrian accidents • Workplace accidents
• Motorcycle accidents • Product liability
NAZMUS SAKEEB, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
CONTACT US
OFFICE: 716-855-1222
CELL: 716-377-7918
nsakeeb@fromenlaw.com
www.fromenlaw.com

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com